শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি।

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত।

(উত্তর-ভাগ)

শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দাসী কর্ত্তৃক
বিরচিত।

জেলা মুর্শিদাবাদ, জজান হইতে
শ্রীরমণীমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

শ্রাবণ,
বঙ্গাব্দ ১৩২৫ সাল।

সংসারসিন্ধুমতি-দুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারস-নিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্‌বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য॥

[শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৪।৪০]

পারহীন পারাবার, প্রায় পার হওয়া ভার,
এ সংসার অতি ভয়ঙ্কর।
নানা দুঃখ দাবানলে, তাহাতে নিয়ত জ্ব'লে,
যে মানব যাতনা-কাতর॥
তাই সে সাগর-পার, যাইবারে চায় তার,
পারের তরণী নাহি অন্য।
পুরুষ-উত্তম হরি, তাঁর সুখ-শান্তি-করী,
লীলাকথা-রস-সেবা ভিন্ন॥

সম্পাদকের নিবেদন।

বহুবিধ বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করিয়া—পূর্ব্বভাগ প্রকাশের প্রায় সার্দ্ধ তিন বৎসর পরে শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থের উত্তর-ভাগ প্রকাশিত হইলেন। আমার মাতৃকল্পা গ্রন্থরচয়িত্রীর শারীরিক অসুস্থতাই এইরূপ কালবিলম্বের প্রধান কারণ। শ্রীকৃষ্ণলীলা তাঁহার অন্তর এমনই অধিকার করিয়া-বসিয়াছেন যে, তিনি যখনই একটু অসুস্থতার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন, তখনই শ্রীলীলা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-লীলার এমনই মোহিনী শক্তি যে, যিনি তাহা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার বলিয়া সাধ মিটে না,—মনে হয় আরও বলি আরও বলি; আবার যিনি শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারও শুনিয়া সাধ মিটে না,—মনে হয় আরও শুনি আরও শুনি। শ্রীকৃষ্ণলীলার ঐ মোহিনী শক্তি প্রভাবেই মার আমার রচনার সাধও মিটিয়া মিটে না,—যতই রচনা করেন, মনে হয় আরও রচনা করি আরও রচনা করি। এরূপ অবস্থায় তো একটু বিলম্ব হওয়াও স্বাভাবিক। সুদীর্ঘকাল শ্রীলীলাকথা লিখিতে-লিখিতে ভক্তিমতী গ্রন্থকর্ত্রীর লেখনী অসাধারণ শক্তিসম্পন্না ও ধন্যা হইয়াছেন। এ অধমও এইরূপ পবিত্র গ্রন্থের সম্পাদন ভার পাইয়া আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে করিতেছে। এখন ভক্তমণ্ডলি, আপনারাও ইহার অপ্রাকৃত আস্বাদ গ্রহণ করিয়া ধন্য হউন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রস-স্বরূপ, তাই তাঁহার লীলাকথাও রসে মাখামাখি। শ্রীবৃন্দাবনলীলা এবং শ্রীপুরলীলা ভেদে শ্রীকৃষ্ণলীলা দ্বিবিধ। উভয় লীলাই রসে ভরা। তবে ভাবভেদে তাহার আস্বাদন-

ভেদ। পার্থক্যের মধ্যে কেবল এইটুকু। রুচি তো সকলের সমান নয়,—কেহ মাধুর্য্য ভালবাসেন, কেহ ঐশ্বর্য্য ভালবাসেন। মাধুর্য্য-প্রিয়ের শ্রীবৃন্দাবনলীলাই সমধিক প্রীতিপ্রদ; ঐশ্বর্য্যনিষ্ঠের আবার শ্রীপুরলীলাই আনন্দ বর্দ্ধন করেন। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতের এই উত্তর-ভাগে প্রধানতঃ ঐশ্বর্য্যপ্রধান পুরলীলা বর্ণিত হইলেও রস-রচনা-নিপুণা গ্রন্থরচয়িত্রী স্থানে স্থানে সুকৌশলে এমন মাধুর্য্যরস ঢালিয়াছেন যে, তাহা ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন খাঁটী মাধুর্য্যের আস্বাদনের অপেক্ষা এক অভিনব ও অপূর্ব্ব আস্বাদনের সৃষ্টি করিয়াছে। এই ভাগের শেষভাগে শ্রীকুরু-ক্ষেত্র মিলন ও শ্রীবৃন্দাবন মিলন প্রভৃতি অংশ আলোচনা করিলেই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে।

এই গ্রন্থ এবং গ্রন্থকর্ত্রী সম্বন্ধে অন্যান্য যাহা কিছু বক্তব্য তাহা পূর্ব্বভাগে —"সম্পাদকের নিবেদনে" নিবেদন করিয়াছি। এবার আর অধিক নিবেদন করিবার কিছুই নাই, একমাত্র শেষ নিবেদন এই—আপনারা এই শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতের আস্বাদনকালে যখন আনন্দ পাইবেন, তখন প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন যে, আমার মাতৃকল্পা গ্রন্থকর্ত্রী মহোদয়া, পতি-পুত্রাদি-সহ সুস্থদেহে ও সুস্থ অন্তঃকরণে কালযাপন করেন এবং অন্তে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম-সেবার অধিকারিণী হন। ইতি—

শ্রাবণ, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৩
৪০।১।এ, মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন,
সিমুলিয়া, কলিকাতা।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
সম্পাদক।

শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন জীউ
শ্রীচরণ ভরসা।

বন্দনা ও প্রার্থনা।

জয় কৃষ্ণ ভগবান, জগত নিবাস স্থান,
করুণা নিধান অন্তর্য্যামি।
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ হেতু, রক্ষিতে ধর্ম্মের সেতু,
দেবকীর জঠরে জনমি॥

অসুর নিধন করি, পৃথিবীর ভার হরি,
নিজ সত্য করিয়া পালন।
সন্তোষি যাদব আর্য্য, ধর্ম্মপুত্রে দিয়া রাজ্য,
শিষ্ট জনে করেন রক্ষণ॥

তাঁহার চরিত্র চিত্র, সমভাব অরি মিত্র,
উভয়ে উত্তম গতি পায়।
কি আশ্চর্য্য আছে তাঁর, হরিতে পৃথ্বীর ভার,
চরে মৃত্যু যাঁহার আজ্ঞায়॥

তাঁর যশ কীর্ত্তিমালা, ব্যাস শুক বিস্তারিলা,
তিন লোক করিতে নিস্তার।
নামের মহিমা যত, তাহা কে কহিবে কত,
অজামিল দৃষ্টান্ত তাহার॥

ছিল পুত্র একজন, নাম তার নারায়ণ,
মৃত্যুকালে সে নামে ডাকিয়া।
পাপী সে বিমানে চড়ি, গেল শ্রীবৈকুণ্ঠ পুরী,
যমদূত দেখে দাঁড়াইয়া॥

সকল তীর্থের তীর্থ, শ্রীকৃষ্ণের নামামৃত,
শ্রদ্ধা করি যে করে গ্রহণ।
নাশি তার অমঙ্গল, চিত্ত করি সুনির্ম্মল,
করে তার ত্রিতাপ হরণ॥

কৃষ্ণে শ্রদ্ধা রতি ভক্তি, ক্রমশ জন্মায় প্রীতি,
তুচ্ছ করে চতুর্ব্বর্গ ফল।
নাম মাত্র কর সার, দূর হবে অন্ধকার,
কৃষ্ণ নাম ধরে মহাবল॥

যাঁর পদ ধৌত বারি, পাপী তাপী না বিচারি,
স্পর্শ মাত্র করেন উদ্ধার।
তাঁর লীলা নাম গান, করিলে পাইবে ত্রাণ,
একথা বাহুল্য বলা আর॥

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, যে লক্ষ্মীর শ্রীচরণ,
আরাধনা করেন সতত।
সে লক্ষ্মী তাঁহার প্রিয়া, সেবা অধিকার নিয়া,
চরণ সেবেন অবিরত॥

কুবলয়াপীড় করী, তাহারে দলন করি,
যিনি হস্তিদন্ত উপাড়িয়া।
প্রবেশি সভার মাঝে, মল্লবেশে বীর সাজে,
অসুরের ভীতি জন্মাইয়া॥

সভ্যজন অভিমুখে, নৃত্য করি মনঃসুখে,
ভিন্ন ভিন্ন রূপে দরশন।
দিয়া, সাধু-পীড়া-দাতা, নব-শিশু-প্রাণ-হন্তা,
দুষ্ট কংশে করেন নিধন॥

সেই শ্রীকৃষ্ণের কর, অসুরের ভয়ঙ্কর,
সুরগণ বিঘ্ন বিনাশন।
ভক্তেরে আশীষ দান, অভক্তেরে ভক্তিদান,
কৃপায় করুন বিতরণ॥

অপরূপ ব্রজলীলা, বনে গোচারণ খেলা,
মাতাপিতা গোপালের সনে।
যে যেমন ভাবে তাঁরে, সে ভাব আরোপি তারে,
আপনিও বন্দী হ'ন প্রেমে॥

মনো-নেত্র-অভিরাম, নবীন জলদ শ্যাম,
রসরাজ মদন মোহন।
শ্রীকরে মুরলী ধরি, সম্মোহন মন্ত্র পড়ি,
সুমধুর করিয়া গর্জ্জন॥

শত কোটী নারীগণে, আকর্ষিয়া আনি বনে,
পূরাইতে নিজ অঙ্গীকার।
শারদীয় মহারাসে, নৃত্যগীত লীলারসে,
মহানন্দে করেন বিহার ॥

ব্রজ গোপাঙ্গনা গণ, কৃষ্ণে সঁপে আত্মা মন,
শুভাশুভ নাহি বিচারিয়া।
কৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেমে, বসিয়া হৃদয়াসনে,
প্রেম বৃদ্ধি করেন হাসিয়া ॥

মহাভাব স্বরূপিণী, শ্রীরাধিকা ঠাকুরাণী,
আহ্লাদিনী কৃষ্ণ চিত্ত জয়ী।
অপ্রাকৃত তাঁর প্রেমা, অদভুত মধুরিমা,
সুসৌরভ-যুক্তা রসময়ী ॥

সুরভিত সেই রস, কৃষ্ণ মত্তকরী বশ
করিয়া রাখেন ব্রজপুরে।
কৃষ্ণ তাঁর প্রেম-ঋণে, বন্দী থাকি চিরদিনে,
প্রেমানন্দে সদত বিহরে ॥

সেই শ্রীরাধার, মহিমা অপার,
ইন্দ্র আদি অজ ভব।
ধ্যানে নিরবধি, না পান অবধি,
সে প্রভার এক লব ॥

অধিক কি আর, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার,
প্রেমভাব জানিবারে।
সেই রূপরসে, দ্রব হ'য়ে শেষে,
আসেন নদিয়া পুরে॥

মরকত শিলা, কাঞ্চনে মিশিলা,
লুকাল ত্রিভঙ্গ ঠাম।
লুকাইল বাঁকা, চূড়া শিখিপাখা,
লুকাইল শ্যামধাম॥

পুলিনের খেলা, লুকাল হিন্দোলা,
লুকাল মোহন বাঁশি।
রহিল বঙ্কিম, ভাবে দু'নয়ন,
আর মধুরিম হাসি॥

রসের মূরতি, ধরিয়া আকৃতি,
আসেন নদিয়া পুরে।
শ্রীগৌরাঙ্গনাম, লাবণ্যের ধাম,
রাধাভাব অঙ্গে ধরে॥

প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র,
সঙ্গে প্রিয় গদাধর।
ব্রজগোপগোপী, নিজরূপ ঢাকি,
আসি হন সহচর॥

ল'য়ে ভক্তগণ, করিয়া কীর্ত্তন,
নাম দিয়া ঘরে ঘরে।
কভু হাসে কান্দে, স্থির নাহি বান্ধে,
ভূমিতে লোটায়ে পড়ে॥

অন্তরে শ্রীরাধা, গায়েন শ্রীরাধা,
হরে কৃষ্ণ রাম হরে।
প্রেমার তরঙ্গে, হাসে নাচে রঙ্গে,
পুলক রোমাঞ্চ ধরে॥

নাহি পান সীমা, রাধার মহিমা,
ভাব অনুভাব সিন্ধু।
বিরহেতে ক্ষীণ, হ'য়ে দীন হীন,
যাচে তার এক বিন্দু॥

সে প্রভাব তাঁর, বর্ণে সাধ্য কার,
আমি জীব তৃণপ্রায়।
সে ভাব বর্ণনা, করিতে বাসনা,
উপহাস মাত্র হয়॥

তাই কর জোড়ে, নিবেদি তাহারে,
তাঁহাদের নাম গানে।
সদা থাকে স্মৃতি, যুগল মূরতি,
স্ফূর্ত্তি হয় নিশিদিনে॥

* * *

শ্রীরাধা রমণ, মদন মোহন,
শ্রীরাধা বল্লভ নাথ।
এ দীন অধমে, করুণ নয়নে,
কর শুভ দৃষ্টিপাত॥

যদি তুমি বল, স্বকর্ম্মেরি ফল,
অবশ্য ভুঞ্জিবে তুমি।
তবে নিবেদন, অধম তারণ,
নাম তব কেন শুনি॥

ভজন পূজন, করে যেই জন,
তারে কি তারিবে তুমি।
সে আপন জোরে, যাবে ভব পারে,
উপলক্ষ মাত্র তুমি॥

যে জন তোমারে, স্মরণ না করে,
নাহি লয় তব নাম।
তারে যদি তার', ধরিবারে পার',
'অধম তারণ' নাম॥

যে কর্ম্ম আমার, গতি সে প্রকার,
হইবে হে শ্যামরায়।
সুখ দুঃখ যোগ, করমেরি ভোগ,
তব দোষ তাহে নয়॥

তথাপিও আশ, করোনা নৈরাশ,
এই মম নিবেদন।
তব জন সঙ্গে, তোমার প্রসঙ্গে,
জন্মে জন্মে রহে মন॥

অশেষ কৃষ্ণের লীলা, শেষ শেষ না জানিল,
লীলা শেষ কভু নাহি হয়।
অদ্যাপিও লীলা রঙ্গে, ব্রজে গোপবালা সঙ্গে,
লীলায় ভ্রমেন শ্যামরায়॥

আমি জীব মায়াশ্রিত, কৃষ্ণের সে লীলামৃত,
লিখিবার নাহি অধিকার।
নাহি পাঠে উপদেশ, নাহি নামে শ্রদ্ধা লেশ,
নাহি বুদ্ধি শক্তির সঞ্চার॥

নাহি জপ তপ ধ্যান, নাহি কোন তত্ত্বজ্ঞান,
নাহি ভক্তি—পাষাণ হৃদয়।
শিশু শিক্ষা মত বাক্য, শব্দ ছন্দ মাত্র ঐক্য,
নাহি কোন ভাবের আশ্রয়॥

বুদ্ধি মম অতি মন্দ, শোক মোহে সদা অন্ধ,
হেরি কৃষ্ণচন্দ্র দয়াময়।

বালকে খেলনা দিয়া, রাখে যেন ভুলাইয়া,
সেইমত করিয়া উপায় ॥
কেবল লেখনী দ্বারে, শোক দূর করিবারে,
প্রবোধি রাখিয়া এই দীনে।
দিলেন লেখায় আর্ত্তি, না দিলেন ভক্তি স্ফূর্ত্তি,
এই দুঃখ রহিল মরমে ॥
শারদীয় মেঘ প্রায়, গরজন মাত্র হয়,
নাহি রস বিন্দু বরিষণ।
কৃষ্ণ লীলামৃত লেখা, অমৃতে গরল মাখা,
ভাব শূন্য বাক্যের যোজন ॥
নাহি জানি ভাব অর্থ, বর্ণ পরিচয় মাত্র,
অসম সাহস মাত্র হয়।
লজ্জা ভয় নিরন্তর, লিখিতে কাঁপিছে কর,
লেখা হইল ভ্রম দোষময় ॥

* * *

করি কোটি কোটিবার, শ্রীচরণে নমস্কার,
প্রভুজিরে করি নিবেদন।
আপনার আশীর্ব্বাদে, শেষভাগ নিরাপদে,
লীলামৃত হৈল সমাপন ॥
সংসার তরঙ্গ যত, শরীর অসুস্থ তত,
লেখাপূর্ণে নাহি ছিল আশা।

প্রভুর আশীষ বল, সেই আমার সম্বল,
তাই ছিল কেবল ভরসা ॥

অশেষ গুণালঙ্কৃত, সর্ব্বলোকসংপূজিত,
প্রভু নিবেদন শ্রীচরণে।
করি কৃপাবরিষণ, লেখা করি সংশোধন,
চরিতার্থ করুন অধমে ॥

* * *

শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণ, করপুটে নিবেদন,
শ্রীচরণে কোটী নমস্কার।
দেন সবে আশীর্ব্বাদ, পূর্ণ হোক মনঃসাধ,
কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হৃদয়ে আমার ॥

কৃষ্ণভক্ত সাধ্বীগণে, প্রণমিয়া শ্রীচরণে,
কর যোড়ে করি নিবেদন।
ছোট মুখে বড় কথা, উপহাস ময় যথা,
পঙ্গু চায় গিরির লঙ্ঘন ॥

সেই মত মনে সাধ, সে-ও হয় অপরাধ,
তথাপি প্রবল হঠকারে।
চাহি ভক্তি আশীর্ব্বাদ, দিয়া পূর্ণ করি সাধ,
চরিতার্থ করুন আমারে ॥

পুষ্পাঞ্জলি।

নিবেদন করি, রাজার কুমারি,
বড় সাধ ধরে মন।
অঞ্জলি ভরিয়া, কুসুম তুলিয়া,
পূজি রাঙ্গা শ্রীচরণ ॥
কিন্তু কোথা রয়, সেই ফুলচয়,
এ তিন ভুবন মাঝে।
দিতে যোগ্য যাহা, দিব আমি তাহা,
ও পদ রাজীব রাজে ॥
নন্দকুল চন্দ্র, যে পদারবিন্দ,
শ্রীকর সরোজদ্বারে।
করি উপাসনা, না পূরে সাধনা,
চান প্রাণ ত্যজিবারে ॥
তবে ত্রিভুবনে, তোমার পূজনে,
ফুল পায় কোন্ জন।
ভাবিয়া চিন্তিয়া, রাখি নিবারিয়া,
কিন্তু নাহি মানে মন ॥
দুর্ব্বার চঞ্চল, অতি সে প্রবল,
কথা কভু নাহি শুনে।

ছিন্নভিন্ন দল, মানস কমল,
আছে সে দেখায় এনে ॥
যা কহে যখন, তা করি তখন,
হই আমি তদধীন।
সে নয় আমার, আমি দাস তার,
হ'য়ে আছি চিরদিন ॥
তাই সে কমল, হীন পরিমল,
মনঃসাধে অর্পি আমি।
কান্ত সহ রাধে, রাতুল শ্রীপদে,
কৃপায় ধর হে তুমি ॥

শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন জীউ

শ্রীচরণ ভরসা।

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত।

মঙ্গলাচরণ।

বিধি পঞ্চানন, বরুণ পবন,
ইন্দ্র আদি সুরগণে।
অঙ্গ পদ ক্রমে, যাঁরে সাম গানে,
গায়েন আনন্দ মনে॥
যোগি-ঋষি-গণে, ধ্যান প্রাণায়ামে,
যাঁর তত্ত্ব নাহি পান।
সেই পরমেশে, কৃপালেশ আশে,
করি কোটি পরণাম॥

* * *

সিন্ধু মথিবারে, পৃষ্ঠেতে মন্দরে,
যিনি কূর্ম্মরূপে ধরি।
মেরুর ঘর্ষণে, কণ্ডূয়নারামে,
নিদ্রাগত যেই হরি॥

যাঁর শ্বাসানিল, সমুদ্র সলিল,
ধরিয়া তরঙ্গ ভরে।
অভ্যাসেতে নিতি, যাতায়াত গতি,
করে হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারে॥
কোটি কোটিবার, করি নমস্কার,
সেই দেব ভগবানে।
দেন আশীর্ব্বাদ, আনন্দ প্রসাদ,
কৃপা করি ভক্তগণে॥

* * *

শ্রীকৃষ্ণ জয় জয়, ধাম জগৎ-চয়,
দৈত্যদানব কুলহারী।
জয় শ্রীগদাধর, হরি পরমেশ্বর,
মধুকৈটভ মুরহারী॥
জয় মধুসূদন, অসুর বিনাশন,
কংস চানূর খলহারী।
জয় শ্রীজনার্দ্দন, কালিয় বিমর্দ্দন,
কেশিমথন অঘহারী॥
জয় গোপনন্দন, গোপাল নারায়ণ,
জয় শ্রী জয় গিরিধারী।
জয় জয় মাধব, মধুপতি কেশব,
স্থাবর চর ভয়হারী॥

মঙ্গলাচরণ।

জয় জগরঞ্জন, গোপিকা বিলাসিন,
বংশিবদন চিতহারী।
জয় শ্যামসুন্দর, মূরতি মনোহর,
জয় জয় রাসবিহারী॥

* * *

যাঁর অনুভব, জগত দুর্ল্লভ,
প্রীতি ভক্তি রসাত্মক।
অখিলের তত্ত্ব, সর্ব্ব পরমার্থ,
জ্ঞান-দীপ প্রকাশক॥
অতি গোপনীয়, দেব পূজনীয়,
সর্ব্বোত্তম যে পুরাণ।
যাহা তম-মতি, জীবগণ প্রতি,
হইয়া করুণাবান॥
তাহা সুবর্ণন, করিয়া মোচন,
করেন মুমুক্ষু জনে।
যিনি মহিমায়, সর্ব্বত্র বিজয়,
পূজ্য মুনি ঋষি স্থানে॥
ত্রিলোক বন্দিত, সেই ব্যাসসুত,
শুকদেব যোগিবরে।
কোটী কোটীবার, করি নমস্কার,
শ্রীচরণ ধরি শিরে॥

* * *

সুর মুনিবন্দ্য, মহর্ষি কবীন্দ্র,
দ্বৈপায়ন বেদব্যাস।
পুরাণাষ্টাদশ, করিয়া প্রকাশ,
না পূরিল মন-আশ॥
বেদ-সিন্ধু মথি, তুলিয়া অমৃতি,
শ্রুতিসার কৃষ্ণনাম।
লিখি লীলাগান, ভক্তি ভক্তনাম,
পূর্ণ করি মনস্কাম॥
পুত্র শুক মুখে, অর্পিলেন সুখে,
শ্রীমদ্ভাগবত নামে।
সর্পাঘাত শাপে, বিষ্ণুরাত নৃপে,
যাহা প্রশ্নোত্তর ক্রমে॥
শুক যোগিরাজ, মুনি ঋষি মাঝ,
লীলামৃত বরিষণে।
ত্রিলোক দ্রবিত, করিয়া পবিত্র,
করিলেন ভক্তি দানে॥
সেই ভাগবত, যাহার প্রণীত,
মহা ঋষি কবিবরে।
কোটী কোটীবার, করি নমস্কার,
নিজ দোষ ক্ষমিবারে॥

* * *

ব্রজগোপী-বিলাপ।

বাজিল বাজনা, রটিল ঘোষণা,
ব্রজের নগরময়।
নানা উপহার, সামগ্রী সম্ভার,
ল'য়ে ব্রজবাসিচয়॥
সাজিয়া সকলে, যায় দলে দলে,
নন্দরাজ-গৃহমুখে।
পুরে মহোৎসব, যজ্ঞ রঙ্গোৎসব,
দেখিবারে সকৌতুকে॥
কৃষ্ণৈক জীবন, গোপাঙ্গনাগণ,
শুনি নিদারুণ কথা।
পায় অকস্মাত, মরমে আঘাত,
লাগিল বিষম ব্যথা॥
জ্বলন্ত দহনে, অন্তর দাহনে,
পরিম্লান মুখ-শোভা।
শুষ্ক বিম্বাধর, কম্পে কলেবর,
মলিন বর্ণের আভা॥
বিবশের প্রায়, ভূমিতে লুটায়,
এলাইল কেশ পাশ।

বলয় কঙ্কণ, শিথিল বসন,
ঘন ঘন বহে শ্বাস ॥
রহে কোন গোপী, কৃষ্ণে চিত্তারোপি,
ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তি সনে।
চিত্তে করি লয়, সমাধিস্থ প্রায়,
মুক্ত-সম রহে ধ্যানে ॥
কোন গোপবালা, হইয়া বিহ্বলা,
রমণী রঞ্জন কারী।
হৃদয় স্পর্শিনী, বিচিত্রতা বাণী,
কৃষ্ণ অনুরাগ স্মরি ॥
অন্য গোপীচয়, লীলা চেষ্টাময়,
প্রেম হাস্য নিরীক্ষণ।
শোক দূর-করা, কথা নর্ম্মে ভরা,
স্মরি বিমোহিত মন ॥
বিরহের ভয়ে, তনু মন দহে,
শোক ভরে জ্বর জ্বর।
কহে কৃষ্ণকথা, হৃদয়ের ব্যথা,
সবে মেলি পরস্পর ॥
বিধাতার বিধি, সৃজিয়া এ নিধি,
লুকায়ে রাখিল বনে।
অঘের মোক্ষণ, করি দরশন,
চতুর্ম্মুখো ঈর্ষা মনে ॥

শিশু বৎসগণ, করিয়া হরণ,
না পূরিল মন-সাধ।
অক্রূরের সাজে, তাই ব্রজ মাঝে,
আসি সাধে এই বাদ ॥
শ্যামল কিরণ, কুণ্ডল শোভন,
মনোহর গণ্ডস্থল।
নাসিকা সুন্দর, রক্তিম অধর,
নয়ন কমল দল ॥
চিত্ত অপহারী ত্রিভঙ্গ মুরারি,
দেখাইয়ে একবার।
বিচার না করি, নিল তায় হরি,
একি রীতি বিধাতার ॥
ওরে রে বিধাতা, তোর চেষ্টা বৃথা,
বালকের চেষ্টা প্রায়।
নির্দ্দয় কঠিন, মূর্খ গুণহীন,
দুরজন দুরাশয় ॥
মৈত্রী স্নেহ পাশে, জীবে বান্ধি শেষে,
ভোগ না হইতে তারে।
ঘটায়ে বিয়োগ, দাও দুঃখযোগ,
কি আর বলিব তোরে ॥
ওরে ক্রূর মন্দ, নেত্র দিয়া অন্ধ,
করি দিলি মো-সবারে।

বিধির শিল্পতা, সৃষ্টি নিপুণতা,
দেখিতাম যাহা দ্বারে ॥
দুষ্ট অভিপ্রায়, কার্য্যে বুঝা যায়,
কৃষ্ণ দরশন রোষে।
দিয়ে হ'রে নিলি, অজ্ঞ না জানিলি,
কিবা হবে তোর শেষে ॥
বিধি প্রতি দোষ, কেন করি রোষ,
কি সাধ্য তাহার হয়।
দুর্ভেদ্য প্রবলা, প্রণয় শৃঙ্খলা,
অন্যে ভাঙ্গে সাধ্য নয় ॥
যাহার প্রণয়, চঞ্চলতা ময়,
যার বাঁশী সম্মোহিনী।
যাহার মূরতি, আকর্ষণী শক্তি,
যার হাস্যে উন্মাদিনী ॥
যার কল স্বরে, উদাসিনী করে,
ব্রজ কুলবতী নারী।
যাহার লাগিয়া, স্বজন ত্যজিয়া,
গোপী হয় বনচারী ॥
যাহার কারণে, গোপী দহে প্রাণে,
বিরহেতে ক্ষীণ তনু।
শ্রীনন্দ নন্দন, যশোদা জীবন,
নিরদয় সেই কাণু ॥

দুই তিন দিনে, পুন বৃন্দাবনে,
কৃষ্ণ আসিবেন ফিরে।
ইহা কভু নয়, জানিও নিশ্চয়,
সুন্দরী রমণী পুরে॥
প্রেম দৃষ্টি হাসে, মধুর সম্ভাষে,
হরিবেক কৃষ্ণ-মন।
নব নব জনা, কৃষ্ণ প্রিয়তমা,
তোরা অজ্ঞা পুরাতন॥
শুভ সুপ্রভাত, প্রার্থনাশীর্ব্বাদ,
চায় পুরনারীগণে।
আজি সে সকল, কামনা সফল,
কৃষ্ণ মুখ সন্দর্শনে॥
কৃষ্ণ অরবিন্দ, দৃষ্টি মকরন্দ,
বরষিয়া শত ধারে।
অনুরাগবতী, নারীগণ প্রতি,
সিঞ্চিবেন প্রেমভরে॥
আমাদের ভাগ্য, অন্য উপভোগ্য,
আজি নেত্রোৎসব পুরে।
যে করে দর্শন, শ্যাম নব ঘন,
চক্ষু-ফল সেই ধরে॥
অতি ক্রূর জনে, 'অক্রূর' বলে কেনে,
দারুণ কঠিন হয়।

দুঃখী গোপীগণে, আশ্বাস বচনে,
না তুষি পরাণ লয়॥
ওহে সখীগণ, জীবন ধারণ,
কিবা আর ফল বল।
ধূলি ধূসরিত, মুরলী চুম্বিত,
না হেরিয়া নীলোৎপল॥

সে যদি ছাড়িল প্রেমা, তবু তারে দিয়া ক্ষমা,
চল সবে ব্রজের সুন্দরী।
লজ্জা ভয় পরিহরি, আলিঙ্গিয়া তারে ধরি,
মধুপুর-গমন নিবারি॥

কি আর করিবে, কুলের বান্ধবে,
কারে বা রাখিবে ধরি।
কৃষ্ণের বিহনে, নিমেষ সহনে,
অসমর্থা গোপনারী॥
বিরহ অনলে, তাপে অঙ্গ জ্বলে,
কর তারি প্রতিকার।
চল ত্বরা করি, সুখে নেত্র ভরি,
দেখি গিয়া একবার॥
দেখ সখি পথে, রাম কৃষ্ণ রথে,
সুখে করে আরোহণ।

বৃদ্ধ জন তথা, নাহি কহে কথা,
নহে দৈব দুর্ঘটন ॥
বলিতে বলিতে, কৃষ্ণাবেশ চিতে,
কম্পে মৃদু কলেবর।
হে কৃষ্ণ গোবিন্দ, গোকুল-আনন্দ,
শ্রীমাধব দামোদর ॥
প্রিয় নামাবলি, গায় সবে মেলি,
দিয়া লজ্জা বিসর্জ্জন।
নাম মন্ত্র মালা, ধৈরজ হরিলা,
সবে ধায় সেই ক্ষণ ॥
শ্রীশ্যাম সুন্দর, গোপীরে কাতর,
দেখি কহে সখা দ্বারে।
আসিব সত্বরে, সবে যাও ঘরে,
কিছু কার্য্য আছে পুরে ॥
আশ্বাসন বাণী, দূত-মুখে শুনি,
তাপিতা গোপের বালা।
শ্যামল কিরণ, হেরি তনু মন,
শীতল করিল জ্বালা ॥
যতক্ষণ দেখা, রথের পতাকা,
চক্র ধূলি রাশি কণা।
চিত্রার্পিত প্রায়, ধরিয়া আশায়,
রহি তথা গোপাঙ্গনা ॥

রথ দৃষ্টি শেষ, আশার নিঃশেষ,
কষ্টে দৃষ্টি নিবর্ত্তনে।
কৃষ্ণ লীলা গানে, মগ্ন সর্ব্বজনে,
চলিলেন নিকেতনে ॥
গোপ কুলবালা, বিরহে আকুলা,
দুরন্ত যাতনা ভরে।
কভু অচেতন, কখন চেতন,
আশা ধরি কাল হরে ॥
ব্রজেশ্বরী মাতা, রোহিণী সহিতা,
হেরি রাম কৃষ্ণ প্রতি।
স্রবে স্তন ক্ষীর, ঝরে অশ্রুনীর,
ব্যাকুলা হয়েন অতি ॥
কহে গোচারণে, কৃষ্ণ যায় বনে,
বেণু শুনি রহি ঘরে।
যাবে বহু দূরে, মথুরা নগরে,
কিরূপে পরাণ ধরে ॥
নন্দ আদি গোপে, পুরনারী সবে,
প্রবোধ বচনে তোষে।
পর্ব্ব দেখিবারে, পিতৃ সমিভ্যারে,
যাবে পুত্র রাজবাসে ॥
দুই তিন দিনে, আসি বৃন্দাবনে,
ধনুর্যজ্ঞ পুর কথা।

কহিয়া সবারে, তুষিবে সাদরে,
কেন চিন্তি পাও ব্যথা ॥
শুনি দুই মাতা, কিছু ধৈর্য্য যুতা,
হ'য়ে গোপীগণ সনে।
কৃষ্ণে ধরি আশ, চলে নিজ বাস,
সুখ দুঃখ ক্ষণে ক্ষণে ॥

অক্রূরের বিভূতি-দর্শন।

বুঝিয়া কংসের কাজ, রাম কৃষ্ণ করি সাজ,
অক্রূরের রথ আরোহণে।
চলেন মথুরা-বাটে, আসি যমুনার তটে,
পান হেতু নামিলা সেখানে ॥
নির্ম্মল যমুনা-বারি, সুশীতল মনোহারি,
তাহে পান আচমন সারি।
বসিয়া তরুর ছায়, কাতরতা আর্ত্তিময়,
গোপাঙ্গনা-চিত্ত দোঁহে স্মরি ॥
পুনরায় দৌত্যদ্বারে, আশ্বাসিয়া তাঁ-সবারে,
আনমনে রথে দুইজনে।
করিলেন আরোহণ, দেখি অতি সুখিমন,
অক্রূর চলেন স্নান-পানে ॥

নামিয়া দেখেন জলে, সুখে রাম কৃষ্ণ খেলে,
যমুনার জলের ভিতর।
দেখি চিত্তে সবিস্ময়, জানিবারে সুনিশ্চয়,
পুন দেখ তটের উপর॥
তথা রথে সুখাসনে, বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে,
মৃদু মৃদু হাসে দুই বীর।
ধবল শ্যামল কায়, শ্বেত নীল গিরি প্রায়,
সুশীল সুশান্ত অতি স্থির॥
ব্রজপুরে অবস্থিতি, একপদ নহে গতি,
তাই বুঝি যমুনার মাঝে।
ছল করি লুকাইলে, ব্রজ গোপী অশ্রুজলে,
নিজ স্নান অভিষেক কাজে॥
রথে দেখি সন্দিহান, ভাবে বুঝি জলে ভাণ,
বলি পুন নামেন সত্বর।
এবারে দেখালে তায়, ধরিয়ে অনন্ত কায়,
সহস্রেক শীস ফণধর॥
তার কোলে অনুপাম, জিনি নব ঘন শ্যাম,
চতুর্ভুজ রূপ নারায়ণ।
কিরীট কুণ্ডল ধর, পরিধান পীতাম্বর,
গলে বনমালা সুশোভন॥
সুরেন্দ্র মুনীন্দ্রগণ, স্তব করে অনুক্ষণ,
শক্তিগণ চৌদিকে বিরাজে।

যমুনাজলের মাঝে, শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী রাজে,
সুনন্দাদি পারিষদ সাজে ॥

ঈশ্বর বৈভব, দেখি করে স্তব,
সগুণ নির্গুণ ভেদে।
লীলার প্রকার, দেখি চমৎকার,
উঠিলেন গিয়া রথে ॥
রাম কৃষ্ণ হেসে, তাঁহারে জিজ্ঞাসে,
কেন তব অন্য মন।
জলে কি ভূতলে, কিংবা নভঃস্থলে,
কি অদ্ভুত দরশন ॥
অক্রূর শুনিয়া কহেন হাসিয়া,
কি আশ্চর্য্য আছে আর।
তোমা দুইজন, যাহার দর্শন,
বাকি রহে কিবা তার ॥
রবি অস্তাচলে, মথুরা মণ্ডলে,
রথ আসি পঁহুছিল।
অক্রূরে বিদায় দিয়া দুই ভা'য়,
নন্দের নিকটে গেল ॥

রাম-কৃষ্ণের মথুরা-প্রবেশ।

ব্রজ গোপ সঙ্গে, নানা মত রঙ্গে,
মথুরা ভ্রমণ করে।
দেখে পুর-শোভা, নানা বর্ণ আভা,
পতাকা শোভিছে দ্বারে॥
রতন কলস, মলয়জ রস,
চিত্রিত পূরিত বারি।
গৃহ দ্বারে দ্বারে, শোভে থরে থরে,
কদলি রোপণ সারি॥
সুবর্ণ প্রাচীর, বিচিত্র মন্দির,
মণি রত্নগণ প্রভা।
শ্রীবৈকুণ্ঠ পুরী, সম মধুপুরী,
তিন লোক জিনি শোভা॥
মনোহর বেশে নগরে প্রবেশে,
শুনি মধুপুর নারী।
শিশু ভূমে ফেলি, দ্রুত যায় চলি,
নিজ কর্ম্ম পরিহরি॥
কুল নারীগণ, শয়ন ভোজন,
তেজি ত্বরা করি ধায়।
মন-অভিরাম, হেরি শ্যাম রাম,
ব্রজভাগ্য সুখে গায়॥

এই শ্রীনিবাস যথা করে বাস,
. সেই দেশ পুণ্যময়।
ধন্য সেই ভূমি, পশু পক্ষী প্রাণী,
ধন্য লতা পুষ্পচয়॥
ধন্য ব্রজ-জন, মাতা পিতা গণ,
ধন্য ধন্য গোপবালা।
হৃদয় বিলাসি, এই রূপ রাশি,
যার কণ্ঠ শোভা মালা॥
ধন্য ব্রত তপ, ধন্য মন্ত্র জপ,
ধন্য পুণ্য আচরিল।
শ্রীচন্দ্র বদনে, সুধা বরিষণে,
যার তৃষ্ণা নিবারিল॥
বলিতে বলিতে, পুলকিত চিতে,
করে ফুল বরিষণ।
পিয়ে রূপ-সুধা, দূরে গেল ক্ষুধা,
মনে দিয়ে আলিঙ্গন॥
গজেন্দ্র গমনে, সিংহের বিক্রমে,
দোঁহে যান রাজপথে।
আসি দ্বিজগণ, আশীষ চন্দন,
দূর্ব্বা ধান্য দিল মাথে॥
নাগরিক মেলি, দেয় লাজাঞ্জলি,
সবে করে অনুমান।

দেবকী তনয়, এই জন হয়,
ইহা বিনা নহে আন ॥
করে এই জন, কালিয় দমন,
গিরি গোবর্দ্ধন ধরে।
কেশী ব্যোমাসুরে, বৃষভ অসুরে,
পূতনারে এই মারে ॥
ইহার কারণ, কংস উচ্চাটন,
ইহার কারণ ডরে।
ইহার কারণ, দেবকী বন্ধন,
পতি-সহ কারাগারে ॥
ইহার কারণে, মারে শিশুগণে,
ধর্ম্ম-ভয় নাহি করে।
ইহার কারণ, গুপ্ত চরগণ,
ফিরে প্রতি ঘরেঘরে ॥
ইহার কারণ, যজ্ঞ আয়োজন,
ব্রজবাসী নিমন্ত্রিল।
ইহার কারণ সাজিল বারণ,
মহা ধনু নিরমিল ॥
ইহার কারণ, মহারাজগণ,
আসে পাই বহু মান।
এই সে কারণ, সাজে মল্লগণ,
বধিতে ইহার প্রাণ ॥

এই দুই বীর, পরম গম্ভীর,
. নারায়ণ সম হয়।
যদি মনে করে, করিবারে পারে,
এ তিন ভুবন জয়॥
কৌতূহল মনে, চলেন দুজনে,
সখাগণ পিছে ধায়।
নাগরিক জন, পুলকিত মন,
চলে অনুগত প্রায়॥
কংসের রজক, বস্ত্রের পেটক,
ল'য়ে যায় পথ মাঝে।
কৃষ্ণে দিয়ে গালি, দ্রুত যায় চলি,
অতি সে গর্ব্বিত সাজে॥
শুনি তার কথা, কৃষ্ণ তার মাথা,
কাটিলেন কর দ্বারে।
সঙ্গী যত দাস, ফেলি রাজ-বাস,
পলাইয়া যায় দূরে॥
দেখি বস্ত্র রাশি, দোঁহে ল'য়ে হাসি,
ধরিলেন মল্ল বেশ।
এক তন্তুবায়, বসনে সাজায়,
যে বা ছিল অবশেষ॥
চলে দুইজন, জিনিয়া মদন,
ত্রিভুবন-মন মোহে।

সম্মুখে ভবন, করি নিরীক্ষণ,
প্রবেশিল সেই গৃহে ॥
তথা ভাগ্যবান, মালী বুদ্ধিমান,
নানা ফুলে গাঁথি হার।
কৃতার্থ মানিয়া, দিল পরাইয়া,
করি স্তব নমস্কার ॥
তারে দিয়া বর, চলিল সত্বর,
মহানন্দে হ'য়ে সুখী।
পথে এক নারী, যায় গুড়ি গুড়ি,
জিজ্ঞাসেন তারে দেখি ॥
ওহে বরাননা, কাহার অঙ্গনা,
কোথা যাও কিবা আশে।
এ কুঙ্কুম চুয়া, কাহার লাগিয়া,
ঘসি মলয়জ রসে ? ॥
এই বিলেপন, অতি প্রিয়তম,
দাও যদি উপহার।
না যাবে বিফল, হইবে মঙ্গল,
দিব যোগ্য পুরস্কার ॥
শুনি কহে হাসি, কংসরাজ দাসী,
ত্রিবক্রা আমার নাম।
কংস অনুরাগ, করে এই রাগ,
অনুলেপ মোর কাম ॥

এইরাগ যোগ্য, তব অঙ্গ ভোগ্য,
তোমা বিনা শোভে কারে।
শ্বেত শ্যাম প্রভা, দুই রূপে শোভা,
এই বিলেপন ধরে॥
শুনি দুই জন, করিয়া ধারণ,
নিজ নিজ অঙ্গ মত।
ত্রিবক্রে সরল, দরশন ফল,
দিল করি অভিমত॥
আশ্বাসিয়া তারে, চলিল সত্বরে,
দুই ভাই পুরমুখে।
দেখে আছে তায়, ইন্দ্রধনু প্রায়,
ধনু এক দ্বার মুখে॥
দেখি হাসি হাসি, কৌতুকেতে ভাসি,
বাম হাতে ধনু তুলে।
ইক্ষুদণ্ড প্রায়, নোয়াইয়া তায়,
ভাঙ্গিলেন অবহেলে॥
কাঁপিল ভুবন, ব্রহ্মাণ্ড ভেদন,
শব্দ হৈল ভয়ঙ্কর।
কাঁপিল ভূধর, গভীর সাগর,
কাঁপে যত চরাচর॥
কাঁপে সুরলোক, অসুরের শোক,
ভাঙ্গিল কংসের মন।

করি হাহাকার, ধর মার মার,
শব্দে ধায় বীরগণ ॥
ল'য়ে ধনু-খণ্ড, উভয়ে প্রচণ্ড,
হেলে মারি রক্ষিগণ।
অচল শিখরে, হেরি দিবাকরে,
চলিলেন দুইজন ॥

কুবলয়াপীড়-বধ।

কৃষ্ণের বিক্রম, করি অনুক্রম,
কহে গিয়া কংসরাজে।
চিন্তান্বিত অতি, হ'য়ে ভীতমতি,
কাতর হৃদয় মাঝে ॥
শয়নে স্বপনে, ভোজনে ভ্রমণে,
স্থাবর জঙ্গম চয়।
হেরে নারায়ণ, ফিরে ঘন ঘন,
চক্র ধরি দিক-ময় ॥
নাহি পায় স্বাস্থ্য, সদা ত্রস্ত ব্যস্ত,
নাহি হয় নিদ্রা লেশ।
তন্দ্রায় তখন, দেখে দুঃস্বপন,
রজনীর অবশেষ ॥

উদিত তপন, সাজে মল্লগণ,
সবে চলে রঙ্গস্থলে।
কুবলয়াপীড়, আর যত বীর,
চলে সবে দলে দলে ॥
নানা বাদ্য বাজে, নাগরিক সাজে,
সাজে ব্রজপুরবাসী।
যান রাম কৃষ্ণ, হইয়া সতৃষ্ণ,
কৌতুকেতে হাসি হাসি ॥
দেখে করিরাজ, নানা মত সাজ,
করি চলে পথ জুড়ি।
কহে কৃষ্ণ রোখে, হস্তীর পালকে,
দেহ মোরে পথ ছাড়ি ॥
দুষ্ট দুরাশয়, কটূত্তর কয়,
পথ নাহি ছাড়ে রোখে।
জিনিয়া গিরীন্দ্র, প্রকাণ্ড করীন্দ্র,
চালে কৃষ্ণ-অভিমুখে ॥
মারিবার মনে, বারণ গর্জ্জনে,
কৃষ্ণে জড়াইল শুণ্ডে।
করিয়া কৌশল, মানস বিফল,
করিলেন সেই দণ্ডে ॥
বাহির হইয়া, শুণ্ডেতে ধরিয়া,
ঘূরাইল চারি পাশ।

বিক্রমে প্রবীণ, হৈল বল হীন,
মুখে বহে ঘন শ্বাস ॥
পঞ্চবিংশ ধনু, টানি মহাতনু,
ভূমিতে ফেলিয়া বলে।
দন্ত উপাড়িয়া, তাহারে বধিয়া,
মারিলেন হস্তিপালে ॥
আসে যত বীর, যুঝে বল বীর,
মদমত্ত হস্তি প্রায়।
ল'য়ে হস্তিদন্ত, করে জীবনান্ত,
কেহ কংস-পাশে ধায় ॥
চারি দিকে শব্দ, ভয়ে কংস স্তব্ধ,
চিত্তে করে অনুমান।
এ নহে বীরত্ব, বুঝি লীলামাত্র,
শিশু মহা বলবান ॥
রাজমঞ্চাসনে, চিন্তান্বিত মনে,
বসিল অসুর রাজ।
আজ্ঞায় সকলে, উঠে দলে দলে,
অন্য অন্য মঞ্চ মাঝ ॥

চানূর-মুষ্টিক-বধ।

হস্তিদন্ত হাতে, প্রবেশে সভাতে,
রাম কৃষ্ণ দুই জন।
যাহার যে মন, তাহারে তেমন,
রূপে দিয়া দরশন॥
হেরে নারীগণ, মন্মথ মদন,
রূপে কোটী কাম জিনে।
বঙ্কিম নয়ানে, কটাক্ষ সন্ধানে,
নারী মন-মৃগী হানে॥
দেখে অন্য নর, পুরুষ প্রবর,
এ দুই কিশোররাজ।
দেখে যোগিগণ, পর তত্ত্ব ধন,
আপন হৃদয় মাঝ॥
গোপেরা আত্মীয়, প্রাণাধিক প্রিয়,
শিশু দেখে নন্দ পিতা।
দেখে বৃষ্ণিগণ, দেব নারায়ণ,
দুষ্টে দেখে শাস্তিদাতা॥
দেখে অবিদ্বান, জড়ের সমান,
মল্লে দেখে বজ্রসম।
কংস পায় ডর, দেখি ভয়ঙ্কর,
কালরূপী এই যম॥

এক মহা শূর, চানূর অসুর,
কহে রাম কৃষ্ণ প্রতি।
আজি মল্ল খেলা, রাজা আজ্ঞা দিলা,
খেল যার যথা শক্তি॥
বৃন্দাবন মাঝ, ধরি মল্ল সাজ,
খেলাও সুখেতে সবে।
রাজার আজ্ঞায়, দেখাও সভায়,
সন্তোষ হইবে তবে॥
রাম কৃষ্ণ হাসি, কহে ভালবাসি,
রাজ অনুগ্রহ মানি।
আন' সম-বল, বালক সকল,
খেলিব যা কিছু জানি॥
কহিল চানূর, বালক কিশোর,
তোমা দুইজন নহ।
বলে বলীয়ান, অসনি সমান,
কঠোর এ শিশুদেহ॥
আমাদের সনে, খেলাও দু'জনে,
দাও বল-পরিচয়।
রাজা সুখিমনে, বস্ত্র আভরণে,
তোষিবে গোপাল চয়॥
শুনি সেই ক্ষণে, চানূরের সনে,
কৃষ্ণ খেলা আরম্ভিল।

বলাই কৌতুকে, ধরিল মুষ্টিকে,
দোঁহে দোঁহা আকর্ষিল ॥
করি নানা ক্রম, যুঝে চারিজন,
নাহি জয় পরাজয়।
অতিশয় শ্রম, রক্তিম বদন,
নীল দেহ ঘর্ম্মময় ॥
এক দিকে বল, অপর অবল,
লোকে করে কাণাকাণি।
অধর্ম্মের স্থান, তেজিতে বিধান,
দেখিলে ধর্ম্মের হানি ॥
সভার অন্যায়, দেখি হায় হায়,
করে যত নারীকুলে।
ক্রোধে বল বীর, গর্জ্জিয়া গভীর,
ধরিল মুষ্টিক-চূলে ॥
অসুর প্রবল, করি মহা বল,
মুষ্ট্যাঘাত করে জোরে।
হাসি বল বীর, প্রকাণ্ড শরীর,
ভূমিতে আছাড়ি মারে ॥
করিয়া বিক্রম, মুষ্টি বজ্রসম,
কৃষ্ণেরে চানূর মারে।
করি তৃণ জ্ঞান, বধিল পরাণ,
ঘূরাইয়া ফেলি দূরে ॥

পড়ে দুই শূর, ধাইল অসুর,
শল তোশলাদি করি।
কৃষ্ণ বলরাম, সবাকার প্রাণ,
বধিল সংগ্রাম করি॥
সংগ্রাম জিনিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
সখাগণে আলিঙ্গিল।
তূর্য্য বাদ্য সনে, আনন্দিত মনে,
সুখে নৃত্য আরম্ভিল॥

কংস-বধ।

ক্রোধে ভোজ রাজ, কহে সভা মাঝ,
রাম কৃষ্ণে দূর কর।
নন্দগোপে বাঁধ', বসুদেবে বধ',
পিতা উগ্রসেনে মার'॥
অহঙ্কার বাণী, কংস-মুখে শুনি,
কৃষ্ণ হ'য়ে লঘুতর।
উঠে ত্বরা করি, রাজমঞ্চোপরি,
দেখি কংস পায় ডর॥
কালান্তক যম, নিজ মৃত্যু সম,
কৃষ্ণে ধরিবারে আসে।

শ্যেন পক্ষি মত, ফিরে চারিভিত,
কৃষ্ণ ধরি তার কেশে ॥
মহা পরাক্রমে, ফেলে নিম্ন ভূমে,
উচ্চ রাজমঞ্চ হ'তে।
পড়িল সজোরে তাহার উপরে,
চির শত্রু বধ চিতে ॥
বীর কংসাসুর, গুরুভারে চূর,
হইল হরিল জ্ঞান।
ধনুর্যজ্ঞ করি, নিমন্ত্রিয়া অরি,
দিল নিজ প্রাণ দান ॥
শব্দ হাহাকার, করি মার মার,
কংস-সহোদর আসে।
দেখি বলরাম, লয় তার প্রাণ,
আর যত ধায় ত্রাসে ॥
করে দেবগণ, পুষ্প বরিষণ,
কৃষ্ণ বলরাম অঙ্গে।
গোপ শিশুগণ, আনন্দে মগন,
মিলিল সখার সঙ্গে ॥

কংসমহিষী-বিলাপ।

অসুর অঙ্গনা শোকেতে মগনা,
নিজ নিজ পতি নাশে।
করি হাহাকার, কাঁদে অনিবার,
আসিয়া পতির পাশে ॥
কংসরাজ-রাণী, সহস্র রমণী,
বীর পতি ল'য়ে কোলে।
অতি মনস্তাপে, বহুত বিলাপে,
ভাসে শোক-অশ্রুজলে ॥
"ওহে বীর নাথ, হইল অনাথ,
প্রজাগণ তোমা বিনা।
তোমার রমণী, আজি কাঙ্গালিনী,
মৃতপ্রায় অতি দীনা ॥
মঙ্গল উৎসব, হইল নীরব,
তব বিরহিতা পুরী।
হৈল শূন্যময়, শোভা নাহি পায়,
যেন পতিহীনা নারী ॥
পুরুষ প্রবর, করুণা-সাগর,
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধিমান।
হ'য়ে বুদ্ধিভ্রষ্ট, কেন বা বিনষ্ট,
করিলে শিশুর প্রাণ ॥

বিনা অপরাধে, প্রাণিগণবধে,
হৈল ঘোর মহাপাপ।
ঘটে একারণ, তোমার মরণ,
আমাদের মনস্তাপ॥
সৃষ্টি স্থিতি লয়, যাহা হৈতে হয়,
বাদ করি তার সনে।
দিলে হে রাজন, নিজ প্রাণধন,
বিসর্জ্জন এতদিনে॥”

বসুদেব-দেবকীর বন্ধনমোচন।

শুনি সহৃদয়, করুণানিলয়,
কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান।
ব্যথিত অন্তরে, আসি তা-সবারে,
করিয়া আশ্বাস দান॥
তাঁহাদের দিয়া, পরলোক ক্রিয়া,
করাইয়া সমাপন।
কারাগারে যথা, বন্দী পিতা মাতা,
তথা গিয়া দুইজন॥
করিয়া যতন, বন্ধন মোচন,
করি দিয়া দোঁহাকার।

আপন শিরসি, চরণ পরশি,
করিলেন নমস্কার ॥
কিন্তু পিতামাতা, হ'য়ে স্নেহান্বিতা,
না করিয়া আলিঙ্গন।
জগদীশ জ্ঞানে, অঞ্জলি বন্ধনে,
রহেন শঙ্কিত মন ॥
পিতা মাতা ভাব, করি অনুভব,
কৃষ্ণ বিচারেন মনে।
পুত্রস্নেহে হয়, অতি সুখোদয়
জনক জননী প্রাণে ॥
মোরে পুত্রভাব, না জন্মিতে লাভ,
হইল ঈশ্বরজ্ঞান।
ঈশ অনুভব, নহেত দুর্ল্লভ,
হৈলে মোরে স্নেহবান ॥
ইহা চিন্তি মনে, ভক্তে সুখদানে,
ইচ্ছা করি সেইক্ষণ।
জন বিমোহিনী, নিজ মায়াবাণী,
করিলেন প্রসারণ ॥
পরে কৃষ্ণ রাম, পিতামাতাস্থান,
আসি অবনত শিরে।
প্রীতি সমাদরে, তাঁদের গোচরে,
বিনয়ে কহেন ধীরে ॥

"ওহে পিতা-মাতা, ছিলেন দুঃখিতা,
পুত্রদ্বয়ে না দেখিয়া।
বাল্য ক্রীড়াচয়, বাক্য মধুময়,
চিরতরে না শুনিয়া॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম অর্থ, লভে পরমার্থ,
মনুষ্য যে দেহ প্রাপ্তে।
সে দেহ জনন, লালন বর্দ্ধন,
হয় যাঁহাদের হৈতে॥
পুত্র হ'য়ে যদি, সেবাশুশ্রূষাদি,
তাঁহাদের নাহি করে।
তবে চির দিনে, মুক্ত নহে ঋণে,
বর্ষশত আয়ু ধ'রে॥
আপন সামর্থে, উপার্জ্জিত অর্থে,
পিতা-মাতা দারা-সুতে।
না করে পোষণ, সে করে ভোজন,
নিজ মাংস দেহ-গতে॥
জানিয়াও পিতা, মোরা দুই ভ্রাতা,
এত দিন নাহি করি।
দুষ্ট কংস কৃত, উৎপাতে বিব্রত,
থাকিয়া গোকুল পুরী॥
নিবেদন তাত, না হ'য়ে দুঃখিত,
প্রসন্ন হইয়া মোরে।

"ক্ষমি অপরাধ, করুন প্রসাদ,
পুত্র প্রতি স্নেহ ভরে॥"
পুত্র মুখে শুনি, মনোহর বাণী,
তাঁরা হ'য়ে আনন্দিত।
ল'য়ে দোঁহাকারে, প্রীতি স্নেহ ভরে,
হইলেন বিমোহিত॥
করি আলিঙ্গন, অশ্রুতে সিঞ্চন,
করিলেন তনয়েরে।
বাষ্পে কণ্ঠরোধ, নাহি বহির্বোধ,
কিছু নাহি বাক্য স্ফুরে॥
করিয়া প্রণাম, কৃষ্ণ বলরাম,
সন্তোষিয়া দোঁহাকারে।
লইয়া বিদায়, চলেন ত্বরায়,
যদুকার্য্য সাধিবারে॥

শ্রীনন্দ-বিদায়

মাতামহ উগ্রসেনে, বসাইয়া নৃপাসনে,
আপনারা হ'য়ে তাঁর প্রজা।
রাজ আজ্ঞা প্রতীক্ষায়, থাকিয়া কিঙ্কর প্রায়,
আজ্ঞামতে পালিতেন প্রজা॥

দুষ্ট কংস উপদ্রবে, পলাইয়াছিল সবে,
নিজ জ্ঞাতি কুটুম্বাদিগণ।
কৃষ্ণ বহু সমাদরে, আনাইয়া তা-সবারে,
নানা উপহার দিয়া ধন॥
আপন আপন স্থানে, স্থাপন করেন মানে,
তারা সবে হ’য়ে আনন্দিত।
নিজ নিজ নিকেতনে, রহে পরিজন সনে,
মনস্তাপ করি দূরীকৃত॥
সদয় ঈষৎ হাসে, মধুর প্রিয় সম্ভাষে,
রাম কৃষ্ণ তোষেন সবারে।
তারা হ’য়ে প্রমুদিত, কৃষ্ণচন্দ্র রূপামৃত,
পান করি মনো-নেত্র-দ্বারে॥
জরা ত্যজে বৃদ্ধগণ, শিশু অকাল মরণ,
সর্ব্বলোক হৈল বলবান্।
তেজঃ ওজঃ শ্রীসম্পন্ন, যদুগণ অগ্রগণ্য,
ধনুর্দ্ধারী অমর সমান॥
পরে কৃষ্ণ রাম, পিতা নন্দস্থান,
সুখে করি আগমন।
দোঁহে প্রীতিভরে, আলিঙ্গন দ্বারে,
সন্তোষ করিয়া মন॥
কহে ওহে পিতঃ, তোমাদেরি কৃত,
পালিত আমরা হই।

*নিজ প্রাণাপেক্ষা, করিয়াছ রক্ষা,
তোমাদের ভিন্ন নই॥
নিজ অসামর্থে, নাহি পালি পুত্রে,
তারে পরিত্যাগ করে।
অন্য যেই জন, পালে পুত্রসম,
তারি পুত্র সুবিচারে॥
তুমি হও পিতা, শ্রীযশোদা মাতা,
সম নহে আর কেহ।
অতএব পিতঃ, না হও দুঃখিত,
ভুলিব না সেই স্নেহ॥
ব্রজে এইক্ষণ, করুন গমন,
সঙ্গে ল'য়ে গোপগণে।
আমরাও পরে, যাইব সত্বরে,
সুখী করি যদুগণে॥
প্রিয় সম্ভাষণে, আলিঙ্গন দানে,
নন্দ আদি ব্রজ জনে।
বসন ভূষণ, কাংস্যাদি ভাজন,
দিলেন আনন্দ মনে॥
কৃষ্ণের বচন, করিয়া শ্রবণ,
আকুল বিরহ ভয়ে।
হয়েন বিহ্বল, ঝরে অশ্রুজল,
আলিঙ্গিয়া পুত্রদ্বয়ে॥

লইয়া বিদায়, কাতর হৃদয়,
সঙ্গে ল'য়ে বন্ধুগণ।
প্রেম আর্ত্তিভরে, দুঃখিত অন্তরে,
চলিলেন বৃন্দাবন॥
পরে দুইজন, পিতার ভবন,
করিলেন আগমন।
হেরি পুত্র মুখ, পায় বহু সুখ,
পিতামাতা অনুক্ষণ॥

শ্রীরাম-কৃষ্ণের উপনয়ন।

পরে দিন শুভক্ষণে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে,
আনাইয়া গর্গপুরোহিতে।
রাম কৃষ্ণ দোঁহাকার, উপনয়ন সংস্কার,
করাইয়া যথা শাস্ত্রমতে॥
সকল ব্রাহ্মণগণে, নানা বস্ত্র আভরণে,
ধেনু বৎস করি সুসজ্জিত।
বসুদেব মহামতি, সম্মান করিয়া অতি,
দক্ষিণা দিলেন মনোমত॥
পূর্ব্বে পুত্র জন্মদিনে, যে ধেনু দিলেন মনে,
কংস তাহা করিয়া হরণ।

নিজপুর গোষ্ঠে ল'য়ে, রাখিয়াছিল নির্ভয়ে,
মহাপাপ না করি স্মরণ॥
বসুদেব তাহা শুনি, সে ধেনু চিনিয়া আনি,
দ্বিজগণে দিয়া সেইক্ষণে।
অর্চ্চনা বন্দনে দানে, তুষ্ট করি সর্ব্বজনে,
চরিতার্থ মানেন আপনে॥

শ্রীরাম-কৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা।

কৃষ্ণ বলরাম, গর্গাচার্য্য স্থান,
দ্বিজ-দীক্ষা লাভ করি।
হইয়া সংযত, দ্বিজের বিহিত,
রহিলেন ব্রত ধরি॥

আছে যত বিদ্যাচয়, তা-সবার আশ্রয়,
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নারায়ণ।
আপনা গোপন করি, দোঁহে নরচেষ্টা ধরি,
সর্ব্বলোক শিক্ষার কারণ॥
বারাণসী পুরে জাত, সান্দীপনি মুনি খ্যাত,
অবন্তি নগর নিবাসিন।
তাঁর পাশে বিদ্যাভ্যাস, করিতে ধরিয়া আশ,
তথায় আসিয়া দুইজন॥

ইন্দ্রিয় দমন, সুব্রত ধারণ,
গুরু প্রতি ভক্তি ধরি।
করি অধ্যয়ন, ভাই দুইজন,
গুরু গৃহে বাস করি॥
অকপট ভক্তি, শুদ্ধ ভাব প্রীতি,
গুরুসেবা দেব প্রায়।
হেরিয়া সন্তোষে, গুরু প্রিয় শিষ্যে,
শিক্ষা দেন সমুদায়॥

চতুঃষষ্টি অহোরাত্রে, হইলেন শ্রুত মাত্রে,
চতুঃষষ্টি কলায় নিপুণ।
অদ্ভুত বুদ্ধির শক্তি, অলৌকিক মনোবৃত্তি,
অসীম অচিন্ত্য শিষ্যগুণ॥
হেরি চমৎকৃত মনে, আসিয়া পত্নীর সনে,
দ্বিজবর করিয়া মন্ত্রণা।
প্রভাসে আপন সুত, মহার্ণবে নিপতিত,
তার প্রাপ্তি করেন প্রার্থনা॥
গুরুর আদেশ ক্রমে, শীঘ্র রথ আরোহণে,
আসি দোঁহে সমুদ্রের তীর।
বসিয়া সমুদ্র তটে, ভীষণ কটাক্ষ পাতে,
ক্ষণমাত্র রহে দুই বীর॥

শুনি সিন্ধু মহা ভয়ে, পূজা উপহার ল'য়ে,
ত্বরায় আসিয়া উপনীত।
কহিলেন ভগবান, গুরুপুত্র কর দান,
তোমার তরঙ্গ দ্বারা হৃত॥
সমুদ্র কহিল ত্রাসে, শিশু নাই মোর পাশে,
পঞ্চজন নামেতে অসুর।
শঙ্খরূপে চরে জলে, দ্বিজশিশু সেই গিলে,
অবাধ্য সে ভয়ঙ্কর শূর॥
শুনি মহা পরাক্রমে, পড়িলেন সেইক্ষণে,
বেগে কৃষ্ণ সমুদ্রসলিলে।
প্রবেশি জলধি মাঝে, দেখিয়া দানব রাজে,
তারে বধ করি অবহেলে॥
অন্বেষি উদর-গর্ত্ত, না পাইয়া গুরুপুত্র,
তার অস্থি শঙ্খটি লইয়া।
উঠি রথ আরোহণে, সানন্দে অগ্রজ সনে,
যমপুরী গেলেন চলিয়া॥

শঙ্খধ্বনি করি, প্রবেশেন পুরী,
শুনি যম ভক্তিভরে।
করিয়া দোঁহারে, পূজা নমস্কারে,
কহেন আনত শিরে॥

ওহে ভগবন্, আপনারা হন,
আদি দেব নারায়ণ।
লীলার কারণ, মর্ত্ত্যে আগমন,
স্ব-ইচ্ছায় জনার্দ্দন॥
কিবা মোর প্রতি, আদেশ সম্প্রতি,
করিবেন জগন্নাথ।
আজ্ঞা দেন মোরে, সদয় অন্তরে,
করি শুভ দৃষ্টিপাত॥

(ভগবানের উক্তি)

ধর্ম্মরাজ শুন বাণী, গুরুপুত্রে দেহ আনি,
কর্ম্মবশে রহে তব পাশ।
আমার শাসন তায়, না ভাবিও বিপর্য্যয়,
তাহে নাহি তব দোষ ত্রাস॥

প্রভুর বচন, করিয়া শ্রবণ,
প্রভুদ্বয়ে নমস্করি।
গিয়া তৎক্ষণে, বালকে সেখানে,
আনিলেন ত্বরা করি॥
লইয়া কুমারে, দোঁহে রথোপরে,
শীঘ্র করি আরোহণ।

গিয়া ভক্তি ভরে, প্রণমি গুরুরে,
পুত্র করি সমর্পণ॥
হরিষে উভয়ে, কহেন বিনয়ে,
কিবা প্রয়োজন আর।
আদেশিলে মোরে, করিব সত্বরে,
আজ্ঞা দেন পুনর্ব্বার॥
শুনি সান্দীপনি, কহিলেন বাণী,
কি অভাব থাকে তার।
তোমাদের মত, সর্ব্বগুণ যুত,
প্রিয় শিষ্য হয় যার॥
গুরুর দক্ষিণা, দিলে দুই জনা,
যাও বীর! স্বভবন।
ভুবন পাবন, কীর্ত্তি অনুপম,
গাহিবেক ত্রিভুবন॥
গুরুর আদেশে, চলিলেন দেশে,
সুখে কৃষ্ণ বলরাম।
রথ আরোহণে, পবন গমনে,
উপনীত নিজধাম॥

কুব্জার কামনাপূরণ।

বহু দিন পরে, আগত প্রভুরে,
হেরি যত প্রজাগণ।
আনন্দ আবেশে, রহে নির্ণিমেষে,
যেন প্রাপ্ত হৃতধন॥
কিছুদিন পর, সর্ব্বাত্মা ঈশ্বর,
জানিয়া কুব্জা-মন।
তাহার কামনা, পূরণে বাসনা,
ধরি মনে সেইক্ষণ॥
শ্রীউদ্ধব সনে, কৌতূহল মনে,
আসি দেন দরশন।
কুব্জা সুন্দরী, আশা পথ হেরি,
যথা রহে অনুক্ষণ॥
সন্তোষি তাহারে, আসি নিজ ঘরে,
উদ্ধব অগ্রজ সনে।
অঙ্গীকার দানে, অক্রূর ভবনে,
চলিলেন তিন জনে॥

অক্রূরকে হস্তিনায় প্রেরণ।

পথ কিছু দূর, থাকিতে অক্রূর,
হেরি প্রিয় বন্ধুগণ।
আনন্দে ত্বরায়, আসিয়া তথায়,
দিয়া প্রেমে আলিঙ্গন॥
করেন প্রণাম, দেখি কৃষ্ণ রাম,
অতিশয় সমাদরে।
ধরি তাঁর কর, উঠায়ে সত্বর,
বন্দিলেন প্রীতিভরে॥
অক্রূর সুমতি, সসম্ভ্রমে অতি,
দিয়া পাদ্য অর্ঘ্যাসন।
পরিজন সনে, পদামৃত পানে,
হ'য়ে শুদ্ধ আত্মা মন॥
বসন ভূষণ, সুমাল্য চন্দন,
দিয়া নানা উপহার।
ভক্তি প্রীতি ভরে, পূজি দোঁহাকারে,
পুনঃ করি নমস্কার॥
পাদ সংবাহনে, বিনয় বচনে,
কহিলেন মৃদুভাষে।
পাপী খল কংস, দুষ্ট সহ ধ্বংস,
হইয়াছে ভাগ্যবশে॥

অসতের নাশ, সজ্জনের ত্রাস,
হরিতে ভূমির ভার।
বসুর ভবনে, জন্মি দুইজনে,
করিলেন কুলোদ্ধার॥
জগতের গুরু, বাঞ্ছা কল্পতরু,
ভক্তপ্রিয় সত্যবাদী।
কে আছে এমন, পতিত কারণ,
দয়াবন্ত নিরবধি॥
বিষয়ে আসক্ত, মম হত চিত্ত,
তবু প্রভু নিজগুণে।
দিলেন দর্শন, করি আগমন,
দীন মম নিকেতনে॥
ওহে ভগবন্, পতিত-পাবন,
করি এক নিবেদন।
অপত্য দম্পতী, গৃহ ধন প্রতি,
মায়া-পাশে বদ্ধ মন॥
সে পাশ ছেদন, করি জনার্দ্দন,
দিয়া নিজ পদাশ্রয়।
দীন অকিঞ্চনে, কৃপা বিতরণে,
রক্ষা কর দয়াময়॥
ঈশ অনুভবে, বহুতর স্তবে,
ভক্ত নিবেদন শুনি।

কৃষ্ণচন্দ্র হাসি, অমিয়া বরষি,
কহেন মোহন বাণী ॥
ওহে খুল্লতাত, আমরা ত সুত,
আপনারা সুহৃত্তম।
তব রক্ষণীয়, হই পোষণীয়,
কৃপা পাত্র অনুক্ষণ ॥
আপনার সম, পূজ্য সাধূত্তম,
যোগ্য হয় সেবিবারে।
যদি নরগণ, মঙ্গল আপন,
চায় ইহ পর তরে ॥
দেবতা পূজন, করে নরগণ,
খ্যাত আছে ভূমণ্ডলে।
কিন্তু দেবগণ, সাধি প্রয়োজন,
ফল দেন বহুকালে ॥
সাধুর হৃদয়, করুণা নিলয়,
পর শুভ পরায়ণ।
দর্শনে পবিত্র, তৎক্ষণ মাত্র,
সদ্য হয় বিমোচন ॥
ওহে বন্ধুবর, পাণ্ডু মৃত্যু পর,
শিশু পুত্র সহ মাতা।
হ'য়ে অসহায়, থাকি নিরাশ্রয়,
ছিলা অতি দুঃখযুতা ॥

শুনি তাঁ-সবারে, হস্তিনা নগরে,
আনিলেন কুরুরাজ।
পুত্র বশবর্ত্তী, অতি মন্দমতি,
ভাল নহে তাঁর কাজ ॥
বলি একারণ, করুন গমন,
তাঁহাদিগে দেখিবারে।
জানিলে সকল, সুহৃদ মঙ্গল,
করিব যা হয় পরে ॥
কহি সবিশেষ, অক্রূরে আদেশ
দিয়া কৃষ্ণ সেইক্ষণে।
আপন ভবন, করেন গমন,
অগ্রজ উদ্ধব সনে ॥
অক্রূর হস্তিনা, গিয়া মহামনা,
কিছু দিন বাস করি।
জানি বিবরণ, করেন গমন,
মথুরায় যদুপুরী ॥
পাণ্ডব সন্দেশ, কহেন বিশেষ,
গিয়া রাম কৃষ্ণ পাশে।
রাজার অন্যায়, অসদভিপ্রায়,
পাপাত্মা পুত্রের বশে ॥
ভগিনী রোদন, ভাগিনেয় গণ,
রহে কৃষ্ণ-আশা ধরি।

কহি সমুদায়, লইয়া বিদায়,
গেলেন আপন পুরী ॥

জরাসন্ধ-যুদ্ধ।

কৃষ্ণ মাতুলানী, কংস রাজ রাণী,
অস্তি প্রাপ্তি দুইজনে।
পতির নিধনে, শোকাকুলা মনে,
আসি পিতৃ-নিকেতনে ॥
পিতার সম্মুখে, কহে কান্দি দুঃখে,
পতি-মৃত্যু সমাচার।
যেহেতু মরণ, সর্ব্ব বিবরণ,
যে বধিল প্রাণ তার ॥
শুনি জরাসন্ধ, শোক দুঃখে অন্ধ,
ক্রোধে হ'য়ে অগ্নি-সম।
কহে বার বার, না রাখিব আর,
যদুকুলে একজন ॥
সাজ সৈন্যগণ, করিবারে রণ,
যাব আজি মথুরায়।
বধিব সংগ্রামে, কৃষ্ণ বলরামে,
কে রাখিবে দেখি তায় ॥

রাজার আজ্ঞায়, বায়ু বেগে ধায়,
রথ রথী অগণিত।
অসংখ্য পদাতী, চলে রণে মাতি,
অশ্ব হস্তী অপ্রমিত॥
সিন্ধু যেন ধায়, লঙ্ঘি মর্য্যাদায়,
এই মত বেগ ভরে।
ব্যাপি ভূমণ্ডল, অক্ষৌহিণী দল,
মথুরা নগরী ঘেরে॥
দেখি পুরজন, আত্মীয় স্বজন,
কৃষ্ণের শরণ লয়।
দেখি জনার্দ্দন, চিন্তান্বিত হন,
কি কর্ত্তব্য আজি হয়॥
বধিয়া রাজারে, সেনানি-নিকরে,
লইব কি এইক্ষণ।
কিংবা এইক্ষণে, বধি সর্ব্বজনে,
রাজা-সহ সৈন্যগণ॥
বধিলে রাজায়, ভার নাহি যায়,
হরিতে ভূমির ভার।
সজ্জন রক্ষণ, দুর্জ্জন দমন,
হেতু মম অবতার॥
অগ্রে সেনাচয়ে, বধি ক্রমান্বয়ে,
শান্তি দিয়া পৃথিবীরে।

বধিতে রাজায়, করিব উপায়,
যাহা যুক্তি হয় পরে॥
এমন সময়, আসিল তথায়,
দুই রথ তেজোময়।
ধ্বজ-পতাকাদি, সহিত সারথি,
অস্ত্র শস্ত্রে পূর্ণ রয়॥
রণ সজ্জা যুত, বিমান আগত,
দেখিয়া অগ্রজ প্রতি।
কহেন হাসিয়া, দেখুন আসিয়া,
সূর্য্য সম রথ-দ্যুতি॥
যদু রক্ষা তরে, দেবতা নিকরে,
পাঠাইল তব পাশ।
রথ আরোহণে, গিয়া রণ ভূমে,
অরাতি করুন নাশ॥
হরিতে ভূভার, নর অবতার,
ধরিলেন মহাশয়।
দেন এ সময়, পৃথ্বীরে অভয়,
অসুরে করিয়া ক্ষয়॥
কহি দুই বীর, পুরীর বাহির,
হইলেন রণ রঙ্গে।
রথ আরোহণে, বিপক্ষ দলনে,
কতিপয় সেনা সঙ্গে॥

শঙ্খ ঘন ঘন, বাজিয়া ভীষণ,
জন্মায় অরাতি ত্রাস।
সেনানি-নিচয়, কম্পিত হৃদয়,
ত্যজিল জীবন আশ॥
কহে জরাসন্ধ, ক্রূর খল মন্দ,
ওরে কৃষ্ণ বন্ধুঘাতী।
তোর সনে রণ, নাহি প্রয়োজন,
না জানিস্ রণ-নীতি॥
সদা শত্রু ভয়ে, সিন্ধু দুর্গাশ্রয়ে,
থাকিস্ পুরুষাধম।
করিলে ত বধ, ঘুচে যে আপদ,
কিন্তু অপৌরুষ সম॥
ওহে বল বীর, যুঝ হ'য়ে স্থির,
যদি সাধ থাকে রণে।
যাবৎ আমার, বাণ তীক্ষ্ণধার,
না করে আঘাত প্রাণে॥
কিংবা ততক্ষণ, আমি করি রণ,
যাবৎ তোমার শরে।
মম এ জীবন, না করে গমন,
আনন্দে স্বরগপুরে॥

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

শুন হে রাজন্, নহে কদাচন,
আত্মশ্লাঘা বীরোচিত।
সাহস কৌশল, দেখায়ে কেবল,
রণমাঝে যথোচিত॥
বিকার বিশিষ্ট, মৃত্যু মুখ গ্রস্ত,
হইয়াছ রাজা তুমি।
ভ্রান্ত তব ভাষ, যোগ্য উপহাস,
গ্রাহ্য নাহি করি আমি॥

শুনি জরাসন্ধ, ক্রোধে হ'য়ে অন্ধ,
চতুরঙ্গ দল সনে।
মহাপরাক্রমে, কেশরি-গর্জ্জনে,
গিয়া শীঘ্র রণভূমে॥
ধূম সে পাবকে, জলদ রবিকে,
যথা করে আবরণ।
তথা কৃষ্ণ-রামে, আচ্ছাদি সসৈন্যে,
নৃপ করে মহারণ॥
অট্টালি উপরি, আরোহণ করি,
হেরি রাজ সৈন্য বল।
অবলা সকল, হইয়া বিকল,
মোহে পড়ে ভূমিতল॥

. ভীষণ সংগ্রামে, নিজসৈন্য গণে,
পীড়িত দেখিয়া হরি।
সুরাসুর নর, পূজ্য অস্ত্রবর,
ত্বরায় স্বহস্তে ধরি॥
সন্ধান পূরিয়া, দিলেন ছাড়িয়া,
দীপ্তিমান তীক্ষ্ণ বাণ।
অশ্ব গজ রথী, কাটিয়া পদাতী,
রথ করে খান খান॥
রক্তে নদী বহে, ছিন্ন ভুজ তাহে,
ভুজঙ্গের প্রায় ভাসে।
শির কূর্ম্ম প্রায়, ভাসিয়া বেড়ায়,
শৈবাল হইল কেশে॥
মৃত অশ্ব তায়, কুম্ভীরের প্রায়,
দ্বিপ হৈল চড়া-প্রায়।
পদ শুণ্ড তায়, ভাসে মীন প্রায়,
ধনুক তরঙ্গ তায়॥
অস্ত্র শস্ত্র তায়, ভাসে গুল্মপ্রায়,
জলাবর্ত্ত চর্ম্মচয়।
মহামণি তায়, প্রস্তরাদি প্রায়,
আভরণ বালু হয়॥
অসীম অনন্ত, ভীষণ দুর্দ্দান্ত,
মগধেন্দ্র সৈন্যবল।

একা বলরাম, মত্ত তেজীয়ান,
ধরিয়া মুষল হল ॥
মল্লবীর সাজে, রণরঙ্গ মাঝে,
প্রচণ্ড বিক্রম ধরি।
করেন দলন, পড়ি যোদ্ধা-গণ,
যায় সবে যমপুরী ॥
হত সৈন্যমান, বাকি মাত্র প্রাণ,
জরাসন্ধ বীরবরে।
ধরি বলরাম, কৃষ্ণ সন্নিধান,
আনিলেন বাঁধি করে ॥
বন্দী মগধেন্দ্র, দেখিয়া গোবিন্দ,
মুক্ত করিলেন তায়।
তাহাতে লজ্জিত, হ'য়ে ক্ষোভযুত,
রাজা তপ হেতু যায় ॥
পথে বন্ধুগণ, করি নিবারণ,
দিল নানা উপদেশ।
নৃপ মনোদুঃখে, ম্লান অধোমুখে,
চলিল আপন দেশ ॥
রাম-কৃষ্ণ-কার্য্য, এ নহে আশ্চর্য্য,
নহে বল পরাক্রম।
উৎপত্তি প্রলয়, দৃষ্টি মাত্র হয়,
লীলা মাত্র রণ ক্রম ॥

রাম কৃষ্ণ রণ, অসুর নিধন,
দেখিয়া দেবতাগণ।
আনন্দে মাতিয়া, ধন্যবাদ দিয়া,
করে ফুল বরিষণ॥
মধুপুর বাসী, অগ্রসরি আসি,
রাম-কৃষ্ণে সম্ভাষিয়া।
আনন্দে সকলে, চলে কুতূহলে,
বিজয় ঘোষণা দিয়া॥
মঙ্গল বাজনা, মৃদঙ্গাদি বীণা,
বাজিল দুন্দুভিচয়।
বেদ অধ্যয়ন, করেন ব্রাহ্মণ,
নগর উৎসব ময়॥
কৃষ্ণ আগমন, করিয়া শ্রবণ,
সকল অঙ্গনাগণ।
গন্ধ পুষ্প আর, মঙ্গলোপহার,
পথে করি বিকিরণ॥
তাঁর দরশনে, উৎফুল্ল নয়নে,
সবে প্রীতি স্নেহভরে।
ত্রিভুবনোত্তম, রূপ নিরূপম,
নিমিষ ত্যজিয়া হেরে॥
যদুরাজ গৃহে, প্রবেশিয়া দোঁহে,
যুদ্ধে জিত যত ধন।

বিবিধ প্রকার, বীর অলঙ্কার,
করিলেন সমর্পণ ॥
পাই পরাজয়, জরাসন্ধ রায়,
এই মত পুনরায়।
বার সপ্তদশ, করিয়া সাহস,
আসি রণে হারি যায় ॥
পরে ভয়ঙ্কর, যবন ঈশ্বর,
সে কালযবন নাম।
ধরে অহঙ্কার, মম সম আর,
কেহ নাহি বলবান্ ॥
নারদ বচন, করিল শ্রবণ,
বীর আছে মধুপুরে।
তাঁদের প্রতাপে, সুরাসুর কাঁপে,
ত্রিলোক বিজয়ী শরে
শুনি সেইক্ষণ, করিয়া গমন,
তিনকোটি-ম্লেচ্ছসনে।
ঘেরিল সত্বর, মথুরা নগর,
জিনিতে যাদবগণে ॥
দেখি অকস্মাত, এ বিপৎপাত,
কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ সনে।
করেন মন্ত্রণ, কি করি এখন,
আমরা রহিব রণে ॥

আজি কালি পর, মগধ ঈশ্বর,
যদি আসি পুনরায়।
আত্মীয় স্বজনে, যদি বধে প্রাণে,
কিংবা বাঁধি ল'য়ে যায় ॥
তাদের কারণ, মনুষ্য দুর্গম,
দুর্গ এক নিরমাণ।
করিয়া বিধান, রাখি সেই স্থান,
লইব যবন প্রাণ ॥
চিন্তি সেইক্ষণ, দুর্গ সিরজন,
করিলেন চমৎকার।
সমুদ্রের জলে, অপূর্ব্ব কৌশলে,
বহুদূর সুবিস্তার ॥
দ্বাদশ যোজন, নগর পত্তন,
বন উপবন চয়।
দীঘি সরোবর, আরাম সুন্দর,
নানাবিধ পণ্যালয় ॥
শোভে রাজপথ, বহু উপপথ,
রথ গজ অশ্বশালা।
পথের দুধারে, জন মনোহরে,
পুষ্প লতা তরু মালা ॥
বিশ্বকর্ম্ম-কৃত, বিজ্ঞান মণ্ডিত,
রাজপুরী দেবালয়।

রজতের গোঁড়া, কনকের চূড়া,
স্ুবর্ণ কলস চয় ॥
স্ফটিকের থাম, শোভে মুক্তাদাম,
পদ্মরাগ আদি মণি।
খচিত তাহায়, শিল্প সমুদায়,
অমর নগর জিনি ॥
আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ, করিয়া শ্রীধাম,
রাখেন দ্বারকানাথ।
ত্রিভুবনাতীত, শোভায় শোভিত,
সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠধাম ॥
তথায় স্বজনে, রাখিয়া গোপনে,
আসি দোঁহে মধুপুরে।
প্রজার রক্ষণে, রাখি বলরামে,
নিজে গিয়া বহির্দ্বারে ॥
কৌশলে যবন, করিতে নিধন,
চিন্তিয়া সহাস্যে হরি।
একাকী নিরস্ত্রে, চলিলেন ত্রস্তে,
পদ্মমালা মাত্র ধরি ॥

কালযবন বধ।

শ্যামলবরণ, অরুণ নয়ন,
জিনি নব শতদল।
পূর্ণ সুধাকর, জিনিয়া সুন্দর,
মুখচন্দ্র সমুজ্জ্বল॥
শ্রবণ যুগলে, মকর কুণ্ডলে,
সুকপোল দীপ্তিমান।
নাসা মনোহর, সুরঙ্গ অধর,
হাস্য মন-অভিরাম॥
পীন বক্ষ মাঝে, কৌস্তুভ বিরাজে,
পদ্মমালা গলদেশে।
নিন্দি রবিকর, উজ্জ্বল অম্বর,
পরিধান কটিদেশে॥
স্থূল দীর্ঘতর, চতুর্ভুজ বর,
উন্নত কন্ধর হয়।
শ্রীমান সুন্দর, পুরুষ প্রবর,
প্রকাশে লক্ষণ চয়॥
দেখিয়া যবন, চিন্তিয়া তখন,
করে স্থির অনুমান।

বাসুদেব ভিন্ন, এই নহে অন্য,
মুনিবাক্য নহে আন॥
পবনের আগে, চলি যায় বেগে,
মম যোগ্য এই হয়।
নিরস্ত্র ইহারে, বধিয়া সত্বরে,
যাদবে করিব ক্ষয়॥
চিন্তি পিছে ধায়, ধরিতে না পায়,
ক্রোধে কহে কুবচন।
'ওরে রে বর্ব্বর, রণে পাই ডর,
কেন কর পলায়ন॥
জন্মি যদু কুলে, শত্রু হাসাইলে,
লাজ নাহি বাস' মনে।
হাঁসিবে যাদব, নর নারী সব,
অপযশ ত্রিভুবনে॥
বিরিঞ্চি দুর্ল্লভ, যে পদ পল্লব,
ম্লেচ্ছ কি ধরিবে তাঁরে।
গিরি গুহা প্রতি, আসিয়া শ্রীপতি,
প্রবেশেন অভ্যন্তরে॥
দেখিয়া যবন, দ্রুত সেইক্ষণ,
প্রবেশি তাহার মাঝ।
দেখিল তথায়, নিদ্রিতের প্রায়,
শয়ান পুরুষ রাজ॥

দুর্ম্মতি দুর্জ্জন, অল্পায়ু যবন,
আসি অতি ক্রোধ ভরে।
কৃষ্ণ ভ্রমে তাঁরে, পদাঘাত করে,
বহুবিধ তিরস্কারে॥
সেই মহাজন, জাগি সেইক্ষণ,
চাহিলেন কোপাবেশে।
তাঁর নেত্রানলে, ম্লেচ্ছ-অঙ্গ জ্বলে,
ভস্ম হৈল অবশেষে॥
পরে সেই বীর, হ'য়ে কিছু স্থির,
দেখিলেন গুহামাঝে।
তথা একজন, করেন ভ্রমণ,
তম নাশে তার তেজে॥
নব ঘন শ্যাম, সুললিত ঠাম,
চতুর্ভুজ সুশোভিত।
চপলা উজ্জ্বল, কিরীট কুণ্ডল,
করে দিক বিদ্যোতিত॥
নয়ন কমল, বষে অবিরল,
কৃপামৃত ধারাচয়।
শ্রীমুখ সরোজে, মৃদু হাস্য রাজে,
ভক্তে প্রীতি ভাবময়॥
শ্রীবৎস লাঞ্ছন, হৃদয়ে শোভন,
বৈজয়ন্তি মালা তাহে।

নিন্দি চামীকর, কটির অম্বর,
রূপে ত্রিভুবন মোহে ॥
কিশোর বয়স, অসীম সাহস,
ভাস্বর মূরতি ধারী।
মহা বলবান্, সুন্দর শ্রীমান্,
বিক্রমে গজেন্দ্র-অরি ॥
অমিত সে তেজে, লুকাইল লাজে,
মেঘ মাঝে ছায়ানাথ।
দেখিয়া শঙ্কিত, উঠিয়া ত্বরিত,
করি তাঁরে প্রণিপাত ॥
জিজ্ঞাসেন ধীরে, এ ঘোর কান্তারে,
কে আপনি মহাশয় ?।
ভয় নিবারণ, শ্রীঅঙ্গ কিরণ,
নাশিছে কলুষচয় ॥
কুলিশ সমান, দারুণ পাষাণ,
বিষম কণ্টক বন।
জিনি কোকনদ, কোমল শ্রীপদ,
তাহে কর বিচরণ ॥
অপূর্ব্ব দর্শন, প্রভা অনুপম,
বুঝি তেজ মূর্ত্তিমান।
নহ রবি শশী, মহান্ তেজস্বী,
দেখি হয় অনুমান ॥

ত্রিলোক ঈশ্বর, ব্রহ্মা বিষ্ণু হর,
তাই বুঝি বিষ্ণু তুমি।
যাঁর নাহি সম, পুরুষ উত্তম,
জগত নিবাস ভূমি॥
তব বিবরণ, করিতে শ্রবণ,
হয় মোর অভিলাষ।
জন্ম কর্ম্ম নাম, কহি নিজধাম,
সফল করুন আশ॥
নিজ পরিচয়, দিব মহাশয়,
মুচুকুন্দ মম নাম।
এ অধম হয়, মান্ধাতা-তনয়,
দেবকার্য্যে অবিশ্রাম॥
যুদ্ধ করি শেষে, রণ অবকাশে,
দেবদত্ত বর লাভে।
চির জাগরণে, ছিলাম শয়নে,
নির্জ্জনে নিদ্রার ভোগে॥
আজি এইক্ষণ, কোন একজন,
হঠাৎ জাগায়ে মোরে।
নিজ কর্ম্মদোষে, ভস্ম হ'ল শেষে,
জাগিয়া দেখিয়ে পরে॥
হেরি তব কান্তি, হয় নানা ভ্রান্তি,
কৃপা কর মহাশয়।

যোগীর আরাধ্য, তব পাদ পদ্ম,
ভ্রূভঙ্গে জগত রয়॥
রাজার বচন, করিয়া শ্রবণ,
হাসি কহিলেন প্রভু।
জন্ম কর্ম্ম মম, অনন্ত অসীম,
গণনা না হয় কভু॥
পূর্ব্ব পর কালে, অথবা একালে,
মহা যোগী ঋষিগণ।
তপ জপ শ্রমে, যমাদি নিয়মে,
না জানিল কোন জন॥
ধরা-ধূলিকণা, করিতে গণনা,
যদ্যপি সমর্থ হয়।
তবু মম ধর্ম্ম, লীলাতত্ত্ব-মর্ম্ম,
জানিবার সাধ্য নয়॥
কি কহিব আর, আমিও আমার,
কিছু না গণিতে পারি।
তথাপি এমন, যথায় জনম,
যে যে কার্য্য আমি করি॥
করিব বর্ণন, কর হে শ্রবণ,
পূর্ব্বে পৃথ্বী দৈত্যভারে।
হইয়া পীড়িতা, আপনার ব্যথা,
জানালেন বিধাতারে॥

শুনি পৃথ্বীভাষ, আসি মম পাশ,
. ব্রহ্মা কহে সবিস্তার।
ধর্ম্মের রক্ষণ, ভূভার হরণ,
হেতু মম অবতার॥
কালনেমি আদি, প্রলম্ব প্রভৃতি,
সাধুদ্বেষি দৈত্যগণে।
আমি বধ করি, ভূমি-ভার হরি,
ধর্ম্ম রক্ষা প্রয়োজনে॥
এই যে যবন, পরম দুর্জ্জন,
তব তেজে হৈল মৃত।
উপলক্ষ মাত্র, তব তিগ্ম নেত্র,
তা-ও হয় মম কৃত॥
সৃষ্টি স্থিতি লয়, আমাতেই হয়,
আমি বিষ্ণু আদি দেব।
যদুকুল জাত, বসুদেব সুত,
লোকে কহে বাসুদেব॥
তব পূর্ব্ব জন্মে, প্রার্থনা কারণে,
ভকতবৎসল আমি।
দিলাম দর্শন, যাহা প্রয়োজন,
বর লহ রাজা তুমি॥
হইবে মঙ্গল, কামনা সফল,
যে মোর শরণ লয়।

ত্রিবিধ সন্তাপ, তারে দিতে তাপ,
যোগ্য কভু নাহি হয়॥

মুচুকুন্দ-স্তব।

শুনি মুচুকুন্দ, পাইয়া আনন্দ,
স্মরিলেন গর্গবাণী।
অষ্টাবিংশ যুগে, জন্মিবেন লোকে,
আদিদেব চক্রপাণি॥
ইনি সেই জন, প্রভু নারায়ণ,
জানি করি স্তুতি নতি।
কহিলেন প্রভু, বিষয়েতে কভু,
যেন নাহি হয় মতি॥
যাহা নর আদি, শূকর অবধি,
প্রাণিমাত্রে প্রাপ্ত হয়।
পাই বহু পুণ্যে, মনুষ্য জনমে,
সে প্রার্থনা ঘৃণা হয়॥
ওহে পরমেশ, মায়ার অধীশ,
তব মায়া বিমোহিত।
মনুষ্য সকলে, তব পদ ভুলে,
রহে দারা সুতে রত॥

কিবা নরপতি, কিংবা ভিক্ষু জাতি,
অথবা তির্য্যক জাতি।
মরিলে সবার হইবে কায়ার,
কৃমি বিষ্ঠা ভস্ম গতি॥
জানিয়াও লোকে, না ভজি তোমাকে,
মত্ত হ'য়ে অভিমানে।
দুঃখের কারণ, ধন পরিজন,
চায় সদা তোমা স্থানে॥
যথা তৃণলোভী, ছাগ মৃগ গাভী,
পড়ে তৃণাচ্ছন্ন কূপে।
তব পদ ত্যাগী, তথা কাম লোভী,
পড়ে সদা অন্ধকূপে॥
ওহে ভগবন, আমিও তেমন,
শেষ না গণিয়া মনে।
হস্তী অশ্ব রথী, লইয়া পদাতী,
নরদেব অভিমানে॥
বহু প্রাণী বধি, পাপ নিরবধি,
করিয়াছি চির রণে।
বল হে শ্রীপতি, কি হইবে গতি,
ছার দেহ অবসানে॥
যে জন তোমারে, স্মরণ না করে,
বিষয়েতে প্রতিক্ষণে।

বাড়ায় লালসা, নাহি পূরে আশা,
বৃদ্ধি পায় দিনে দিনে ॥
ক্ষুধার লালসে, যথা এক গ্রাসে,
ভুজঙ্গ মুষিকে খায়।
কাল সেইরূপে, দুরন্ত প্রতাপে,
তার প্রাণ হরি লয় ॥
অনর্থ কারণ, দারা পুত্র ধন,
নাহি আর প্রয়োজন।
তব ভক্তি মাত্র, দুর্ল্লভ সর্ব্বত্র,
তাই আশা ধরে মন ॥
তব কৃপা যারে, বাসনা সে ছাড়ে,
হয়ে সেই স্থিরমতি।
মিলি ভক্ত সনে, লীলা গুণ গানে,
জন্মে তার শ্রদ্ধা রতি ॥
ক্রমে প্রেমভক্তি, লভি সে সুকৃতি,
সংসার না চায় আর।
তব শ্রীচরণ, সাধন কারণ,
বনবাস করে সার ॥
ইন্দ্রিয়-তর্পণ, করিতে সাধন,
শান্তিহীন অনিবার।
তাপে চিরদিন, দীর্ঘ আয়ু ক্ষীণ,
করিয়াও আপনার ॥

আজি ভাগ্য বশে, দেখিলাম শেষে,
সত্যাত্মক সনাতন।
নির্গুণ অদ্বয়, প্রভু জ্ঞানময়,
বিভুরূপী জনার্দ্দন॥
গেল অমঙ্গল, বাসনা সফল,
পবিত্র পাতকি-মন।
চরণে শরণ, করিনু গ্রহণ,
রক্ষ' প্রভু নারায়ণ॥

অভয় অমৃত দাতা, শান্তি নিকেতন ত্রাতা,
তোমার যুগল শ্রীচরণ।
তাহে করি সমর্পণ, এ দেহ জীবন মন,
যাহা ইচ্ছা কর নারায়ণ॥

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

শুন ওহে নরপতি, বুঝিতে তোমার মতি,
বড় লোভ দেখাই তোমারে।
সুনির্ম্মল তব মতি, বিষয়েতে অনাসক্তি,
ভক্তিভাব ধর হে অন্তরে॥
যে জন ভকত হয়, সে ত অনুরক্ত নয়,
গৃহ পুত্র ধন পরিজনে।
অভক্ত মানবগণে, বাসনা না ছাড়ে মনে,
যমাদি নিয়ম প্রাণায়ামে॥

আমা প্রতি চিত্ত ধরি, হইয়া যথেচ্ছাচারী,
করি তুমি পৃথ্বী পর্য্যটন।
কর তপ আচরণ, হইবে পাপে মোচন,
ক্ষত্রধর্ম্মে প্রাণীর নিধন॥
আমাপ্রতি নিরুপাধি, ভক্তি তব নিরবধি,
কভু না হইবে বিচলিত।
সর্ব্বজীব হিতকর, জন্মান্তরে দ্বিজবর,
সাধু মাঝে হইবে আদৃত॥

রাম-কৃষ্ণের দ্বারকা-গমন।

রাজারে বিদায়, দিয়া মথুরায়,
পুন আসি দ্রুততর।
বলরাম সনে, যবন নিধনে,
হইলেন অগ্রসর॥
করি মহারণ, বধি ম্লেচ্ছগণ,
চলিলেন দ্বারকায়।
পথে জরাসন্ধ, ল'য়ে সৈন্যবৃন্দ,
রণ আশে পিছে ধায়॥

কিন্তু জগন্নাথ, তাহে দৃকপাত,
না করিয়া মহাবেগে।
প্রবর্ষণ নামে, গিরিবরে ক্রমে,
উঠিয়া শিরসি ভাগে॥
মনুষ্য দুর্গম, পথ অতিক্রম,
করি দোঁহে বায়ু ভরে।
হ'য়ে অন্তর্হিত, চলেন ত্বরিত,
শ্রীধাম দ্বারকা পুরে॥
দেখিল নৃপতি, গিরি শৃঙ্গ প্রতি,
উঠে অরি দুই জনে।
পরে অন্বেষণ, করি নিদর্শন,
না পাইয়া কোন ক্রমে॥
মূঢ় নরেশ্বর, বিচারি সত্বর,
কাষ্ঠ আনি বহুতর।
শত্রু বধোপায়, করিয়া নিশ্চয়,
অগ্নি দিল গিরি'পর॥
প্রজ্বলিতানল, দহিল অচল,
দেখিয়া সহর্ষ মনে।
'মরিল' বলিয়া, সসৈন্যে চলিয়া,
গেল নিজ নিকেতনে॥
কৃষ্ণ বলরাম, সুখে নিজ ধাম,
করিলেন আগমন।

শুনি পিতা মাতা, পুলকে পূর্ণিতা,
স্নেহেতে বিহ্বল মন ॥
পুত্রে ল'য়ে কোলে, আনন্দ সলিলে,
হইলেন ভাসমান।
হইল ঘোষণা, বাজিল বাজনা,
জয়জয় কৃষ্ণ রাম ॥

শ্রীবলদেবের বিবাহ।

মহা ভাগ্যবান, রেবত শ্রীমান,
আনর্ত্ত দেশাধিপতি।
ব্রহ্মার আদেশে, পরম হরিষে,
হেরি কন্যা-যোগ্য পতি ॥
সহ রত্নধন, অমূল্য ভূষণ,
শ্রীরেবতী অনুপাম।
মহা সমাদরে, বলভদ্র বীরে,
করিলেন সম্প্রদান ॥

শ্রীরুক্মিণী-পরিণয়।

বিদর্ভের রাজা, বলী মহাতেজা,
শ্রীভীষ্মক মহামতি।
ত্রিভুবনে ধন্যা, শ্রীরূপিণী কন্যা,
যোগ্য কৃষ্ণচন্দ্র পতি॥
করেন মন্ত্রণ, করিয়া শ্রবণ,
কৃষ্ণদ্বেষী পুত্রগণ।
করি নিবারণ, আপন মনন,
করিলেন নিবেদন॥
সর্ব্ব গুণ যুত, চেদিরাজ-সুত,
শিশুপাল বলধর।
কুল শীল মান্য, বীর অগ্রগণ্য,
শ্রীরুক্মিণী যোগ্য বর॥
পুত্র বশবর্ত্তী, ভীষ্মক নৃপতি,
করিলেন আজ্ঞাদান।
শুনিল সকলে, কন্যা শিশুপালে,
করিবেন সম্প্রদান॥
ভীষ্মক নন্দিনী, লোকমুখে শুনি,
কৃষ্ণ-রূপ-গুণলীলা।

তাঁরে চিত্তারোপি, নাম সদা জপি,
ধ্যানে দেন বরমালা ॥
আজি এ বারতা, পরস্পর কথা,
হ'য়ে দেবী অবগত।
চিন্তা সিন্ধুনীরে অকূল পাথারে,
হইলেন নিপতিত ॥
পরে হ'য়ে স্থির, বিশ্বাসী সুধীর,
বুদ্ধিমান দ্বিজরাজে।
গোপনে সত্বর, দ্বারকা নগর,
পাঠালেন ত্যজি লাজে ॥
ভীষ্মক দুহিতা, রূপ-শীল-যুতা,
গুণবতী শ্রীরুক্মিণী।
পরস্পর শুনি, কৃষ্ণচন্দ্র মানি,
নিজ যোগ্যা সে রমণী ॥
লভিতে তাঁহারে, চিন্তিত অন্তরে,
জাগিয়া সমস্ত নিশি।
নিজ গৃহাসনে, রহেন নির্জ্জনে,
মলিন শ্রীমুখ-শশী ॥
দ্বিজ অবারিত, যে দ্বার সতত,
খোলা রহে দ্বারাপুরে।
দ্বারপাল সহ, দ্বিজ সেই গৃহ,
প্রবেশিয়া শ্রীমন্দিরে ॥

দেখেন গম্ভীর, প্রশান্ত সুধীর,
সুন্দর ললিত ঠাম।
নীলমণি দ্যুতি, আনন্দ মূরতি,
নরোত্তম অধিষ্ঠান॥
হেরিয়া চমকে, ছাড়িয়া পলকে,
স্পন্দহীন কলেবরে।
রহেন দাঁড়ায়ে, উৎকণ্ঠা হৃদয়ে,
বাক্য নাহি কিছু স্ফূরে॥
শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণে, দেখি সেই ক্ষণে,
উঠি ধরি তাঁর হাত।
নিজ রত্নাসনে, বসায়ে যতনে,
করি তাঁরে প্রণিপাত॥
পথশ্রম দূর, করিয়া প্রচুর,
আহারীয় দ্রব্য আনি।
ব্রাহ্মণে ভোজন, তাম্বূল সেবন,
করাইয়া চক্রপাণি॥
কুশল বারতা, ব্রহ্মধর্ম্ম কথা,
জিজ্ঞাসিয়া ধীরে ধীরে।
কোন্ প্রয়োজনে, দ্বারকা ভবনে,
আগমন এত দূরে॥
কহিয়া মাধব, রহেন নীরব,
শুনি হাঁসি বিপ্রবর।

রুক্মিণী সন্দেশ, কহি সবিশেষ,
কহিলেন অতঃপর ॥
ভীষ্ম রাজ বালা, ভয়েতে বিহ্বলা,
লিখি লিপি একখানি।
দিলেন আমারে, দিতে আপনারে,
উপায় করুন জানি ॥
শুনিয়া গোবিন্দ, হাসি মন্দ মন্দ,
কহিলেন দ্বিজরাজ।
পাঠকর তুমি, কিবা আছে শুনি,
সরলার লিপিমাঝ ॥

(দ্বিজবরের পত্র-পাঠ)

"তব যশ সুমনসঃ, বান্তাবায়ু অহনিশ,
পরিমল করিয়া বহন।
পূর্ণ করি দিক দশ, সর্ব্বচিত্ত করি বশ,
অবহেলে করি আগমন ॥
আমার শ্রবণ দ্বারে, প্রবেশিয়া অন্তঃপুরে,
সর্ব্ব অঙ্গ করিয়া শীতল।
চিত্ত করি সুনির্ম্মল, হৃদয়ে বাড়ায়ে বল,
করে চির মানস সফল ॥
মনোনেত্র-অভিরাম, ও রূপ লাবণ্য ধাম,
অখিল নয়ন অর্থ দাতা।

সে-ও সে সৌরভে মিশি, হৃদয় মন্দিরে পশি,
লজ্জা ভয়ে করি দূরীকৃতা ॥
আকর্ষণী শক্তিদ্বারে, চিত্ত-মণি ল'য়ে হ'রে,
দাসী করি রাখে আপনার।
আছে কোন্ কুলবতী, ধরি লজ্জা ধৈর্য্য ধৃতি,
হাত ছাড়াইতে চাহে তার ॥
তাই ও রাতুল পদে সেবা আশা ধরি সাধে,
শরণ লইয়া কায়-মনে।
মানসে কুসুম তুলি, গাঁথিয়া সে ফুলগুলি,
বরমালা অর্পিলাম ধ্যানে ॥

কুল শীল যুত, গুণ সমন্বিত,
বিদ্যায় বয়সে আর।
নৃলোক সুন্দর, রূপ মনোহর,
প্রভাব অসীম যাঁর ॥
তাঁরে পরিহরি, অভাগিনী নারী,
কেবা আছে হেন জন।
হারায়ে আপনা, ভজি অন্যজনা,
করে আত্ম সমর্পণ ॥
রুক্মিণী তোমার, জানি অঙ্গীকার,
কর ওহে যদুপতি।

সিংহ-ভাগ বলে, লইবে শৃগালে,
কে সহিবে এ অখ্যাতি ॥
যদি জন্মান্তরে, দেব মহেশ্বরে,
ক'রে থাকি আরাধনা।
তবে বিশ্বেশ্বর, দেন এই বর,
শিশু কিংবা কোন জনা ॥
আমারে স্পর্শন, না করে কখন,
কৃষ্ণচন্দ্র মম পতি।
এ পাণি গ্রহণ, করুন এক্ষণ,
কৃপা করি মোর প্রতি ॥
যদি তুমি বল, আত্মীয় সকল,
দিবে তোমা শিশুপালে।
তাহে পুরচরী, রাজার কুমারী,
কিরূপে লইব বলে ॥
তাহার উপায়, কহিয়ে তোমায়,
শুন ধীর মহামতি।
বিবাহ সময়, কুলরীতি হয়,
পূজিবারে ভগবতী ॥
যায় একারণ, পুরনারীগণ,
কন্যা ল'য়ে বহির্দ্দেশে।
নিজ সৈন্যগণে, লইয়া গোপনে,
তুমি সেই অবকাশে ॥

রাক্ষস বিধানে, তুলি লবে যানে,
দেখিবেক সর্ব্বজনে।
জিনিতে তোমারে, কে শকতি ধরে,
দেব নরে ত্রিভুবনে॥
নাশিতে সকল, নিজ অমঙ্গল,
ব্রত ধরি অনুক্ষণ।
তপ জপ ধ্যানে, রহিয়া নিয়মে,
ব্রহ্মা আদি পঞ্চানন॥
যে পদ পঙ্কজ, কণামাত্র রজ,
লভিতে বাসনা করি।
শ্রীচরণ প্রান্তে, রাখেন একান্তে,
মানসে সদত ধরি॥
যদি হে গোবিন্দ, সে পদারবিন্দ,
আমি নাহি পাই দান।
ব্রত উপবাসে, পাপ দেহ নাশে,
শত জন্মে পাব দান॥"

কহেন ব্রাহ্মণ, সংবাদ গোপন,
কহিলাম সমুদয়।
তব মনোনীত, যা হয় উচিত,
করিবেন এ সময়॥

লিপি শুনি দ্বিজমুখে, হাসিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুখে,
কহিলেন ধরি দ্বিজ-করে।
আমিও তাহারে স্মরি, সদা দিবা বিভাবরী,
শান্তি নাহি হৃদয়-মাঝারে ॥
আমা প্রতি দ্বেষ করি, বিবাহ বারণ করি,
রুক্মী ভগ্নী দিবে শিশুপালে।
পূর্ব্ব হৈতে জানি আমি, যে কিছু বলিবে তুমি,
কি ভয়, আনিব অবহেলে ॥

দুষ্ট রাজগণ, কণ্টকের বন,
দলন করিয়া বলে।
কনক নলিনী, রোপিব রুক্মিণী,
দ্বারাবতী সরো-জলে ॥
বিদর্ভ নগরী, শুভ যাত্রা করি,
তুমিও চলহ সাথে।
কহি সেই ক্ষণে, রথ আরোহণে,
চলেন কুণ্ডিনা পথে ॥
অশ্ব দ্রুত তর, বিদর্ভ নগর,
আসি হৈল উপনীত।
কৃষ্ণের আজ্ঞায়, প্রফুল্ল হৃদয়,
দ্বিজ চলিলেন দ্রুত ॥

রবি অস্তবেলা, দেখি নৃপবালা,
বিষাদে আনতাননে।
কহেন রজনী, প্রভাতে না জানি,
কি আছে বিধির মনে॥
মম প্রিয়তম, নলিন নয়ন,
কেন না এলেন পুরে।
অভাগিনী আমি, কৃষ্ণচন্দ্রে স্বামী,
চিত্ত কেন আশা ধরে॥
অতি মন্দভাগ্যা, কৃষ্ণপ্রিয়া যোগ্যা,
নহি আমি কদাচন।
তা হ'লে ব্রাহ্মণ, এথা আগমন,
করিতেন এতক্ষণ॥
বুঝি বা বিধাতা, হর গৌরী মাতা,
মম প্রতি প্রতিকূল।
যতনে বর্দ্ধিতা, বুঝি আশালতা,
আজি হৈল ছিন্নমূল॥
মম নির্লজ্জতা, দেখিয়া ধৃষ্টতা,
বিবাহ অগ্রাহ্য করি।
বুঝি কৃষ্ণ রোষে, দ্বিজে কটু ভাষে,
দিলেন বিদায় করি॥
তাই সে লজ্জায়, না আসি এথায়,
নিজ নিকেতনে রয়।

কিংবা বহু পথ, অতিক্রমে এত,
আসিতে বিলম্ব হয়॥
কৃষ্ণ প্রতীক্ষায়, নূতন চিন্তায়,
ক্ষণে যুগ কল্পনায়।
অশ্রুকণাকীর্ণ, কমল নয়ন,
মুদিয়া দেখেন তাঁয়॥
শুভ কালোদয়ে, দেবী অঙ্গ চেয়ে,
সুলক্ষণ প্রকাশিল।
বামাঙ্গ স্ফূরিল, নয়ন কাঁপিল,
হৃৎপদ্ম বিকাশিল॥
বুঝি সুমঙ্গল, মানস প্রবল,
বিরহ নিবারি সুখে।
ইন্দ্রিয় সংহতি, চলে দ্রুতগতি,
কৃষ্ণবার্ত্তা অভিমুখে॥
হর্ষে প্রমুদিত, দ্বিজে সমাগত,
দেখিয়া নরেন্দ্রসুতা।
মনোভীষ্ট পূর্ণ, বুঝি অতি তূর্ণ,
জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণবার্ত্তা॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ, করেন বর্ণন,
সমুদায় বিবরণ।
লভিতে নলিনী, যদু দিনমণি,
করিলেন আগমন॥

শুভ সমাচার, যোগ্য পুরস্কার,
কিছু না পাইয়া আর।
আনন্দে বিহ্বলা, আপনি কমলা,
করিলেন নমস্কার॥
ভয় দূর-গত, প্রিয়তমাগত,
আশায় হৃদয়ে ধরি।
কৃষ্ণে চিন্তারোপি, রহিলেন দেবী,
প্রভাত প্রতীক্ষা করি॥
নিশা অবসানে, মৃদু সমীরণে,
কাঁপিল লবঙ্গলতা।
জানি শুভকাল, তরুণ তমাল,
দোলায় নবীন পাতা॥
বিবাহ বাসরে, বিদর্ভ নগরে,
আজি মহা মহোৎসব।
পথ পরিষ্কৃত, গন্ধে আমোদিত,
পরিপূর্ণ বাদ্য-রব॥
ভীষ্মক নৃপতি, পুত্রস্নেহে অতি,
শিশুপালে কন্যা দান।
করিতে সম্মত, হ'য়ে বিধিমত,
কার্য্য করি সমাধান॥
নানা আয়োজনে, ব্রাহ্মণ ভোজনে,
বসন ভূষণ ধন।

কাননে করিয়া বাস, পূরালেন অভিলাষ,
পূর্ণানন্দ তব ধাম লাভে ॥
জানি কোন্ নারী, সে আঘ্রাণ ছাড়ি,
অর্থকাম লালসায়।
ঘটায়ে অনর্থ, নাশি পরমার্থ,
করে অন্য নৃপাশ্রয় ॥
তব পরিণীতা, অন্যের গৃহীতা,
হইবে বা কি প্রকারে।
কোন্ যুক্তিমতে, একাজ করিতে,
উপদেশ দাও মোরে ॥
অসতী দুর্ম্মতি, নব নব রতি,
কোন্ লোক গ্রাহ্য করে।
ইহ পরকাল, ঘটাতে জঞ্জাল,
নরক লাভের তরে ॥
হ'য়ে উদাসীন, নর্ম্মে পরবীণ,
চাও মানিনীর মান।
অবলা দেখিয়ে, ছল শিক্ষা দিয়ে,
নাও তার প্রেমদান ॥
আমি একারণ, ল'য়েছি শরণ,
তোমার অভয় পদে।
যাহা ইহ পর, হয় শুভকর,
ত্রাণ করে অবসাদে ॥

শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণীর হাস-পরিহাস।

অমর সভায়, সুধা মধু ময়,
তব গীত যে না শুনে।
সেই নারী যোগ্যা, হয় তারি ভোগ্যা,
(যারা) গো গর্দ্দভ গৃহাঙ্গনে॥
কিঙ্করের প্রায়, আজ্ঞাবহ হয়,
বিড়াল কুক্কুর মত।
নাহি মানামান, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান,
হিংসা দ্বেষে সদা রত॥
বাহ্য আচ্ছাদন, ত্বক্ শ্মশ্রু রোম,
মাংস অস্থি অভ্যন্তরে।
রক্ত বাত পিত্ত, কফ্ প্রপূরিত,
কৃমি কীট যারা ধরে॥
সেই জীবন্মৃত, দেহ অবিরত,
কান্ত ভাবে ভজে তারা।
তব পাদ পদ্ম, সুধা মকরন্দ,
আঘ্রাণ না পায় যারা॥
ওহে অম্বুজাক্ষ, করুণা কটাক্ষ,
বিতরিয়া আমা প্রতি।
এই দেন বর, যেন নিরন্তর,
শ্রীচরণে রহে মতি॥
ওহে প্রভু আত্মারাম, অতি অনুরাগবান,
হ'য়ে যবে আমার উপর।

করিবেন দৃষ্টিপাত, তখন জানিব নাথ,
অনুকম্পা আমার উপর ॥

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

ওহে রাজ পুত্রি, তুমি হও সাধ্বি,
মম পরিহাস শুনি।
তব শুদ্ধ চিত্ত, নহে বিচলিত,
রমণী রতন তুমি ॥
কামনা নিবৃত্তি তরে, যে বর চাহিলে মোরে,
তাহা তুমি পাইবে সদত।
তুমি হও ভক্ত মম, তব শুদ্ধ পতি প্রেম,
মঙ্গলদায়ক তব ব্রত ॥
তোমার পরীক্ষা তরে, প্রত্যাখ্যান বাক্য দ্বারে,
জানিলাম করিয়া চালন।
আমা প্রতি প্রতিষ্ঠিত, তোমার সুস্থির চিত,
একপদ নহে বিচলন ॥
আমিই জীবের ত্রাতা, ব্রত তপ ফল দাতা,
যে দাম্পত্য ভোগের কারণ।
করে মোর উপাসনা, মোহিত রহে সে-জনা,
মম মায়া-পাশে অনুক্ষণ ॥
ব্রত তপ আচরণে, যদি কভু কোন জনে,
সকামে আমারে করে লাভ।

তা হ'লে সে কর্ম্ম বশে, আমারে ত্যজিয়া শেষে,
পশু যোনি করে সেই লাভ ॥
ওহে প্রিয়ে গৃহেশ্বরি, অকপট ভক্তি ধরি,
মম সেবা করিয়া নিয়ত।
আপন মঙ্গল-কর, কার্য্য করি সুদুষ্কর,
বাড়াইলে আপন মহত্ত্ব ॥
যার দুষ্ট অভিপ্রায়, চিত্ত প্রবঞ্চনা ময়,
কপটে আমার পূজা করে।
আপনার মনোবৃত্তি, সাধনে সদত আর্ত্তি,
তারা কভু না পায় আমারে ॥
তব সম প্রণয়িণী, কোথাও না দেখি শুনি,
যিনি নিজ বিবাহ সময়।
সমাগত নৃপ গণে গণ্য না করিয়া মনে
শ্রুত মাত্র মম গুণচয় ॥
আমার লাভের আশে, মন্ত্রণা করিয়া শেষে,
লিপিদ্বারে লিখিয়া কৌশল।
সঙ্গোপনে দ্বিজবরে, পাঠাইল দ্বারাপুরে,
জানাইতে আমারে সকল ॥
যদি হও নিরাশ্বাস, ত্যজিয়া জীবন আশ,
মম হেতু দিবে বিসর্জ্জন।
লোকাতীত তব প্রীতি, পবিত্র চরিত্র সতী,
তব সম নাহি কোনজন ॥

কিংবা বহু পথ, অতিক্রমে এত,
আসিতে বিলম্ব হয় ॥
কৃষ্ণ প্রতীক্ষায়, নূতন চিন্তায়,
ক্ষণে যুগ কল্পনায়।
অশ্রুকণাকীর্ণ, কমল নয়ন,
মুদিয়া দেখেন তাঁয় ॥
শুভ কালোদয়ে, দেবী অঙ্গ চেয়ে,
সুলক্ষণ প্রকাশিল।
বামাঙ্গ স্ফুরিল, নয়ন কাঁপিল,
হৃৎপদ্ম বিকাশিল ॥
বুঝি সুমঙ্গল, মানস প্রবল,
বিরহ নিবারি সুখে।
ইন্দ্রিয় সংহতি, চলে দ্রুতগতি,
কৃষ্ণবার্ত্তা অভিমুখে ॥
হর্ষে প্রমুদিত, দ্বিজে সমাগত,
দেখিয়া নরেন্দ্রসুতা।
মনোভীষ্ট পূর্ণ, বুঝি অতি তূর্ণ,
জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণবার্ত্তা ॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ, করেন বর্ণন,
সমুদায় বিবরণ।
লভিতে নলিনী, যদু দিনমণি,
করিলেন আগমন ॥

শুভ সমাচার, যোগ্য পুরস্কার,
কিছু না পাইয়া আর।
আনন্দে বিহ্বলা, আপনি কমলা,
করিলেন নমস্কার ॥
ভয় দূর-গত, প্রিয়তমাগত,
আশায় হৃদয়ে ধরি।
কৃষ্ণে চিন্তারোপি, রহিলেন দেবী,
প্রভাত প্রতীক্ষা করি ॥
নিশা অবসানে, মৃদু সমীরণে,
কাঁপিল লবঙ্গলতা।
জানি শুভকাল, তরুণ তমাল,
দোলায় নবীন পাতা ॥
বিবাহ বাসরে, বিদর্ভ নগরে,
আজি মহা মহোৎসব।
পথ পরিষ্কৃত, গন্ধে আমোদিত,
পরিপূর্ণ বাদ্য-রব ॥
ভীষ্মক নৃপতি, পুত্রস্নেহে অতি,
শিশুপালে কন্যা দান।
করিতে সম্মত, হ'য়ে বিধিমত,
কার্য্য করি সমাধান ॥
নানা আয়োজনে, ব্রাহ্মণ ভোজনে,
বসন ভূষণ ধন।

রামের অর্চ্চন, কৃষ্ণের বরণ,
করি বিধি অনুসারে ॥
বিচিত্র চিত্রিত, শিল্প শোভান্বিত,
সুসজ্জিত বাসস্থান।
দিয়া সবাকার, অতিথি সৎকার,
করিলেন সমাধান ॥
পাত্র মিত্রগণ, পুরবাসী জন,
কৃষ্ণচন্দ্র-রূপ হেরি।
অনিমেষ নেত্র, করি পানপাত্র,
পিয়ে সুধা সুমাধুরী ॥
কহে সর্ব্বজন, এ নীল রতন,
রুক্মিণীর যোগ্য পতি।
সাক্ষাৎ কমলা, এই নৃপবালা,
এ পুরুষ যোগ্য সতী ॥
কৃষ্ণের মাধুরী, সর্ব্বচিত্ত হরি,
ক'রে নিল আপনার।
সবে হ'য়ে ধন্য, প্রেমে পরিপূর্ণ,
বর চাহে বারবার ॥
আমা-সবাকার, পুণ্যের সঞ্চার,
যদি থাকে জন্মান্তরে।
তবে শ্রীঅচ্যুত, বর্ষি কৃপামৃত,
লইবেন রুক্মিণীরে ॥

কহি পরস্পর, নিজনিজ ঘর,
চলিল মনের সুখে।
আনন্দে নৃপতি, মন্দমন্দ গতি,
চলিলেন গৃহ মুখে॥
আজি শুভদিনে, পুর নারীগণে,
দেবী আরাধনা কাজে।
লইয়া কন্যারে, অম্বিকা-মন্দিরে,
চলিলেন পদব্রজে॥
সঙ্গিনী সকলে, চলে দলেদলে,
ল'য়ে নানা উপহার।
পুর রক্ষিগণ, চলে অগণন,
ধরি লাঙ্গা তরবার॥
হেরিয়া অগণ্য, চলে বীর সৈন্য,
ধনুর্ব্বাণ সজ্জা করি।
মৃদঙ্গাদি বীণা, বাজে অগণনা,
বাজে শঙ্খ তূরী ভেরী॥
প্রবেশি মন্দিরে, আচমন দ্বারে,
শুদ্ধচিত্ত নৃপবালা।
বসন ভূষণ, পুষ্পাদি চন্দন,
ধূপ দীপ ফুলমালা॥
দিয়া ফল মূল, নৈবেদ্য তণ্ডুল,
পূজা সমাপন করি।

দেবীর নিকটে, কৃতাঞ্জলি পুটে,
বর লয় আশা পূরি ॥
ওহে শিবরাণী, অম্বিকা ভবানী,
পুত্রসহ মহেশ্বর।
মম নমস্কার, করুন স্বীকার,
দেবদেব বিশ্বেশ্বর ॥
জগত-জননী, শঙ্করী কল্যাণী,
দেন মোরে অনুমতি।
নিন্দি ইন্দীবর, কান্তি মনোহর,
কৃষ্ণ হ'ন মম পতি ॥
প্রাচীনা ব্রাহ্মণী, বালা-ভাব জানি,
নির্ম্মাল্য আশীষ দানে।
মনোভীষ্ট পূর্ণ, হইবেক তূর্ণ,
কহিলেন তুষ্ট-মনে ॥
দ্বিজপত্নী-বাণী, দেবী-আজ্ঞা মানি,
আশীর্ব্বাদ ধরি শিরে।
মৌন পরিহরি, সখী-কর ধরি,
আসিয়া বাহিরদ্বারে ॥
কৃষ্ণ দরশনে, উৎকণ্ঠিত মনে,
পরিজনগণ সাথে।
অশ্রুজলে ভাসি, রুক্মিণী রূপসী,
চলিলেন রাজপথে ॥

নর নারীগণ, আনন্দে মগন,
গায়ক নর্ত্তকী সঙ্গে।
বাদ্য কলরবে, মহামহোৎসবে,
মাতিয়া চলিল রঙ্গে ॥
দ্বিজ ভাটগণে, মঙ্গল বাচনে,
অগ্রে ধায় মন্ত্র পড়ি।
রক্ষী সৈন্যগণ, করিয়া বেষ্টন,
লই চলে সুকুমারী ॥
গলিত কাঞ্চন, নিন্দিয়া বরণ,
আলুলিত কেশপাশ।
শশি পূর্ণকল, জিনিয়া নির্ম্মল,
মুখ চন্দ্র পরকাশ ॥
শ্রবণ যুগলে, চঞ্চল কুণ্ডলে,
গণ্ডস্থল দীপ্তিময়।
সুবিম্ব অধরে, অরুণাভা ধরে,
কুন্দকলি দ্বিজচয় ॥
হাসিয়া মৃণালে, শ্রীভুজ যুগলে,
নানা অলঙ্কার সাজে।
রবি উজিয়ালা, কনক মেখলা,
ক্ষীণ কটিতট মাঝে ॥
চরণ সরোজে, নূপুর বিরাজে,
চলিতে মধুর বায়।

চম্পক অঙ্গুলে, অলকারে তুলে,
হেরিয়া শঙ্কিত প্রায় ॥
চারু চন্দ্রাননী, মরাল গামিনী,
ত্রিভুবন বিমোহিনী।
অরজস্কা কন্যা, বিশ্বমাঝে ধন্যা,
দেবমায়া স্বরূপিণী ॥
চপল নয়নে, শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে,
সলজ্জ মধুর হাসে।
আপন সুষম, করেন অর্পণ,
দেখি সবে হতাশ্বাসে ॥
ছিল বীরগণ্য, যতেক রাজন্য,
রথে গজে সভাগৃহে।
হইয়া স্তম্ভিত, হারায়ে সংবিত,
ভূমিতে পড়িল মোহে ॥
রাজার কুমারী, মন-আশা পূরি,
দরশন অভিলাষে।
নিজ রথ প্রতি, মন্দমন্দ গতি,
চলিলেন মহোল্লাসে ॥
দেবী মহোৎসব, বুঝিয়া কেশব,
আসি তথা অকস্মাত।
মোহিনী মোহন, রূপে সেইক্ষণ,
ধরি তার বাম হাত ॥

সবার সাক্ষাতে, আপনার রথে,
তুলিলেন যেইকালে।
মহা কোলাহল, পড়িল সকল,
নৃপতি সভার স্থলে॥
কেহ কহে মার, কেহ কহে ধর,
কেহ কহে অতি কোপে।
সিংহ উপহার, লয় পশু ছার,
শিবা প্রায় ধূর্ত্ত গোপে॥
কেহ আপনার, করিয়া ধিক্কার,
নিন্দা করে বহুবার।
বৃথা এই তূণ, বৃথা ধনুর্গুণ,
বৃথা বহি গুরু ভার॥
বৃথা ধনুর্ব্বাণ, বৃথা মম প্রাণ,
বৃথা বীর অহঙ্কার।
বৃথায় সাহস, ঘোর অপযশ,
ঘটালাম কুলাঙ্গার॥
কহি মনস্তাপে, পুন বীর দাপে,
কহে ক্রোধে সর্ব্বজন।
চল বীর সাজে, আজি রণ মাঝে,
বধিতে সে কৃষ্ণাধম॥
কহি সর্ব্বজনে, নিজ নিজ যানে,
শীঘ্র করি আরোহণ।

যথা কৃষ্ণ রাম, তথা ধাবমান,
হইলেক সেইক্ষণ ॥
দেখি রণোত্তম, যদু সৈন্যগণ,
ধরি নিজ প্রহরণ।
ত্বরায় সকলে, বিপক্ষের দলে,
আসি করে আক্রমণ ॥
দেখি যদুবল, নৃপতি সকল,
বরিষে সুতীক্ষ্ণ শর।
যথা অবিরল, বর্ষে মেঘ জল,
অচল শিখরোপর ॥
কোপে বলরাম, ধরি তীক্ষ্ণ বাণ,
আসিয়া সমরাঙ্গণে।
হস্তী অশ্ব রথী, বিপক্ষ পদাতী,
কাটিয়া ফেলেন ভূমে ॥
জরাসন্ধ রায়, আদি নৃপ চয়,
দেখি বহু সৈন্যনাশ।
আসিয়া সকলে, কহে শিশুপালে,
রণে হ'য়ে হতাশ্বাস ॥
দুঃখ পরিহর, ওহে বীরবর,
প্রিয়াপ্রিয় স্থির নয়।
শুভাশুভ ভোগ, কালবশে যোগ,
সবাকার ভাগ্যে হয় ॥

সপ্তদশ বার, ঘটেছে আমার,
পরাজয় কৃষ্ণরণে।
অষ্টাদশবারে, জিনিয়া তাহারে,
সুখদুঃখ নাহি মনে॥
আজি যদুপ্রতি, অনুকূল বিধি,
জিনিতে শকতি কার।
তা নহিলে কেন, ঘটিবে এমন,
ক্ষয় আমা-সবাকার॥
বিধি অনুকূলে, ঘটিবেক কালে,
আমাদের ভাগ্যে জয়।
কালবশে জীবে, এইরূপে হবে,
ইষ্টানিষ্ট ফলোদয়॥
চল যাই দেশে, শত্রু উপহাসে,
আর নাহি প্রয়োজন।
তুমি মহারাজ, তব যোগ্য কাজ,
থাকা নহে একক্ষণ॥
প্রিয়া আশাহীন, লজ্জায় মলিন,
কৃষ্ণকৃত মান হত।
ল'য়ে শিশুপালে, চলিল সকলে,
অভিমানে জীবন্মৃত॥
ভগিনী হরণে, অপমান জ্ঞানে,
রুক্মী ঈর্ষা-দ্বেষে কহে।

কৃষ্ণে করি বধ, ঘুচায়ে আপদ,
ভগিনী আনিব গৃহে ॥
যদি নাহি পারি, কুণ্ডিনার পুরী,
আর না আসিব আমি।
সবার সাক্ষাতে, কহিয়া দর্পেতে,
আসিয়া সমরভূমি ॥
কৃষ্ণে কটূত্তর, কহিল বিস্তর,
ঈর্ষা-দ্বেষ গর্ব্ব ভরে।
ওরে রে বর্ব্বর, নাহি তোর ডর,
ভগ্নী দে আমার ফিরে ॥
যজ্ঞ ভাগ বলি, হরিয়া লইলি,
আসি ধূর্ত্ত কাক প্রায়।
ওরে কুলাঙ্গার, বুঝিবি এবার,
প্রাণ রাখা হবে দায় ॥
কহি প্রহরণ, ধরি ঘোর রণ,
করিলেক কৃষ্ণসনে।
কৃষ্ণ হাসি হাসি, বাণে বাণ নাশি,
ত্বরায় ফেলেন ভূমে ॥
ক্রোধে রুক্মী বীর, হইয়া অধীর,
ধরিয়া সুতীক্ষ্ণ বাণ।
ছাড়ে শীঘ্রগতি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি,
লইতে তাঁহার প্রাণ ॥

কৃষ্ণ এইবার, কোপে অনিবার,
. বাণ করি বরিষণ।
সারথি সহিত, রথ চূর্ণীকৃত,
করিলেন সেইক্ষণ ॥
বাণ ব্যর্থ হৈল, সারথী মরিল.
রথখানি চূর্ণময়।
হইয়া বিরথি, পদব্রজে রথী,
কৃষ্ণবধ অভিপ্রায় ॥
অতিশয় রোষে, দুরন্ত সাহসে,
অগ্নিতে পতঙ্গ সম।
হারাইয়া জ্ঞান, হয় ধাবমান,
করে ধরি অসি-চর্ম্ম ॥
তারে সমাগত, দেখিয়া ত্বরিত,
কৃষ্ণ ল'য়ে তীক্ষ্ণবাণ।
অসি চর্ম্মখান, করি খান খান,
হরিতে তাহার প্রাণ ॥
খড়্গ তীক্ষ্ণধার, ধরেন এবার,
শ্রীরুক্মিণী তাহা হেরি।
নিজ সহোদরে, প্রাণেশের করে,
মরিবে আশঙ্কা করি ॥
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, কম্পান্বিত গাত্রে,
কহিলেন যুড়ি পাণি।

"ওহে দয়াময়, করুণা নিলয়,
দেবদেব চক্রপাণি ॥
অখিলের ত্রাতা, সুমঙ্গল দাতা,
সর্ব্বাত্মন সর্ব্বাশ্রয়।
ওহে মহাভুজ, এ মোর অগ্রজ,
তব বধ যোগ্য নয় ॥"
কহি নিজকান্তে, শ্রীচরণ প্রান্তে,
পড়িলেন সুকুমারী।
দিয়া অশ্রুজল, প্রিয় পদতল,
অভিষেকে ধৌত করি ॥
শোকে অভিভূতা, চরণে পতিতা,
গদ গদ কণ্ঠ স্বর।
ভূষণ স্খলিত, প্রায় মূর্চ্ছাগত,
দেখি প্রিয়া-কলেবর ॥
কৃষ্ণ সহৃদয়ে, বধে ক্ষান্ত হ'য়ে,
তাহাবে বন্ধন করি।
সেই অস্ত্রদ্বারে, স্থানে স্থানে শিরে,
মুড়ালেন কেশ দাড়ি ॥
মত্ত করী যেন, কমল কানন,
সহজে দলন করে।
তথা বল বীর, রিপু যোদ্ধা বীর,
বিমর্দ্দিয়া হর্ষ ভরে ॥

আসি কৃষ্ণপাশে, দেখেন বিমর্ষে,
অপমানে তেজ-হত।
বন্ধন শরীরে, কুৎসিত আকারে,
রহে রুক্মী মহারথ॥
বন্ধন মোচন, করি সেই ক্ষণ,
কহিলেন কৃষ্ণ প্রতি।
"একি ওহে ভ্রাতঃ, কার্য্য অনুচিত,
করিয়াছ বন্ধু প্রতি॥
আপন সুহৃদ, করিলে অহিত,
বধযোগ্য কভু নয়।
মরণের সম, বিরূপ করণ,
তাহাতেও নিন্দা হয়॥"
রণে অশ্রুমুখী, বধূরে নিরখি,
কহেন সান্ত্বনা করি।
শুন ওহে সতি, ত্যজ দুঃখমতি,
ভ্রাতৃ অপমান স্মরি॥
কর্ম্ম অনুসারে, ফলভোগ করে,
সর্ব্বজীব চরাচরে।
দুঃখদাতা অন্য, না হয় কখন,
ঘটে নিজ কর্ম্ম দ্বারে॥
ক্ষত্রিয় ধরম, বিধির নিয়ম,
অতীব কঠিন হয়।

যদি ন্যায় যুদ্ধে, ভ্রাতা ভ্রাতৃ বধে,
তাহে অপরাধী নয়॥
তব ভ্রাতৃগণ, অন্যায়াচরণ,
করি সকলের প্রতি।
নিজ কর্ম্ম বশে, দুঃখ পায় শেষে,
মোরা দোষী নহি সতি॥
তুমি বুদ্ধিমতী, সমান প্রকৃতি,
তব প্রিয় অরি পক্ষে।
কেন মনোযোগ, কর দুঃখভোগ,
তাহাদেরি কৃত দুঃখে॥
অজ্ঞান জনিত, দুঃখশোক কৃত,
মোহ আত্মা শুদ্ধকারী।
শুদ্ধ জ্ঞানধন, করে আবরণ,
ইহা অতি অপকারী॥
জানিয়া সুন্দরি, শোক পরিহরি,
সুস্থির করিয়া মন।
ত্যজি দুঃখ ভাব, আনন্দের লাভ,
কর সতি অনুক্ষণ॥

(কৃষ্ণের প্রতি উক্তি)

"দ্বারকায় ভ্রাতঃ, চলহে ত্বরিত,
এথা নাহি প্রয়োজন।

রাজ্যধন কৃত, শ্রীমদে আবৃত,
নিজে মৃত যেইজন॥
তাহারে আঘাত, না হয় উচিত,
ক্ষমা দিয়া এই রণে।
সৈন্য সহ ভ্রাতঃ, বধূর সহিত,
চল শীঘ্র স্বভবনে॥"
বলরাম বাণী, শুনিয়া রুক্মিণী,
বুদ্ধি প্রতি মনোযোগ।
করিয়া সুন্দরী, কৃষ্ণে চিত্ত ধরি,
করেন আনন্দ ভোগ॥
বিমুক্ত বন্ধন, বিষণ্ণ বদন,
অপমানে ক্ষুব্ধ চিত।
মলিন প্রভায়, কুবেশে লজ্জায়,
স্মরি পণ পূর্ব্বকৃত॥
রুক্মী কুণ্ডিনায়, আর নাহি যায়,
ভোজকট নাম স্থানে।
আপনার পুরী, সুনির্ম্মাণ করি,
রহে তথা অভিমানে॥
জিনি রাজগণে, যদু সৈন্যসনে,
বধূ ল'য়ে কৃষ্ণরাম।
জয় বাদ্য রবে, মহামহোৎসবে,
চলিলেন নিজধাম॥

শুনিয়া বিজয়, বাজনা নিচয়,
ঘোষণা মঙ্গল রব।
দ্বারাবাসিচয়, বুঝিয়া নিশ্চয়,
কৃষ্ণ আগমনোৎসব॥
করে সর্ব্বজন, *মঙ্গলাচরণ,
রোপে প্রতি ঘর দ্বারে।
কদলীর তরু, ফুলমালা চারু,
রাখে পূর্ণ ঘট ভারে॥
পথ পরিষ্কৃত, চন্দন বাসিত,
জলে অভিষিক্ত করি।
নগর উজ্জ্বলা, রত্নদীপ মালা,
জ্বালাইয়া সারি সারি॥
চলিল সত্বরে, হেরিতে কৃষ্ণেরে,
দিয়া সবে জয়ধ্বনি।
ধায় পুরজন, পাত্র মিত্রগণ,
প্রভু আগমন শুনি॥
নারীগণ শুনি, সুমঙ্গল ধ্বনি,
বর বধূ হেরিবারে।
গৃহ কর্ম্ম ফেলি, দ্রুত যায় চলি,
উচ্চ অট্টালিকা' পরে॥
শিশুরে ভূমিতে, ফেলিয়া ত্বরিতে,
চলিল প্রসূতিগণ।

বর বধূ দেখি, চরিতার্থ আঁখি,
জুড়াইল তনুমন ॥
বসুদেব আদি, নৃপতি অবধি,
অগ্রসরি সমাদরে।
নববধূ সনে, ল'য়ে কৃষ্ণরামে,
প্রবেশেন রাজপুরে ॥
সুলক্ষণ যুতা, ভীষ্মক দুহিতা,
রূপে লক্ষ্মীসমা হেরি।
পিতৃ মাতৃ গণ, উল্লাসিত মন,
আনন্দিত পুরনারী ॥
দিন শুভক্ষণে, নানা আয়োজনে,
বিবাহ সম্পন্ন করি।
দিয়া হুলাহুলি, বর্ষে লাজাঞ্জলি,
মাঙ্গলিক দ্রব্য ধরি ॥
বধূ ল'য়ে কোলে, শ্রীমুখ কমলে,
চুম্ব দিয়া শতবার।
করিয়া যতন, শ্রীকেশ বন্ধন,
করিয়া দিলেন তাঁর ॥
রত্ন আভরণে, বিচিত্র বসনে,
সাজান দেবকী দেবী।
রূপবতী যত, হইল মোহিত,
হেরিয়া অনুপ ছবি ॥

মহামহোৎসবে, রাজপুর শোভে,
গৃহ দ্বার সুশোভিত।
চিত্রিত তোরণ, মাল্যে সুশোভন,
পুষ্পরাজি বিরচিত॥
বিবিধ বরণে, চিত্রিত বসনে,
পতাকা উড়িছে বায়।
বিজয় নিশান, দ্বারে শোভমান.
দেখি অরি পায় ভয়॥
শ্রীদ্বারকা মাঝে, কমলা বিরাজে,
শ্রীসম্পন্ন সর্ব্বলোক।
নাহি জরা তাপ, নাহি মনস্তাপ,
নাহি রোগ দুঃখ শোক॥

শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণীর হাস-পরিহাস।

যথা সুরতরু, ফুললতা চারু,
মলয় হিল্লোলে দোলে।
বায়ু অবিরল, বহে পরিমল,
রেণু হরি ফুলে ফুলে॥
মল্লিকা কুসুম, বিস্তারি সুষম,
তোষে পরিমল দানে।

সৌরভে আকুল, গুঞ্জে অলিকুল,
মত্ত পুষ্প মধুপানে ॥
তথা শ্রীমন্দিরে, গবাক্ষের দ্বারে,
চন্দ্রমা অরুণ প্রভা।
করি বিকিরণ, করেন মোহন,
প্রকাশি গৃহের শোভা ॥
গৃহ তলস্থিত, মণি মরকত,
রত্নদীপে উজ্জ্বলিত।
অগুরুর ধূমে, গৃহ মাঝে ভ্রমে,
বায়ু অতি সুরভিত ॥
তথা অন্তঃপুরে, শ্রীমণি মন্দিরে,
মণি রত্ন বিরচিত।
ভিত্তি সমুদয়ে, মুকুর নিচয়ে,
অতিশয় সুশোভিত ॥
কৃষ্ণ জগৎপতি, সাধুজন গতি,
রত্নময় পরিযঙ্কে।
দুগ্ধ ফেনোপমে, তূলিকা উত্তমে,
বিশ্রাম করেন সুখে ॥
যাঁহার ইচ্ছায়, সৃষ্টি স্থিতি লয়,
যিনি প্রভু সারাৎসার।
নিজ ধর্ম্ম সেতু, স্থাপনের হেতু,
যদুকুলে অবতার ॥

তাঁর সমাগমে, আনন্দ সম্ভ্রমে,
দাঁড়ায়ে পর্য্যঙ্ক পাশে।
নবোঢ়া রমণী, সরলা রুক্মিণী,
সেবা উপাসনা আশে॥
প্রিয়সখী-কর, হইতে সত্বর,
ব্যজনী লইয়া হাতে।
কায়মন ধরি, সরলা কুমারী,
পরমেশ প্রাণ নাথে॥
মন্দ মন্দ বায়, ব্যজনী চালায়,
চন্দ্রাননে ধরে হাস।
সৌভাগ্যের ভরে, আপনা পাশরে,
ধীরে উড়ে উরবাস॥
কর ব্যগ্রতায়, কঙ্কণ বলয়,
রতন নূপুর দ্বয়।
গতাগতি ক্রমে, রুনুঝুনু স্বনে,
যেন কৃষ্ণগুণ গায়॥
মধুর মূরতি, প্রীতি পূর্ণ দিঠি,
কৃষ্ণে করি নিরীক্ষণ।
উপাসনা ব্রতে, রহেন একান্তে,
করি আত্ম সমর্পণ॥
আত্ম অনুরূপা, রূপসী অনুপা,
অলকে আবৃতাননা।

ভূষণে ভূষিতা, প্রেমে উল্লাসিতা,
হেরি তাঁরে পতিপ্রাণা ॥
পরিহাস রসে, কৃষ্ণ মৃদু ভাষে,
কহিলেন হাসি তাঁরে।
ওহে রাজসুতা, সদ্‌গুণে মণ্ডিতা,
জানে তোমা নারী নরে ॥
হ'য়ে বুদ্ধিমতী, একি কাজ সতি,
করিলে অজ্ঞানি-মত।
মহা তেজীয়ান, শ্রীমান ধীমান,
নৃপগণ কত শত ॥
তব অভিলাষে, এসেছিল দেশে,
শিশুপাল আদি করি।
যার অহর্নিশ, স্ত্রীবশ মানস,
বহু রাজ্য অধিকারী ॥
তব পিতা ভ্রাতা, কৃত বাগ্‌দত্তা,
হইয়াও সুকুমারী।
ছাড়ি তা-সবারে, ভজিলে আমারে,
স্বতন্ত্রতা ভাব ধরি ॥
রাজার কুমারী, বিচার না করি,
করিয়া এমত কাজ।
আত্মীয় সমাজে, ফেলিলে হে লাজে,
বিবাহ সভার মাঝ ॥

আমি গুণ হীন, ধন মান হীন,
উদাসীন আত্মসার।
অরি-ভয়ে ভীত, সিন্ধু দুর্গাশ্রিত,
লোকাতীত ব্যবহার॥
তাহে নিষ্কিঞ্চন, নাহি প্রয়োজন,
ধন পুত্র পরিবার।
নারী পর তন্ত্র, নহে মোর মন্ত্র,
মোরে ভজি দুঃখসার॥
তুমি রাজকন্যা, ত্রিভুবনে ধন্যা,
অসামান্যা গুণবতী।
সমানে মিলন, মিত্রতা বন্ধন,
নহে বিঘটন অতি॥
ত্যজিয়া বাসনা, মোর উপাসনা,
বনবাসী জন করে।
উভয়ে সমান, প্রীতি অধিষ্ঠান,
তারা জানে জানি তারে॥
উত্তমে অধমে, বিবাহ বন্ধনে,
নাহি হয় সুখোদয়।
তুমি গুণবতী, সুধীর প্রকৃতি,
কর যাহা মনে লয়॥
অসতের গর্ব্ব, করিবারে খর্ব্ব,
তোমা আনিয়াছি আমি।

মোরা আত্মারাম, দারা সুতে কাম,
নাহি হে জানিবে তুমি ॥
ধন লোভ আশে, ভিক্ষু তব পাশে,
মিথ্যা গুণ বর্ণনায়।
হরে তব চিত, তাই বুদ্ধি হত,
হইয়াছে বুঝা যায় ॥
ইহ পর হিত, এখন উচিত,
পার তুমি করিবারে।
কুল শীল মান, রূপ গুণ ধাম,
অন্য নৃপে ভজিবারে ॥

সৌভাগ্য জনিত, মান চূর্ণীকৃত,
স্বীয় বল্লভার করি
গাম্ভীর্য্য বিলাসে, ঔদাস্য প্রকাশে,
নীরব হয়েন হরি ॥

ত্রিলোক ঈশ্বর পতি, আপনার প্রাণ পতি,
মুখে শুনি নিদারুণ বাণী।
আপনার ত্যাগ ভয়ে, বিষাদ মলিন কায়ে,
অভিমানে নেত্রে ঝরে পানী ॥
শুখাইল বিম্বাধর, কম্পে মৃদু কলেবর,
কমল চরণারুণ নখে।

আপন দুর্ভাগ্য স্মরি, আক্ষেপ হৃদয়ে ধরি,
ভূমিতে মনের কথা লিখে ॥
শোকে বুদ্ধি ভ্রম যুতা, অবসন্ন দেহ লতা,
স্বেদ বিন্দু ঝরে অনিবার।
শিথিল শ্রীকর শাখা, খসিয়া পড়িল পাখা,
স্বর্ণবর্ণে কালিমা সঞ্চার ॥
প্রিয়ের বচন শেষ, আশায় হইল শেষ,
অশ্রুত অপূর্ব্ব বাক্য অসি।
অচল প্রণয়ে ভেদি, অশ্রুতে বহায় নদী,
কোমল হৃদয় মাঝে পশি ॥
মরমে আঘাত বাজে, পড়েন ধরণী মাঝে,
বাতাহতা কদলীর প্রায়।
ঘন ঘন বহে শ্বাস, খসিল উত্তরী বাস,
খসি পড়ে কঙ্কণ বলয় ॥
ছিঁড়ে কণ্ঠ মণি হার, খসিল কবরী ভার,
বাষ্প করে কণ্ঠ অবরোধ।
বিষয় ছাড়ে নয়ন, ছাড়িল দেহ বন্ধন,
শোকেতে হরিল বহির্বোধ ॥
হেরিয়া প্রিয়ার ক্লেশ, করুণায় হৃষীকেশ,
চতুর্ভুজ করিয়া বিস্তার।
সাদরে লইয়া কোরে, মুছায়ে কোমল করে,
মানিনীর শোক অশ্রুধার ॥

বাঁধিয়া কবরী ভার, ভয় দূর করি তাঁর,
হাসিয়া কহেন মৃদু ভাষে।
জানি প্রিয়ে তব মন, আমাতেই সমর্পণ,
তবু কৌতূহল পরবশে॥
কুটিল ভুরুর ভঙ্গী, আরক্ত দিঠির সঙ্গী,
কোপ মাখা কটাক্ষ ক্ষেপণ।
দেখিতে শুনিতে মন, মধুর প্রেম ভর্ৎসন,
কম্পমান অধর সুষম॥
তাহে তব অবিরল, ঝরে নয়নের জল,
পরিহাসে ভাবি বিড়ম্বনা।
না করি অসূয়া রোষ, ত্যজি এ কৌতুক দোষ,
অভিমানে দাও প্রিয়ে ক্ষমা॥
প্রিয় প্রিয়া দুইজন, হয় যদি একমন,
তবে লভে প্রণয় রতন।
নহিলে না হয় প্রীত, ঘটে ফল বিপরীত,
দুঃখে কাল করে সে যাপন॥

শুনিয়া সান্ত্বনা বাণী, পরিহাস মনে মানি,
ত্যাগ ভয়ে দিয়া বিসর্জ্জন।
সলজ্জ রুচির হাস, অপাঙ্গ দিঠি বিলাস,
কৃষ্ণাননে করিয়া অর্পণ॥

ঈশ রূপ সিন্ধু নীরে, নিমজ্জিয়া ধীরে ধীরে,
কহিলেন মানিনী রুক্মিণী।
দারা পুত্র পরিবার, প্রয়োজন কিবা তাঁর,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি যিনি॥
যিনি নিজ মহিমায়, বিরাজিত সর্ব্বথায়,
ব্রাহ্মারো নিয়ন্তা ভগবান।
তাঁর কাছে গুণাশ্রিতা, মায়া মোহে বিমোহিতা,
অজ্ঞা নারী হয় কি সমান॥
থাক রাজ ভয়ে, সিন্ধু দুর্গাশ্রয়ে,
সত্য তব এই কথা।
গুণ গ্রাম ভয়ে, রহেন লুকায়ে,
অন্তরে চিদ্‌ঘন যথা॥
ইন্দ্রিয় সাধক, বহির্ম্মুখ লোক,
দর্শন না পায় প্রভু।
থাকিয়া নিকটে, তার অন্তঃপটে,
প্রকাশ না হও কভু॥
ভক্ত রাজগণ, গাঢ় তম সম,
নিজ নিজ নৃপাসন।
ত্যজিয়া সকল, যে পদ-কমল,
স্মরি তারা অনুক্ষণ॥
সুখে ভবার্ণবে, পার হ'য়ে সবে,
যাঁর ধাম প্রাপ্ত হন।

সেই শ্রীনিবাস, করেন কি আশ,
রাজপদ তুচ্ছাসন॥
যাঁর পাদপদ্ম মধু, সেবি মহাজন সাধু,
স্বচ্ছন্দে করেন বিচরণ।
তাহাদেরি আচরণ, নাহি বুঝে কোন জন,
যে মানব নরপশু সম॥
তুমি পরম ঈশ্বর, চেষ্টা লোক-অগোচর,
অলৌকিক কার্য্য সমুদায়।
তোমার যে গুপ্তবর্ত্ম, জানিতে বা কে সমর্থ,
জানাও তারে যে তোমার হয়॥
দরিদ্র তোমার প্রিয়, তুমি দরিদ্রের প্রিয়,
নিজেরো কহিলে দরিদ্রতা।
যিনি কমলার পতি, দরিদ্রতায় তাঁর গতি,
শ্রুতিযোগ্য নহে এই কথা॥
বিশেষতঃ নরপূজ্য, ইন্দ্র আদি দেববর্য্য,
তোমারে সমর্পি উপহার।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য সিন্ধু, স্পর্শিতে না পারি বিন্দু,
আপনারে করেন ধিক্কার॥
প্রিয়তম মুখে শুনি, "অনুচিত" এইবাণী,
কহিলেন করি পরিহার।
তুমি পুরুষার্থ ময়, সর্ব্ব রসাত্মকাশ্রয়,
পরমাত্মা নর অবতার॥

বুদ্ধিমান যাঁরা হ'ন, মোক্ষ আদি বিসর্জ্জন,
দিয়া বাঞ্ছে যাঁর শ্রীচরণ।
সেবা ও সেবক ভাব, তাঁহাদেরি যোগ্য লাভ,
তাঁরা হন কৃপার ভাজন॥
অন্য যত নারীনর, উভয়তঃ পরস্পর,
সুখদুঃখাকীর্ণ আত্মসুখে।
রাতুল চরণ তব, নাহি স্মরে একলব,
অযোগ্য সে মরে নানা দুঃখে॥

কহিতে দেবীর হয়, অভিমান কোপোদয়,
পুন কহিলেন ওহে হরি।
নৃপতি পশুর আগে, সিংহ প্রায় নিজ ভাগে,
ল'য়ে যিনি শার্ঙ্গ ধনু ধরি॥
গর্জ্জিয়া তাঁহার দ্বারে, পশু দূরীভূত ক'রে,
আমারে আনেন স্বীয় পুরে।
তাহার যে অরিভয়, হেতু সিন্ধু দুর্গাশ্রয়,
একথা প্রত্যয় কেবা করে॥
যাহার শাসন বলে, রবি অস্তাচলে চলে,
বায়ু সদা হয় বহমান।
মেঘ করে বরিষণ, দাহ করে হুতাশন,
মৃত্যু করে জীবে বিচরণ॥

যাঁহার কটাক্ষে হয়, স্থজন পালন লয়,
দুরন্ত ভয়ের যিনি ভয়।
ত্রিভুবনে তাঁর ভয়. একথা কি মনে লয়,
শত্রু বাক্য উপহাস ময়॥
সমুদ্র মন্থনে কাজ, দেবীর হৃদয় মাঝ,
উদয় হইল আচম্বিতে।
পুন কহিলেন ধীরে, নিজ চির প্রাণেশ্বরে,
অভিমান পরিপূর্ণ চিতে॥
মুনিগণ মুখগীত, তোমার মাহাত্ম্য শ্রুত,
হইয়াছি একথা নিশ্চয়।
তুমি ত্রিজগত আত্মা, হও প্রভু আত্মদাতা,
ভ্রূবিক্ষেপে সৃষ্টি স্থিতি লয়॥
ব্রহ্মা শিব আদি করি, লোকপালে পরিহরি,
করিয়াছি তোমারে বরণ।
যে ছাড়ে স্বরগ পতি, কোথা তার নরপতি,
অনুচিত তব এবচন॥
সাধু মুখগীত. তোমার চরিত,
অখিল জীবের ত্রাতা।
শ্রীচরণ পদ্ম. কমলার সদ্ম,
শুভ পরিমল দাতা॥
নৃপশিখা মণিগণ, বাঞ্ছি তব যে চরণ,
রাজৈশ্বর্য্য পরিহরি সবে।

কাননে করিয়া বাস, পূরালেন অভিলাষ,
পূর্ণানন্দ তব ধাম লাভে॥
জানি কোন্ নারী, সে আঘ্রাণ ছাড়ি,
অর্থকাম লালসায়।
ঘটায়ে অনর্থ, নাশি পরমার্থ,
করে অন্য নৃপাশ্রয়॥
তব পরিণীতা, অন্যের গৃহীতা,
হইবে বা কি প্রকারে।
কোন্ যুক্তিমতে, একাজ করিতে,
উপদেশ দাও মোরে॥
অসতী দুর্ম্মতি, নব নব রতি,
কোন্ লোক গ্রাহ্য করে।
ইহ পরকাল, ঘটাতে জঞ্জাল,
নরক লাভের তরে॥
হ'য়ে উদাসীন, নর্ম্মে পরবীণ,
চাও মানিনীর মান।
অবলা দেখিয়ে, ছল শিক্ষা দিয়ে,
নাও তার প্রেমদান॥
আমি একারণ, ল'য়েছি শরণ,
তোমার অভয় পদে।
যাহা ইহ পর, হয় শুভকর,
ত্রাণ করে অবসাদে॥

অমর সভায়, সুধা মধু ময়,
তব গীত যে না শুনে।
সেই নারী যোগ্যা, হয় তারি ভোগ্যা,
(যারা) গো গর্দ্দভ গৃহাঙ্গনে॥
কিঙ্করের প্রায়, আজ্ঞাবহ হয়,
বিড়াল কুক্কুর মত।
নাহি মানামান, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান,
হিংসা দ্বেষে সদা রত॥
বাহ্য আচ্ছাদন, ত্বক্ শ্মশ্রু রোম,
মাংস অস্থি অভ্যন্তরে।
রক্ত বাত পিত্ত, কফ্ প্রপূরিত,
কৃমি কীট যারা ধরে॥
সেই জীবন্মৃত, দেহ অবিরত,
কান্ত ভাবে ভজে তারা।
তব পাদ পদ্ম, সুধা মকরন্দ,
আঘ্রাণ না পায় যারা॥
ওহে অম্বুজাক্ষ, করুণা কটাক্ষ,
বিতরিয়া আমা প্রতি।
এই দেন বর, যেন নিরন্তর,
শ্রীচরণে রহে মতি॥
ওহে প্রভু আত্মারাম, অতি অনুরাগবান,
হ'য়ে যবে আমার উপর।

করিবেন দৃষ্টিপাত, তখন জানিব নাথ,
অনুকম্পা আমার উপর ॥

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

ওহে রাজ পুত্রি, তুমি হও সাধ্বি,
মম পরিহাস শুনি।
তব শুদ্ধ চিত্ত, নহে বিচলিত,
রমণী রতন তুমি ॥
কামনা নিবৃত্তি তরে, যে বর চাহিলে মোরে,
তাহা তুমি পাইবে সদত।
তুমি হও ভক্ত মম, তব শুদ্ধ পতি প্রেম,
মঙ্গলদায়ক তব ব্রত ॥
তোমার পরীক্ষা তরে, প্রত্যাখ্যান বাক্য দ্বারে,
জানিলাম করিয়া চালন।
আমা প্রতি প্রতিষ্ঠিত, তোমার সুস্থির চিত,
একপদ নহে বিচলন ॥
আমিই জীবের ত্রাতা, ব্রত তপ ফল দাতা,
যে দাম্পত্য ভোগের কারণ।
করে মোর উপাসনা, মোহিত রহে সে-জনা,
মম মায়া-পাশে অনুক্ষণ ॥
ব্রত তপ আচরণে, যদি কভু কোন জনে,
সকামে আমারে করে লাভ।

তা হ'লে সে কর্ম্ম বশে, আমারে ত্যজিয়া শেষে,
পশু যোনি করে সেই লাভ ॥
ওহে প্রিয়ে গৃহেশ্বরি, অকপট ভক্তি ধরি,
মম সেবা করিয়া নিয়ত।
আপন মঙ্গল-কর, কার্য্য করি সুদুষ্কর,
বাড়াইলে আপন মহত্ত্ব ॥
যার দুষ্ট অভিপ্রায়, চিত্ত প্রবঞ্চনা ময়,
কপটে আমার পূজা করে।
আপনার মনোবৃত্তি, সাধনে সদত আর্ত্তি,
তারা কভু না পায় আমারে ॥
তব সম প্রণয়িণী, কোথাও না দেখি শুনি,
যিনি নিজ বিবাহ সময়।
সমাগত নৃপ গণে গণ্য না করিয়া মনে
শ্রুত মাত্র মম গুণচয় ॥
আমার লাভের আশে, মন্ত্রণা করিয়া শেষে,
লিপিদ্বারে লিখিয়া কৌশল।
সঙ্গোপনে দ্বিজবরে, পাঠাইল দ্বারাপুরে,
জানাইতে আমারে সকল ॥
যদি হও নিরাশ্বাস, ত্যজিয়া জীবন আশ,
মম হেতু দিবে বিসর্জ্জন।
লোকাতীত তব প্রীতি, পবিত্র চরিত্র সতী,
তব সম নাহি কোনজন ॥

তব সহোদরে আমি, বন্ধন করিয়া আনি,
কেশাদি মুণ্ডন অপমানে।
তাহে না করিলে রোষ, না ধরিলে মম দোষ,
আপনার প্রিয়তম জ্ঞানে॥
অসামান্যা তব রীতি, তোমাতেই হউক্ স্থিতি,
অন্য নারীগণের দুর্ল্লভ।
আশ্চর্য্য তব স্বভাব, সুশীলতা প্রীতিভাব,
আমারে করিল পরাভব॥

কহি কৃষ্ণ ভগবান, মানিনী প্রিয়ার মান,
ভঙ্গ করি প্রেম আলাপনে।
পতিব্রতা প্রেমবতী, রমা-সনে রমাপতি,
আনন্দে বিহরে দ্বারাধামে॥
তথা দুঃখ শোক, নাহি কোন রোগ,
সর্ব্বলোক ভাগ্যবান।
যথা নারায়ণ, লক্ষ্মীর সদন,
সদা পূর্ণ মনস্কাম॥

স্যমন্তকোপাখ্যান।

শ্রীদ্বারকাধামে, সত্রাজিত নামে,
ছিল এক নরপতি।
সূর্য্য ভক্ত অতি, সখ্য ভাব প্রীতি,
ছিল পরস্পর প্রতি॥
সূর্য্য সমাদরে. দিলেন সখারে,
স্যমন্তক নামে মণি।
মহা জ্যোতির্ম্ময়, স্বপ্রকাশ হয়,
দীপ্তি যেন দিনমণি॥
সত্রাজিত রাজ, হর্ষে মণিরাজ,
কণ্ঠে পরিধান করি।
চলেন সত্বর, দ্বারকা নগর,
তেজোময় মূর্ত্তি ধরি॥
দেখি সর্ব্বজনে, দিননাথ ভ্রমে,
আসি কৃষ্ণ সন্নিকটে।
শঙ্কাযুক্ত মন, করে নিবেদন,
প্রণমিয়া করপুটে॥
ওহে নারায়ণ, প্রভু জনার্দ্দন,
হে গোবিন্দ দামোদর।

শ্রীমধুসূদন, নলিন নয়ন,
জগৎপতি গদাধর ॥
শ্রেষ্ঠ দেবগণে, তব অন্বেষণে,
জানি গূঢ় অবতার।
দিবাকর আজ, দ্বারকার মাঝ,
দরশনে আপনার ॥
প্রচণ্ড কিরণ, করিয়া ধারণ,
আসিলেন দ্বারাপুরে।
তাহার প্রভায়, দিক আলোময়,
তেজে দৃষ্টি নষ্ট করে ॥

হাসি মন্দ মন্দ, কহেন গোবিন্দ,
এত নহে দিনমণি।
সত্রাজিত গলে, মহারত্ন জ্বলে,
স্যমন্তক নামে মণি ॥
এই মণিবর, দিন অষ্টভার,
সুবর্ণ প্রসব করে।
সূর্য্যের প্রদত্ত, মণি-গর্ব্বোন্মত্ত,
রাজা আসিলেন পুরে ॥
পরে সত্রাজিত, গৃহে উপস্থিত,
হইয়া ব্রাহ্মণ দ্বারে।

মণিরে অর্চ্চন, উৎসবে স্থাপন,
করিলেন শ্রীমন্দিরে ॥
রাজ সহোদর, প্রসেন সুন্দর,
সেই মণি কণ্ঠে ধরি।
মৃগয়া কারণ, গেল দূর বন,
কিন্তু না আসিল ফিরি ॥
তাহে সত্রাজিত, করিয়া নিশ্চিত,
কহে কৃষ্ণ মণিলোভে।
প্রসেনে বধিয়া, মণিরে লইয়া,
রাখিলেন গুপ্তভাবে ॥
পরস্পর বাণী, কৃষ্ণচন্দ্র শুনি,
নিজ মিথ্যা অপবাদ।
মার্জ্জনা কারণ, করেন মনন,
ভক্তের মিলনে সাধ ॥
ল'য়ে সৈন্য গণে, প্রবেশি কাননে,
দেখিলেন বনমাঝে।
পড়ি সিংহ হত, প্রসেন সে মৃত,
অশ্বসহ যুদ্ধ সাজে ॥
গিরি পৃষ্ঠ'পরি, দেখেন কেশরী,
ভল্লু নখ বিদারিত।
নাহি কোন সাড়া, হ'য়ে প্রাণে হারা,
তদুপরি নিপতিত ॥

পর্ব্বত ভিতর, গুহা ভয়ঙ্কর,
দেখি মনে বিচারিয়া।
নিজ সৈন্য দল, রাখি সেই স্থল,
দেখিলেন প্রবেশিয়া ॥
তথা বিল মাঝ, শোভে মণিরাজ,
প্রভা গুহা-তম নাশে।
শিশু এক তায়, লইয়া খেলায়,
ধাত্রী এক তার পাশে ॥
দেখি হর্ষ চিতে, মণিটী লইতে,
হইলেন অগ্রসর।
নীল কান্তিধর, এক নরবর,
দেখি ধাত্রী পাই ডর ॥
অতি সে কাতরে, কাঁদে উচ্চস্বরে,
শুনি এক জাম্ববান।
প্রকাণ্ড শরীর, নিনাদ গভীর,
বেগে আসে সেইস্থান ॥

কৃষ্ণে দেখি গুহামাঝ, কুপিয়া ভল্লুক রাজ,
মহারোষে দিলেক হাঁকার।
দোঁহে সম পরাক্রমে, পরস্পর ধরি ভ্রমে,
বাহুযুদ্ধ বাধিল অপার ॥

যুদ্ধ হৈল ভয়ঙ্কর, ল’য়ে পাদপ পাথর,
নাহি কারো জয় পরাজয়।
অষ্টাবিংশ দিন রণে, কেহ কারে নাহি জিনে,
বিলমাঝে ঘোর শব্দ হয়॥
কৃষ্ণ অতি বীর দাপে, মুষ্টি মারিলেন কোপে,
জাম্ববান লাগিল কাঁপিতে।
দেহ হৈল বলহীন, মৃত প্রায় হ’য়ে ক্ষীণ,
সবিস্ময়ে লাগিল হেরিতে॥
তখন আপন স্বামী, চিনি যুড়ি দুই পাণি,
করে স্তব মৃদু মৃদু স্বরে।
ওহে প্রভু দয়াময়, এ তোমার লীলা হয়,
তব মায়া কে বুঝিতে পারে॥
যাঁহার প্রবল করে, তিনকোটী রক্ষ মরে,
পদরজে তরী স্বর্ণময়।
হরধনু যাহে খণ্ড, দুরন্ত প্রচণ্ড চণ্ড,
জামদগ্ন্য যাহে পরাজয়॥
যাঁহার কটাক্ষ শরে, সিন্ধু অতিশয় ডরে,
জাঙ্গাল ধরিল হৃদি’পরে।
দুর্জ্জয় প্রতাপে যাঁর, লঙ্কাপুরী ছারখার,
সবংশে রাবণ রাজা মরে॥
সেই সূর্য্যকুল জাত, মোর প্রভু রঘুনাথ,
মুষ্ট্যাঘাত করিয়া আমারে।

অজ্ঞান বুদ্ধির তম, দূর করি মতিভ্রম,
দেখা দিলে গুহার মাঝারে ॥
জগতের নাথ তুমি, তোমা না চিনিয়া আমি,
করিয়াছি বহু অপরাধ ।
পতিত পাবন নাম, রাম দূর্ব্বাদলশ্যাম,
পতিতের ক্ষমিয়ে প্রমাদ ॥
ভৃত্য অপরাধ প্রভু, তুমি নাহি লও কভু,
এ প্রবাদ চিরদিন শুনি ।
ভৃগু পদ চিহ্ন বুকে, ধরিলে আপনি সুখে,
তাহে আপরাধ নাহি গণি ॥
ত্রিজগতের ঈশ্বর, তুমি দেব পরাৎপর,
তোমারে চিনিতে কেবা পারে ।
অপরাধ ক্ষমা করি, দিয়া ও চরণতরী,
চিরদাসে লও ভবপারে ॥

কৃষ্ণ অতিশয় হর্ষে, জাম্ববান গাত্রস্পর্শে,
দূর করি তার অঙ্গব্যথা ।
কহিলেন হাঁসি হাঁসি, তুমি কিসে আছ দোষী,
শুন সমাচার মণি কথা ॥
শুনি মণি বিবরণ, হর্ষে পুলকিত মন,
মণিসহ কন্যা জাম্ববতী ।

আনি অতি সমাদরে, অর্পিয়া কৃষ্ণের করে,
কৃতার্থ হইল মহামতি ॥

সুরঙ্গ উপরি, কিছুদিন ধরি,
থাকি কৃষ্ণ সৈন্যগণ।
হইয়া নৈরাশ, দ্বারকার বাস,
গিয়া কহে বিবরণ ॥
দ্বারাবাসী জন, করিয়া শ্রবণ,
সবে ব্যাকুলিত মন।
সত্রাজিতে গালি, দেয় সবে মেলি,
যার যত লয় মন ॥
বসুদেব পিতা, শ্রীদেবকী মাতা,
শুনি শোক আর্ত্তি ভরে।
বিবিধ বিধানে, কৃষ্ণের কল্যাণে,
পূজে দেবী অম্বিকারে ॥
দ্বারকার যত প্রজা, করে সবে দেবী পূজা,
জনক জননীগণে আর।
কৃষ্ণের কল্যাণময়, বর মাগে নারীচয়,
দিয়া নানা মত উপহার ॥
এ সময় কলরব, হইল মহা উৎসব,
কৃষ্ণ আসিলেন দ্বারাপুরে।

শুনি ধায় পুরজন, হর্ষে পুলকিত মন,
কন্যাসহ কৃষ্ণচন্দ্রে হেরে ॥
কন্যাসহ ল'য়ে মণি, কৃষ্ণ আগমন শুনি,
পিতামাতা আনন্দে মগন।
আসি কৃষ্ণ সভামাঝ, দেখাইল মণিরাজ,
সত্রাজিতে করেন অর্পণ ॥
সত্রাজিত মণি হেরি, নিজ অপরাধ স্মরি,
ক্ষমা লাগি করিয়া বিচার।
নিজ কন্যা সত্যভামা, রূপে গুণে নিরুপমা,
মণিসহ দিল উপহার ॥
কন্যা করি অঙ্গীকার, হাঁসি কৃষ্ণ পুনর্ব্বার,
দেন মণি সত্রাজিত পাশে।
লজ্জা পাই অতিশয়, মণি ল'য়ে নিজালয়,
সত্রাজিত আসিয়া প্রবেশে ॥

কালিন্দী-বিবাহ।

কৃষ্ণ কুতূহলে, মৃগয়ার ছলে,
সখা অর্জ্জুনের সনে।
গিয়া ঘোর বনে, ক্লান্ত পরিশ্রমে,
যমুনার উপবনে ॥

আসিয়া দু'জনে, সুখে স্নান পানে,
স্নিগ্ধ করি তনু মন।
সুশীতল বায়, বসি তরু-ছায়,
দেখিলেন একজন॥
সুচারু দর্শন, রমণী রতন,
ভ্রমণ করেন বনে।
দেখিয়া তাঁহায়, অজ্ঞাতের প্রায়,
কহিলেন শ্রীঅর্জ্জুনে॥
কে রমণী হয়, লহ পরিচয়,
কোথা হয় তার বাস।
একাকী নির্ভয়, কেন বনে রয়,
মনে ধরে কিবা আশ॥
শুনি পার্থ বীর, আসি নদী-তীর,
জিজ্ঞাসেন বিবরণ।
ওহে বরাননে, একা এ কাননে,
কিবা আছে প্রয়োজন॥
কোথা তব ধাম, কিবা হয় নাম,
কাহার নন্দিনী তুমি।
হয় অনুমান, আপন সমান,
পতি অন্বেষহ ভ্রমি॥
শুনিয়া সুন্দরী, কহিলেন ধীরি,
কালিন্দী আমার নাম।

সর্ব্ব শুভ-কর, পিতা দিবাকর.
তপস্যা আমার কাম ॥
তপ বহুতর, ক'রেছি দুষ্কর,
কৃষ্ণ পতি লাভ আশে।
জলের ভিতর, হয় মম ঘর,
তপ করি পিত্রাদেশে ॥
বরদ শুভদ, পরমার্থ-প্রদ,
দেবদেব শ্রীনিবাস।
যাবত আমায়, না হন সদয়,
তাবত করিব বাস ॥
সেই শ্রীনিবাস, বিনা নাহি আশ,
অন্যে নাহি চাহি আমি।
হ'য়ে কৃপাবান, কৃষ্ণ ভগবান,
হউন আমার স্বামী ॥

তাঁর চিত্ত জানি, কৃষ্ণ গুণমণি,
ল'য়ে তাঁরে রথোপরে।
আসি সুসময়, শুভ পরিণয়,
করিলেন দ্বারাপুরে ॥

মিত্রবিন্দা-বিবাহ।

বিন্দ অনুবিন্দ দ্বয়, অবন্তির রাজা হয়,
মিত্রবিন্দা নামেতে ভগিনী।
কৃষ্ণ অনুরক্ত মতি, স্বয়ম্বর ইচ্ছামতী,
ভ্রাতৃদ্বয় নিষেধিল শুনি॥
যে ভাবে যে ভজে তাঁরে, সেইফল দেন তারে,
অন্তর্যামী জানিয়া হৃদয়।
আসি কিছুদিন পরে, সভামাঝে ল'য়ে হ'রে,
আনি করিলেন পরিণয়॥

নাগ্নজিতী-বিবাহ।

অযোধ্যার পতি, ভক্তিমান অতি,
নগ্নজিত নাম তাঁর।
মহা ভাগ্যবান, ধীর বুদ্ধিমান,
সত্যা নামে কন্যা তাঁর॥
দেবী নাগ্নজিতী, মহা ভাগ্যবতী,
দেখি জ্যোতির্ম্ময় রূপ।
পাত্র নির্দ্ধারণে, বিচারিয়া মনে,
প্রতিজ্ঞা করেন ভূপ॥

মহা বলবান, সুতীক্ষ্ণ বিষাণ,
এই সপ্ত বৃষবরে।
যেই অবহেলে, নিজ ভুজবলে,
একা এককালে ধ'রে॥
করিবে বন্ধন, মম এই পণ,
দিব তাঁরে কন্যাদান।
দাও এ ঘোষণা, বীর যেইজনা,
আসিয়া রাখিবে মান॥
কন্যার বর্ণন, করিয়া শ্রবণ,
কৃষ্ণচন্দ্র যদুপতি।
মহা কৌতূহলে, চলেন কোশলে,
ল'য়ে সৈন্য সামন্তাদি॥
কৃষ্ণে সমাগত, দেখিয়া ত্বরিত,
উঠি নৃপ সমাদরে।
পাদ্য অর্ঘ্যাসন, করিয়া অর্পণ,
অর্চ্চনা করেন তাঁরে॥
স্বীয় অভিমত, শ্রীপতি আগত,
হেরি সত্যা গুণবতী।
তাঁরে লাভ আশে, অগ্নিদেব পাশে,
প্রার্থনা করেন সতী॥
"যদি কায়মনে, হোমাদি নিয়মে,
ব্রত ক'রে থাকি আমি।

তবে দেন বর, রমার ঈশ্বর,
হউন আমার স্বামী ॥”
পুন নরপতি, ভক্তিভাবে অতি,
পূজা করি গদাধরে।
প্রীতি সহকারে, জিজ্ঞাসেন তাঁরে,
মধুর কোমল স্বরে ॥
ওহে নারায়ণ, তব আগমন,
কেন দীন-নিকেতনে।
কিবা প্রিয়কাজ, সাধি আমি আজ,
কৃতার্থ হইব মনে ॥
ব্রহ্মা পুরন্দর, পার্ব্বতী শঙ্কর,
যাঁর পাদপদ্ম রেণু।
মস্তকে ধারণ, করিয়া আপন,
সফল করেন তনু ॥
যিনি মহিমায়, আপন ইচ্ছায়,
ধরি নর অবতার।
ভুবন মাঝার, করেন বিহার,
কোন্ প্রয়োজন তাঁর ॥
ওহে হৃষীকেশ, তথাপি আদেশ,
করুন আমার প্রতি।
কি কার্য্য সাধন, করি এইক্ষণ,
সন্তোষিব রমাপতি ॥

শুনি শ্রীগোবিন্দ, হাঁসি মন্দ মন্দ,
কহেন নরেন্দ্র প্রতি ।
শুনহে রাজন, ক্ষত্রিয় ধরম,
যাচনা নিষিদ্ধ অতি ॥
তবু তোমাসনে, সৌহৃদ্য স্থাপনে,
মানস করিয়া আমি ।
তোমার কন্যায়, গ্রহণ ইচ্ছায়,
আসিয়াছি নৃপমণি ॥
শুনি মহানন্দে, কহেন গোবিন্দে,
ওহে নাথ সর্ব্বেশ্বর ।
তুমি সর্ব্বাশ্রয়, কমলা-নিলয়,
তোমা ভিন্ন যোগ্য বর ॥
রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ, কন্যার অভীষ্ট,
ত্রিভুবনে কেবা আর ।
স্বজন রক্ষক, ভক্তের পালক,
হও সর্ব্ব গুণাধার ॥
কিন্তু কহি আর্য্য, পুরুষের বীর্য্য,
পরীক্ষা কারণ আমি ।
বৃষের বন্ধন, করিয়াছি পণ,
জান প্রভু অন্তর্য্যামি ॥
সাতটী গোবৃষ, প্রকাণ্ড দুর্দ্ধর্ষ,
অনায়ত্ত দুষ্ট খল ।

তাহাদের কৃত, কত রাজ সুত,
ভিন্নগাত্র হীন-বল ॥
হইয়া লজ্জায়, আছেন এথায়,
ভগ্নোৎসাহে নিরুদ্যম।
এ নহে কেশব, তব অসম্ভব,
কিংবা নহে তাহা শ্রম ॥
জয়ী ভূমণ্ডল, তব বাহুবল,
রাখুন আমার মান।
করিয়া বন্ধন, করুন গ্রহণ,
মম এ দুহিতা-দান ॥

শুনি কৃষ্ণ বেগে, আসি বৃষ-আগে,
নিজে সাতভাগ হ'য়ে।
অবলীলাক্রমে, ধরি বৃষগণে,
রজ্জুতে বাঁধিয়া ল'য়ে ॥
তেজ করি হ্রাস, বল করি নাশ,
কাষ্ঠের গো বৃষ প্রায়।
শিশু ক্রীড়া মত, খেলি ইচ্ছা যত,
বাঁধিলেন স্ব-ইচ্ছায় ॥
দেখি দ্বিজগণে, শুভাশীষ দানে,
দেন সবে জয়ধ্বনি।

রাজা সবিস্ময়ে, আনন্দ হৃদয়ে,
আপনারে ধন্য মানি ॥
বিধি অনুসারে, আনি দুহিতারে,
অর্পিলেন কৃষ্ণ-করে ।
বস্ত্র অলঙ্কার, নানা উপহার,
দিয়া অতি সমাদরে ॥
রাজ পত্নীগণ, ল'য়ে পুরজন,
কন্যাযোগ্য পতি হেরি ।
আনন্দিত মনে, মঙ্গলাচরণে,
শুভ আশীর্ব্বাদ করি ॥
কন্যাভাগ্য ফলে, আসিয়া সকলে,
কৃষ্ণে করে দরশন ।
মহা মহোৎসবে, গীতবাদ্য রবে,
পুলকিত সর্ব্বজন ॥
পরম আদরে, নৃপ জামাতারে,
দিলেন যৌতুক দান ।
দু'পাঁচ হাজার, ধেনু বৎস আর,
ত্রি সহস্র দাসীদান ॥
ন'হাজার হাতী, ন'পদ্ম পদাতী,
নব কোটী অশ্ববর ।
অতি শোভান্বিত, নব লক্ষ রথ,
মণি রত্ন বহুতর ॥

দিয়া নররায়, জামাতা কন্যায়,
বসাইয়া রথোপরে।
আকুল হৃদয়, করেন বিদায়,
হরিষ বিষাদ ভরে॥
বিবাহ করিয়া সুখে, কন্যা ল'য়ে সযৌতুকে,
কৃষ্ণ চলিলেন অনায়াসে।
যদু-বৃষ-গণ কাছে, পূর্ব্বে যারা হারিয়াছে,
শুনি তারা ক্রোধ ঈর্ষাবশে॥
কৃষ্ণবধ দুরাশায়, পথ রোধি নৃপচয়,
দাঁড়াইল সংগ্রাম কারণ।
দেখি কৃষ্ণপ্রিয়সখা, অর্জ্জুন আসিয়া একা,
সিংহপ্রায় করিয়া গর্জ্জন॥
ধরিয়া গাণ্ডীব ধনু, কারো শির কারো তনু,
কারো রথ কারো চক্র হয়।
কাটিয়া সকল পথ, করিলেন নিরাপদ,
কৃষ্ণ আসিলেন দ্বারকায়॥

ভদ্রা-লক্ষ্মণা-বিবাহ।

কৈকয় দেশের কন্যা, ভদ্রা রূপেগুণে ধন্যা,
কৃষ্ণেরে দিলেন ভ্রাতৃগণ।

মদ্র অধিপতি সুতা, লক্ষ্মণা লক্ষণযুতা,
করিতেন কৃষ্ণ আরাধন ॥
জানি কৃষ্ণ তার মন, তথা করি আগমন,
স্বয়ম্বর রাজ সভামাঝ।
হরিয়া আনিয়া তারে, বিভা করি দ্বারাপুরে,
নিজানন্দে করেন বিরাজ ॥

নরকাসুর-বধ।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ্ পতি, নরক দুর্ম্মতি,
পৃথিবীর পুত্র হয়।
তাহার প্রতাপে, তিনলোক কাঁপে,
সুরগণে করি জয় ॥
করি অত্যাচার, তাদের মাতার,
কুণ্ডল লইয়া হ'রে।
ইন্দ্রে রাজ্য চ্যুত, করি আধিপত্য,
করিল স্বরগ পুরে ॥
দুঃখে দেবরাজ, শ্রীদ্বারকামাঝ,
কৃষ্ণে করে নিবেদন।
নরক বৃত্তান্ত, হ'য়ে অবগত,
কৃষ্ণচন্দ্র সেইক্ষণ ॥

গরুড় উপরি, আরোহণ করি,
সত্যভামা ল'য়ে সঙ্গে।
অসুরের দেশে, আসিয়া হরিষে,
দুর্গচয় ভাঙ্গি রঙ্গে॥
মুর-দানা কৃত, মহা পাশাবৃত,
দৃঢ় দুর্গ ভেদ করি।
মনুষ্য দুর্গম, স্থান অতিক্রম,
করিয়া কংসারি হরি॥
অরি-অলক্ষিত, যন্ত্রে বিরচিত,
প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পুরী।
প্রবেশিয়া হেলে, শঙ্খনাদ-ছলে,
জাগায়ে ভীষণ অরি॥
করচক্র তাঁর, শত্রুরক্ত-ধার,
পানহেতু পিপাসায়।
তেজোরূপ জিহ্বা, বিস্তারিয়া প্রভা,
রহে যেন লালসায়॥
ঘোর শঙ্খধ্বনি, কাঁপায়ে মেদিনী,
প্রবেশি জলের মাঝে।
যথা মুরদৈত্য, শয়নে নিশ্চিন্ত,
তথা গিয়া ঘন বাজে॥
কোটী বজ্রপাত, সম সে নির্ঘাত,
শব্দ শুনি ভয়ঙ্কর।

হৈল হৃৎকম্প, জাগি দিল লম্ফ,
ধরিয়া ত্রিশূলবর ॥
একলাফে উঠে, দেখাদিল তটে,
প্রলয় অনল প্রায়।
পঞ্চমুখ তার, গ্রাসিতে সংসার,
যেন এককালে চায় ॥
অসম সাহসে, কৃষ্ণবধ আশে,
হইল সে ধাবমান।
গরুড়ের প্রতি, যেন সর্পজাতি,
ধায় দিতে নিজপ্রাণ ॥
আসি বেগ ভরে, গরুড় উপরে,
ত্রিশূল নিক্ষেপ করি।
করিল গর্জ্জন, তাহে ত্রিভুবন,
কম্পমান সহ গিরি ॥
দেখি কৃষ্ণচন্দ্র, শূল খণ্ড খণ্ড,
করিলেন তিনবাণে।
গদা ল'য়ে হাতে, কৃষ্ণেরে বধিতে,
ধায় মুর পরাক্রমে ॥
হাসি গদাধর, সে গদা সত্বর,
করিলেন খান খান।
বাহু প্রসারণে, কৃষ্ণ আক্রমণে,
দৈত্য হৈল ধাবমান ॥

দেখি জনার্দ্দন, দিয়া সুদর্শন,
কাটিলেন পাঁচ মাথা।
হৈল ভূপতিত, ইন্দ্রবজ্রাহত,
গিরিশৃঙ্গ পড়ে যথা॥
পিতার মরণ, দেখি পুত্রগণ,
আসি করি ঘোর রণ।
শমন ভবন, সসৈন্যে গমন,
করিলেক সর্ব্বজন॥
অস্ত্র-জল-দুর্গ, অগ্নি-বায়ু-দুর্গ,
গিরি ভগ্ন—ছিন্ন পাশ।
পুত্রসহ মুর, পরে পীঠাসুর,
তারাও পাইল নাশ॥
দেখি পরিতাপে, অসহন কোপে,
সমুদ্র সম্ভূত গজে।
করি আরোহণ, ল'য়ে সৈন্য গণ,
নরক সমর মাঝে॥
আসিয়া তথায়, দেখে সূর্য্যপ্রায়,
গরুড়ের পৃষ্ঠ'পরি।
তড়িত সহিত, যেন মেঘ স্থিত,
তথা কৃষ্ণপাশে নারী॥
দেখি অগ্রসর, হইয়া সত্বর,
অসুরের সেনাগণ।

যার যত শক্তি, বর্ষে কৃষ্ণপ্রতি,
নিজ নিজ প্রহরণ ॥
দেখি ভগবান, তীক্ষ্ণ ধনুর্ব্বাণ,
ধরি শীঘ্র রণস্থলে।
হস্তী হয় রথী, কাটিয়া পদাতী,
ফেলিলেন অবহেলে ॥
রণ রঙ্গ ভূমি, সকৌতুকে ভ্রমি,
গরুড় বিহঙ্গবর।
চঞ্চু নখদ্বারে, অশ্বেরে বিদারে,
পক্ষাঘাতে গজবর ॥
হইয়া আহত, পলাইল দ্রুত,
সভয়ে ভীষণ রবে।
পলাইল ত্রাসে, রণ অবশেষে,
অবশিষ্ট সৈন্য সবে ॥
কৃষ্ণবাণাহত, গরুড় অর্দ্দিত,
নিজসৈন্যে ধাবমান।
দেখিয়া অসুর, বধিতে গরুড়,
ক্রোধে হ'য়ে কম্পমান ॥
বজ্রজয়ী শক্তি, গরুড়ের প্রতি,
প্রহারিল মহাবেগে।
পুষ্পাঘাত প্রায়, পক্ষিরাজ গায়,
কিছু নাহি ব্যথা লাগে ॥

শূল ল'য়ে বীর, কোপেতে অধীর,
ধায় কৃষ্ণে বধিবারে।
না ছাড়িতে শূল, নিজে ছিন্নমূল,
তরু প্রায় ভূমে পড়ে॥
অসুরে হনন, করি সুদর্শন,
আসিলেন নিজ স্থান।
মহাসুর ক্ষয়, শব্দ জয় জয়.
পুষ্প বর্ষে দেবগণ॥
নরক জননী, আসিয়া ধরণী,
শ্রীকৃষ্ণের সন্নিকটে।
অতি সমুজ্জ্বল, কণক কুণ্ডল,
অরপিয়া করপুটে॥
অতি ভক্তিভাবে, প্রণমিয়া দেবে,
বনমালা মণিহার।
করিয়া অর্পণ, মহিমা বর্ণন,
স্তবে করে নমস্কার॥
"ওহে গদাধর, দেবদেবেশ্বর,
শঙ্খ চক্র পদ্ম পাণি।
ভক্ত অনুগ্রহ, হেতু নরদেহ,
অঙ্গীকার কর তুমি॥
ওহে কমলাঁখি, পদ্মময় দেখি,
তব শ্যাম কলেবর।

জগত মঙ্গল, কীর্ত্তি সুকমল,
মালা রাজে বক্ষঃ'পর ॥
শ্রীপদ কমল, পদ্ম পাণিতল,
পদ্মনাভ নমস্কার।
প্রতি পদ্মে তব, নম বাসুদেব,
নমস্তে অখিলাধার ॥
তুমি ভগবান, সর্ব্ব শক্তিমান,
হও বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী।
জগৎপিতা বীজ, হও তুমি অজ,
পরমার্থ জ্ঞানরূপী ॥
ওহে ভগবন্, জগত সৃজন,
করি তম নাশিবারে।
সূর্য্য তেজোময়, সৃজিয়া উদয়,
করাইলে নভ'পরে ॥
তুমি ব্যোম জল, অনিল অনল,
ক্ষিতিরূপে হও স্থিত।
মন ইন্দ্রিয়াদি, দেবতা অবধি,
অহংকার মহত্তত্ত্ব ॥
সর্ব্ব নিয়ামক, সবার পালক,
অদ্বিতীয় প্রভু তুমি।
ভেদ বুদ্ধি দ্বারে, দ্বিতীয় তোমারে,
কহে তত্ত্ব নাহি জানি ॥

করুণা সাগর, প্রপন্নার্ত্তি হর,
তব পাদ পদ্ম তলে।
নরকের পুত্র, এই ভগদত্ত,
ভয়ে ভাসে অশ্রু জলে॥
অখিলের পাপ হর, তব শ্রীযুগল কর,
পতিতের মস্তকে অর্পণ।
কর প্রভু জগন্নাথ, করি শুভ দৃষ্টিপাত,
কর নাথ ইহারে পালন॥"
ভক্তি নতি সহ কৃত, পৃথিবীর সংপূজিত,
হ'য়ে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান।
নরক তনয় প্রতি, সদয় হৃদয় অতি,
করিলেন অভয় প্রদান॥

ষোড়শসহস্র-কন্যা-বিবাহ।

ঐশ্বর্য্য সম্পদ যুত, ভৌমপুরী সুশোভিত,
প্রবেশি দেখেন জনার্দ্দন।
নৃপাদি দেবতা চয়, সংগ্রামে করিয়া জয়,
আনি তাহাদের কন্যাগণ॥
বহুতর সমাদরে, রাখিয়া আপন পুরে,
সম্ভাষিতে না পায় সময়।

ঘটে কৃষ্ণ সনে রণ, সার মাত্র পরিশ্রম,
পাপে নিজ জীবন হারায়॥
ষোড়শ সহস্র শত, কন্যা ধরি চির ব্রত,
কৃশাঙ্গিনী মলিন বসনে।
নরক অসুর ঘরে, মনোদুঃখে কাল হরে,
স্মরি নিজাভীষ্ট নারায়ণে॥
সহসা কুমারীগণ, করিলেন দরশন,
সম্মুখে আগত নরবর।
নবীন জলদ শ্যাম, কমনীয় রূপ ধাম,
অভিনব কিশোর সুন্দর॥
দেখিয়া সুন্দরীগণ, নেত্র মন সমর্পণ,
করিলেন নিগূঢ় চিন্তায়।
মুদিয়া যুগল আঁখি, অন্তরে সে রূপ রাখি,
আশীষ চাহেন বিধাতায়॥
শুন হে কহি বিধাত, সকলে হ'য়ে সম্মত,
আমাদিকে দেন এই বর।
যেন এই রমাপতি, আমা সবাকার প্রতি,
কৃপা করি হন প্রাণেশ্বর॥
ভকত বৎসল হরি, ভক্তে অনুগ্রহ করি,
ব্রত ফল করেন প্রদান।
ভক্তিমতী কন্যাগণে, নরযান আরোহণে,
পাঠালেন শ্রীদ্বারকাধাম॥

পারিজাত হরণ।

বধিয়া নরকাসুর, তুষ্ট করি তিনপুর,
অদিতিরে কুণ্ডল প্রদান।
করি কৃষ্ণ ভগবান, ইন্দ্রের রাখেন মান,
স্বর্গরাজ্য পুন করি দান॥
প্রিয়ার রাখিতে মান, সাজাইতে পুষ্পোত্থান,
মূল সহ বৃক্ষ পারিজাত।
গরুড়ের পৃষ্ঠোপরি, স্থাপন করিয়া হরি,
প্রিয়া সহ চলেন শ্রীনাথ॥
কিছু পূর্ব্বে দেবরাজ, কৃষ্ণ পাদপদ্ম মাঝ,
কিরীট সহিত নিজ মাথা।
লোটাইয়া রাজ্য আশে, প্রার্থনা করিল শেষে,
কহি নিজ দুর্দ্দশার কথা॥
রাজ্য প্রাপ্তে অহঙ্কারে, আজি সেই পুষ্পতরে,
প্রভু কৃষ্ণ সনে করে রণ।
ধিক্ ধিক্ ধন মদ, ধিগৈশ্বর্য্য সম্পদ,
ধিক্ ধন-মত্ত দেবগণ॥
সে ইন্দ্রে করিয়া জয়, প্রিয়া সহ দ্বারকায়,
আসি কৃষ্ণচন্দ্র জনার্দ্দন।

প্রিয়ার উদ্যান চারু, তাহে সেই সুরতরু,
সমাদরে করেন রোপণ ॥
নন্দন কানন, করিয়া ভ্রমণ,
লুবধ মধুপ গণ।
পারিজাত ফুল, না দেখি আকুল,
অন্বেষয় বনে বন ॥
স্বরগ কুসুম, বিস্তারি সুষম,
প্রমোদ উদ্যান মাঝে।
মন্দ সমীরণে, পরিমল দানে,
বার্ত্তা দেয় অলিরাজে ॥
মধুকর বৃন্দ, মকরন্দ গন্ধ,
পাইয়া আনন্দ ভরে।
ঝঙ্কারের ছলে, দেবতা সকলে,
নিন্দিয়া দ্বারকাপুরে ॥
আসি দলে দলে, বসি ফুলে ফুলে,
মত্ত হ'য়ে মধুপানে।
ধরি গুণ স্বর, প্রিয়ের আদর,
জানাইল প্রিয়াগণে ॥

শ্রীকৃষ্ণের গার্হস্থ্য।

কুমারীগণের আশ, পূরাইতে শ্রীনিবাস,
যোড়শ সহস্রাধিক শত।
রূপ ধরি এক কালে, প্রতি গৃহে সমকালে,
বিবাহ করিয়া বিধিমত॥
নিজানন্দে পরিপূর্ণ, সম অতিশয় শূন্য,
সকল রমণী গৃহ মাঝে।
হইয়া গৃহস্থ প্রায়, করি কর্ম্ম সমুদায়,
সমভাবে সর্ব্বত্র বিরাজে॥
যাঁর পদ রেণু কণা, ব্রহ্মাদি না পান সীমা,
তত্ত্ব না পারেন জানিবারে।
সেই বিভু কৃষ্ণচন্দ্রে, সেবে সর্ব্ব নারীবৃন্দে,
ভাব অনুরাগ উপহারে॥
নবোঢ়া রমণীগণ, সলজ্জায় নিরীক্ষণ,
প্রিয় নর্ম্ম বাক্য আলাপন।
গন্ধ মাল্য তাম্বূলাদি, পদসেবা ব্যজনাদি,
দিয়া সুখে করেন ভজন॥
আছে দাসী শত শত, তথাপিও অবিরত,
আপনারে দাসী অভিমানে।

ত্যজি অন্য দেবী দেবা, করেন শ্রীকৃষ্ণ সেবা,
কায় মন সঁপি শ্রীচরণে॥
সুখে রমাপতি, করেন বসতি,
সমৃদ্ধি সম্পন্ন পুরে।
যদু শ্রেষ্ঠগণ, করেন পালন,
কৃষ্ণ আজ্ঞা শিরে ধ'রে॥
স্বর্ণ রথ রাজি, যোদ্ধা সব সাজি,
মত্ত মাতঙ্গের দল।
সৈন্য সজ্জীভূত, দ্বারে অবস্থিত,
পুরী শোভে হেমোজ্জ্বল॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, ধরিয়া সুস্বর,
গায় কৃষ্ণ যশোলীলা।
নট নটী সবে, বেণু বীণা রবে,
ব্রজলীলা আরম্ভিলা॥
শুনি সেই গান, মুগ্ধ ভগবান,
প্রিয়া সহ সমাদরে।
নানা উপহার, দিয়া পুরস্কার,
তোষিলেন সবাকারে॥
বন উপবন, তরু লতাগণ,
শোভিতেছে ফুল ফলে।
অলি পিকগণ, করিয়া কূজন,
মলয় অনিলে দোলে॥

নির্ম্মল তটিনী, বিকচ নলিনী,
ধরি সুখে হৃদি' পরে।
মন্দ সমীরণে, তরঙ্গ চালনে,
দোলায় আনন্দ ভরে॥
নবীনা যুবতী, সৌদামিনী দ্যুতি,
সুখে কৃষ্ণ প্রিয়াগণ।
বেশ ভূষা ধরি, কন্দু ক্রীড়া করি,
ভ্রমণ করেন বন॥
শ্রীরুক্মিণী জাম্ববতী, সত্যভামা নাগ্নজিতী,
শৈব্যা ভদ্রা কালিন্দী লক্ষ্মণা।
কৃষ্ণপত্নী গণ মাঝে, এই অষ্ট পত্নী রাজে,
রূপে গুণে সোহাগে প্রধানা॥

শ্রীকৃষ্ণের জলবিহার।

ষোড়শ সহস্র শত, অষ্ট নারী পরিবৃত,
হ'য়ে কৃষ্ণ সরোবর জলে।
একা সকলের প্রতি, সমভাবে করি প্রীতি,
অভিষেকে আনন্দ সলিলে॥
মহিষী সকল, উৎফুল্ল কমল,
কৃষ্ণ করীন্দ্রের প্রায়।

বিহরেন জলে, মৃদুল হিল্লোলে,
নলিনী আকুলা তায় ॥
জল যন্ত্র দ্বারে, কৃষ্ণ এক করে,
সিঞ্চেন কমলোপরে।
পদ্মিনী সকলে, সহস্র মৃণালে,
সিঞ্চে মত্ত করিবরে ॥
মুছিল অঞ্জন, নীবির বন্ধন,
ছিঁড়িল ফুলের হার।
কবরী স্খলিত, কুঙ্কুম গলিত,
শিথিল বসন ভার ॥
নর্ম্মালাপ হাসে, জল ক্রীড়া রসে,
অপহৃত তনু মন।
ক্লান্ত খেলা রসে, লজ্জার আবেশে,
অবনত চন্দ্রানন ॥
জললীলা শেষে, উঠি তট দেশে,
শুষ্ক বাস পরি রঙ্গে।
বহু মূর্ত্তি ধরি, বিভুরূপী হরি,
এক এক নারী সঙ্গে ॥
আসিয়া ভবনে, ভোজনাচমনে,
প্রেমালাপ আলিঙ্গনে।
প্রিয়াগণ মতি, হরিয়া শ্রীপতি,
রহেন কৌতুকি মনে ॥

মহিষী-বিলাপ

লীলা অবশেষে, রজনীর শেষে,
মুকুন্দ ভাবনাবতী।
কুররীর ধ্বনি, শুনি কহে বাণী,
বিমোহিত চিত্ত অতি ॥
প্রলাপের প্রায়, জিজ্ঞাসেন তায়,
শুন ওহে চক্রবাকি।
কেন দুঃখ পাও, নিদ্রা নাহি যাও,
এ ঘোর যামিনী জাগি ॥
বন্ধু অদর্শন, করিছে পীড়ন,
তাই কি আকুল চিত।
অতি মনস্তাপে, করুণ বিলাপে,
কাঁদ আমাদের মত ॥
কিংবা তব চিত্ত, হ'য়েছে আহত,
নলিন নয়ন শরে।
তার অদর্শনে, ব্যাকুলিত প্রাণে,
কাঁদিছ কাতর স্বরে ॥
অথবা তাঁহার, ত্যক্ত পুষ্পহার,
শিরে ধরিবার আশে।

জাগিয়া রজনী, প্রার্থনার ধ্বনি,
করা আসি তাঁর পাশে ॥
কিংবা প্রিয়তম, নিদ্রিত এখন,
যদ্যপি আমরা সবে।
করি জাগরিত, তাই ভয়ে ভীত,
নিবার' কাতর রবে ॥
মোরা তার দাসী, সেবা অভিলাষি,
তুমি হও বিহঙ্গিনী।
কাঁদ যার লাগি, হ'য়ে দুঃখ ভাগি,
প্রেম শূন্য হন তিনি ॥
ওহে নদী পতি, জাগি সারা রাতি,
স্বভাব ত্যজিয়া কেন।
করিয়া ফুৎকার, কাঁদ অনিবার,
কি চায় তোমার মন ॥
তোমার বৈভব, কৌস্তুভাদি সব,
কৃষ্ণ দ্বারা অপহৃত।
তাই কি শ্রীহীন, গাম্ভীর্য্য-বিহীন,
হ'য়ে কাঁদ আমা মত ॥
ওহে দ্বিজরাজ, বল কোথা আজ,
তব শোভা লুকাইল।
বিমল উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ সুশীতল,
ওষ্ঠাধর সুমঙ্গল ॥

বুঝি যক্ষ্মারোগ, দেহ করি ভোগ,
হরিয়াছে সেই শোভা।
তাই তমঃক্ষয়, শক্তি নাহি রয়,
নাহি মনোহর প্রভা॥
কিংবা তাহা নয়, বুঝেছি নিশ্চয়,
তুমি আমাদের মত।
সুধা মধুরিম, আসবের সম,
শ্রীকৃষ্ণ ভাষণামৃত॥
করিয়াছ পান, তাই হত জ্ঞান,
হইয়া ত্যজিলে ভাব।
শুন ওহে ইন্দু, সেই সুধা বিন্দু,
পানে হয় এই লাভ॥
এস হে নীরদ, শোভার আস্পদ,
তুমি কৃষ্ণ প্রিয় সখা।
তাই রূপ স্মরি, বর্ষি বাষ্প বারি,
বুঝি আসি দিলে দেখা॥
মৃত সঞ্জীবনী, কৃষ্ণ সম ধ্বনি,
শুনাইয়া পিকবর।
করিলে শীতল, কিবা দিব বল,
তব প্রিয় ইষ্ট বর॥
ক্যবা তপ কর, ওহে গিরিবর,
থাকিয়া অচল ভাবে।

বুঝি হৃদি সদ্মে, কৃষ্ণ পাদ পদ্মে,
ধরিয়াছ অনুভবে ॥
ওহে তরঙ্গিণী, কহ কিছু বাণী,
শুনিবারে সাধ হয়।
তোমার হৃদয়, কেন শুষ্ক হয়,
পদ্মে নাহি শোভা রয় ॥
তব প্রিয় তম, আনন্দ বর্দ্ধন,
কেন না করিছে তোমা।
মধুপতি রীতি, বুঝি তব পতি,
এস তুমি আমা সমা ॥
হংস এস এস, মোর কাছে ব'স,
সুখে এলে দ্বারকায়।
ধর ক্ষীর খাও, কৃষ্ণ বার্ত্তা দাও,
দূত তুমি জানা যায় ॥
হংস রাজ বল, কৃষ্ণের কুশল,
স্বচ্ছন্দে আছেন তথা।
পূর্ব্বের বচন, করিয়া স্মরণ,
বলিলেন কিছু কথা ॥
রূপসী উজ্জ্বলা, একাকী কমলা,
ভজনা করেন তাঁরে।
তাঁহারো চঞ্চল, প্রণয় কৌশল,
বিধি মিলায়েছে জোড়ে ॥

মোরা সেবা দাসী, পদ অভিলাষী,
নাহি জানি উপাসম।
কহ বিহঙ্গম, তবে কি কারণ,
এথা তব আগমন ॥
না পাই উত্তর, বিরস অন্তর,
শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী গণ।
হ'য়ে উৎকণ্ঠিতা, কৃষ্ণালাপগীতা,
স্মরিয়া বিহ্বল মন ॥
যাঁর গুণগণ, করে আকর্ষণ,
সত্ত্ব জগন্নারী মন।
তাঁহার দর্শন, পাদ সংবাহন,
পতি প্রেমে উপাসন ॥
করেন যে জনা, তাঁদের মহিমা,
তপস্যার পরিচয়।
কে বর্ণিতে পারে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরে,
চিত্ত যাঁর লীন রয় ॥
জগ গুরু গতি, সাধু জন পতি,
শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরে।
বেদাদি বিধানে, ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে,
শিক্ষা দেন জগতেরে ॥

উদ্ধব-সংবাদ।

দন্তবক্র শিশুপাল, জরাসন্ধ মহীপাল,
হৈহয়, নহুষ, বেণ আর।
পৌণ্ড্রকাদি কাশিরাজ, যে রাজা অবনিমাঝ,
ছিল সবে অতি দুরাচার॥
তা সবে নিধন করি, পৃথিবীর ভার হরি,
সাধুগণে করেন পালন।
কুরুরাজ অত্যাচারী, তাহারে দমন করি,
ধর্ম্মপুত্রে করেন স্থাপন॥
আধি ব্যাধি ক্লেশ, দরিদ্রতা লেশ,
নাহি তথা অরি ভয়।
লোক নিরাপদ, সৌভাগ্য সম্পদ,
সবে কৃষ্ণ পদাশ্রয়॥
ঐশ্বর্য্যের সিন্ধু, কৃষ্ণে এক বিন্দু,
আনন্দ দিতে না পারে।
মাধুর্য্যেতে মন, হইল মগন,
নিজ পূর্ব্ব লীলা স্ম'রে॥
স্মরি বৃন্দাবন, মন উচাটন,
স্মরে গোষ্ঠ বন দেশ।

স্মরেন গোপাল, ব্রজের রাখাল,
স্মরি নিজ নটবেশ ॥
স্মরে নন্দ পিতা, শ্রীযশোদা মাতা,
স্মরিল মোহন চূড়া।
ভাণ্ডীরক বন, কদম্ব কানন,
স্মরে নিজ পীত ধড়া ॥
গিরি গোবর্দ্ধন, রাধা কুণ্ড বন,
স্মরেন যমুনা তট।
হইল স্মরণ, বংশী সম্মোহন,
স্মরিলেন বংশীবট ॥
হইল স্মরণ, গোপাঙ্গনা গণ,
প্রাণাধিক প্রিয়তমা।
প্রেমময়ী রাধা, বাঁশরীতে সাধা,
রূপে গুণে শ্রেষ্ঠতমা ॥
ব্রজ প্রেমোদয়ে, বিকল হৃদয়ে,
ডাকিলেন শ্রীউদ্ধবে।
সুশীল শ্রীমান, ধীর বুদ্ধিমান,
প্রিয় ভক্ত সখ্য ভাবে ॥
দেখিয়া সখারে, অতি সমাদরে,
করে কর সমর্পিয়ে।
কহেন তাঁহারে, যাও ব্রজপুরে,
আমার বারতা ল'য়ে ॥

আমা অদর্শনে, কাতর পরাণে,
জনক জননী মম।
আশায় জীবন, করিয়া ধারণ,
র'য়েছেন মৃতোপম ॥
আমার কুশল, সংবাদ সকল,
কহিয়া তাঁদের পাশে।
করিবে সান্ত্বনা, যেন দেন ক্ষমা,
আমাদের কৃত দোষে ॥
গোপ সখা সনে, বিনয় বচনে,
বোলো সখা সমাদরে।
শ্রীরাম কাণাই, তোমাদের ভাই,
আসি কিছু দিন পরে ॥
তোমাদের সনে, ভাণ্ডীর কাননে,
খেলিবে গো-পাল ল'য়ে।
ক্ষমি অপরাধ, করিবে প্রসাদ,
তা'দিগে প্রসন্ন হ'য়ে ॥
গোপের ললনা, ত্যজিয়া বাসনা,
আমা প্রতি ধরে প্রীতি।
তাদের জীবন, আমি হই মন,
আত্মা সম প্রিয় অতি ॥
আমার কারণ, দিল বিসর্জ্জন,
পরিজন দেহ স্মৃতি।

আমার বিরহে, দুঃখে তনু দহে,
বনে করে নিবসতি ॥
আশার আশায়, প্রাণ মাত্র রয়,
হইয়াছে অতি ক্ষীণ।
আমাতে অর্পণ, আছে প্রাণ মন,
নতুবা হইত হীন ॥
আমার সন্দেশ, কহিয়া বিশেষ,
সন্তুষ্ট করিবে মন।
যেন কোন ক্রমে, নাহি দেয় ভ্রমে,
নিজ দেহ বিসর্জ্জন ॥
শুনিয়া উদ্ধব, মহামহোৎসব,
মনেতে বিচার করি।
দিয়া আলিঙ্গন, করেন গমন,
শুভক্ষণে ব্রজপুরী ॥
রবি অস্তগত, শ্রীউদ্ধব রথ,
ব্রজে আসি উপনীত।
গোখুরের রজ, ব্যাপ্ত হৈল ব্রজ,
প্রবেশেন অলক্ষিত ॥
দেখেন তথায়, ঝযে বৃষচয়,
গবী হেতু পরস্পরে।
শুনি বাঁশীরব, ধায় গাভী সব,
ব্রজ সিঞ্চে ক্ষীরধারে ॥

বৎস গণ ধায়, দুগ্ধ লালসায়,
ঊর্দ্ধপুচ্ছে চারি ভিতে।
চলে ধেনু গণে, মন্থর গমনে,
বৎস হেতু বগ্র চিতে॥
গোপালক গণ, কেহ বেণু স্বন,
কেহ আনে বৎস গণ।
কেহ কহে ছাড়, কেহ কহে ধর,
কেহ করে গো দোহন॥
ধরি কেহ তান, রাম কৃষ্ণ গান,
করে অতি আর্ত্তিভরে।
কেহ বা আবেশে, যায় হেঁসে হেঁসে,
যেন কৃষ্ণ কণ্ঠ ধ'রে॥
তরু লতা চয়, ফল পুষ্প ময়,
রহি অবনত শিরে।
গোধূলীর কণ, করিয়া যতন,
আপন শিরসে ধরে॥
গোপগণ গৃহে, সুসৌরভ বহে,
দেবার্চ্চন ধূপ ধূমে।
অতিথি সৎকার, গোব্রাহ্মণে আর,
তোষে ভক্ষ্য ভোজ্য দানে॥
তথা নামি ধীরে, শ্রীনন্দ মন্দিরে,
প্রবেশেন কুতূহলে।

কৃষ্ণ অনুচর, দেখি ব্রজেশ্বর,
ভাসি প্রেম অশ্রু জলে ॥
দিয়া আলিঙ্গন, করেন অর্চ্চন,
যথোচিত সমাদরে।
অন্ন পরমান্ন, করায়ে ভোজন,
সুখে বসি শয্যা'পরে ॥
প্রিয় সম্ভাষণে, মধুর বচনে,
জিজ্ঞাসেন বিবরিয়া।
ওহে ভাগ্যবান, কুশল আখ্যান,
কহি স্থির কর হিয়া ॥
ভাগ্য ক্রমে কংস, পাইয়াছে ধ্বংস,
ভ্রাতৃসহ নিজপাপে।
যদুগণে দ্বেষ, করিয়া অশেষ,
অত্যাচার করি বাপে ॥
পরে বসু ভ্রাতা, কুশলে সর্ব্বথা,
আছেন আনন্দ মনে।
সহ পরিজন, ল'য়ে বন্ধুগণ,
সন্তান সন্ততি সনে ॥
হে উদ্ধব বল, কৃষ্ণের কুশল,
সুখে আছে বল বীর।
তাঁরা কি কখন, স্মরে বৃন্দাবন,
পুলিন যমুনা তীর ॥

তাঁরা কি কখন, আসি বৃন্দাবন,
দেখিবেন ব্রজ জনে।
যাদের পালক, ছিলেন রক্ষক,
অধিপতি স্বীয় জ্ঞানে॥
অন্ধ পিতা মাতা, আছে কিবা মৃতা,
তারা ছিল যাঁর প্রাণ।
গোচারণ খেলা, রাখালের মেলা,
মধুর মুরলি গান॥
গোপের কুমার, করে হাহাকার,
তারা নাহি ভুলে তাঁরে।
কৃষ্ণ সঙ্গ বিনে, নাহি খেলে বনে,
বিরহ অনলে পুড়ে॥
ইন্দ্রকোপানলে, রাখিল গোকুলে,
বজ্র অগ্নি শিলা জলে।
কোন্ অপরাধে, আজি বাদ সাধে,
দগধে বিরহানলে॥
কালিয় গরলে, রাখিল গোপালে,
অঘ বকাসুর মুখে।
আজি কি কারণে, তাহা বিস্মরণে,
র'য়েছে পরম সুখে॥
ব্রজবাসি প্রাণ, কৃষ্ণ বলরাম,
তারা না দেখিয়া তারে।

প্রাণহীন দেহ, না রাখিবে কেহ,
ডুবিবে কালিন্দী নীরে ॥
দেখি বলাধিক্য, স্মরি গর্গ বাক্য,
শান্তি নাহি পাই মনে।
"এই শিশু দ্বয়, অসামান্য হয়,
সম নাহি ত্রিভুবনে ॥"
অতি শিশুকালে, বকী বধে হেলে,
তৃণাবর্ত্ত চক্রবাতে।
ধেনুক অসুর, বলরাম শূর,
মারিলেন নিজ হাতে ॥
সপ্ত দিন ধরি, গোবর্দ্ধন গিরি,
ধরিলেন ছত্র প্রায়।
নাহি তাহে শ্রম, শিশুলীলাক্রম,
ব্রজবাসী বাঁচে তায় ॥
বৃষ মহাকায়, ভুবন কাঁপায়,
ভয়ঙ্কর শব্দে কোপে।
তাহারে বধিয়া, গোকুলে রাখিয়া,
নির্ভয় করেন গোপে ॥
কেশী ভয়ঙ্কর, অশ্ব ঘোরতর,
গোকুল নাশিতে চায়।
তারে বধ করি, রাখে ব্রজপুরী,
ব্রজবাসী ত্রাণ পায় ॥

মহা ভয়ঙ্কর, ধনু দীর্ঘতর,
সহস্রেক জনে বহে।
বেণুযষ্টি প্রায়, তুলিয়া হেলায়,
শত খণ্ডে ভাঙ্গে তাহে॥
কুবলয়াপীড়, প্রকাণ্ড শরীর,
অযুত হস্তীর বল।
ধরি তাহে শুণ্ডে, ঘুরায়ে প্রচণ্ডে,
মারিফেলে ভূমিতল॥
দশ শত করি-, সম বল ধারী,
হয় কংস মহাশূর।
তারে অনায়াসে, কিশোর বয়সে,
বধি অঙ্গ করে চূর॥
কৃষ্ণ বলরাম, মন অভিরাম,
অলৌকিক ক্রিয়া তার।
না দেখি দোঁহারে, হৃদয় বিদরে,
ব্রজে কি আসিবে আর॥
শ্বেত শ্যাম ধাম, সে চাঁদ বয়ান,
সুধা মধুরিম ভাষ।
আর কি শুনিব, পরাণ জুড়াব,
হেরিব মধুর হাস॥
হইয়া সতৃষ্ণ, কহে রাম কৃষ্ণ,
আসি দেহ দরশন।

কৃষ্ণ নাম নিতে, অশ্রু জলে তিতে,
শোকেতে বিহ্বল মন ॥
পুত্রের চরিত্র, বিচিত্র পবিত্র,
শুনি শ্রীযশোদা মাতা।
ঝরে অশ্রুনীর, স্রবে স্তন ক্ষীর,
মুখে নাহি সরে কথা ॥
নন্দ যশোদারে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরে,
বৎসলতা স্নেহ ময়।
দেখি চমৎকৃত, হ'য়ে ভক্তি যুত,
শ্রীউদ্ধব মহাশয় ॥
পরম আনন্দে, কহিলেন নন্দে,
আপনারা দুইজন।
অতি মাননীয়, সর্ব্ব পূজনীয়,
লোক মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ॥
শ্রীরাম কেশব, বিশ্বের উদ্ভব,
কারণ নিয়ন্তা হন।
জীবের হৃদয়, করিয়া নিলয়,
স্ব-ইচ্ছায় তথা র'ন ॥
যদি মৃত্যুকালে, জীব ভাগ্য বলে,
লয় তাঁহাদের নাম।
খসে কর্ম্ম বন্ধ, লভে সে আনন্দ,
প্রাপ্ত হয় ব্রহ্মধাম ॥

নিজ ধর্ম্ম সেতু, সাধু রক্ষা হেতু,
তাঁহাদের অবতার।
সেই নরাকৃতি, অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি,
পুত্ররূপে হৃদে যাঁর ॥
তাঁদের মহিমা, সৌভাগ্যের সীমা,
কে বর্ণিতে যোগ্য হয়।
কৃষ্ণ ভগবানে, পুত্রভাব জ্ঞানে,
চিত্ত যার লীন রয় ॥
তোমরা দুজনে, পরমার্থ ধনে,
লভিয়াছ হৃদি' পরে।
কি অভাব আর, মুক্তি কোন্ ছার,
কি বস্তু তাঁহার পরে ॥
কিছুদিন পরে, কৃষ্ণ ব্রজ পুরে,
আসিবেন সুনিশ্চয়।
সত্য এই কথা, কৃষ্ণ বাক্য মিথ্যা,
কদাপিও নাহি হয় ॥
ওহে ব্রজেশ্বর, ব্যথিত অন্তর,
না হবেন এইক্ষণে।
তিনি সর্ব্বেশ্বর, তাঁর আত্মপর,
কেহ নাহি ত্রিভুবনে ॥
যথা কাষ্ঠ মাঝে, অনল বিরাজে,
তথা জীব অভ্যন্তরে।

থাকিয়া হৃদয়ে, রহেন লুকায়ে,
দেখা নাহি দেন কারে ॥
তাঁর প্রিয়াপ্রিয়, অথবা আত্মীয়,
পিতা মাতা বন্ধু ভ্রাতা।
উত্তম অধম, নাহিক মধ্যম,
নাহি ভার্য্যা সুত সুতা ॥
জন্ম কর্ম্মাতীত, হ'য়ে ইচ্ছা মত,
রূপ ধরি স্বলীলায়।
দেব তির্য্যগাদি, মানব অবধি,
ধরেন আপন কায় ॥
হইয়া নির্গুণ, ধরি তিন গুণ,
ক্রীড়ায় জগত চয়।
করিয়া সৃজন, ক্রীড়ায় পালন,
ক্রীড়ায় করেন লয় ॥
সজ্জন পালন, ধর্ম্মের রক্ষণ,
হেতু হন আবির্ভূত।
অখিলের আত্মা, হন পিতা মাতা,
নহে মাত্র তব সুত ॥
জীব ভ্রম বশে, আত্মার অধ্যাসে,
আপনারে কর্ত্তা মানে।
তাঁর অধিষ্ঠান, সর্ব্বত্র সমান,
পর নাহি ত্রিভুবনে ॥

ভূত ভবিষ্যৎ, সামান্য মহৎ,
স্থাবর জঙ্গম আর।
যাহা দৃষ্ট শ্রুত, তিনিই তাবত,
তাঁহা ভিন্ন নাহি আর ॥
আপনা সমান, ভক্ত ভাগ্যবান,
আর কেহ নাহি হয়।
এক্ষণে নিকটে, হেরি অন্তঃপটে,
স্থির হউন্ মহাশয় ॥
উভয়ে এরূপে, রাম কৃষ্ণালাপে,
যামিনী যাপন করি।
প্রভাত দেখিয়া, শয্যা তেয়াগিয়া,
উঠিলেন ত্বরা করি ॥
হ'য়ে কৃষ্ণ হারা, বিরহে বিধুরা,
গোপীগণ নিশাশেষে।
করি গাত্রোত্থান, প্রিয় কৃষ্ণনাম,
স্মরিলেন ভাবাবেশে ॥
কুঙ্কুমে অরুণ, কমল আনন,
ভাসে শোক অশ্রুজলে।
কষ্টে তা নিবারি, গৃহকর্ম্ম সারি,
দধি নির্ম্মন্থন ছলে ॥
কৃষ্ণ-লীলাগান, ললিত সুতান,
তুলিলেন গোপবালা।

মন্থনের ধ্বনি, সহ সেই ধ্বনি,
সুমধুর স্বর মালা ॥
ব্রজ অমঙ্গল, নাশিয়া সকল,
জাগায়ে নিদ্রিত জনা ।
সুখে নভ'পরে, উঠি বায়ুভরে,
গেল যথা দেবাঙ্গনা ॥
অরুণ উদয়, বন আলোময়,
দেখিলেন গোপীচয় ।
নন্দরাজদ্বারে, অতিশোভা করে,
রথ এক স্বর্ণময় ॥
দেখিয়া সন্দেহে, পরস্পর কহে,
কোপ অভিমান ভরে ।
এ রথ কাহার, কে এল আবার,
কারে নিতে ব্রজপুরে ॥
কংসের আদেশে, অক্রূর ব্রজে এসে,
ল'য়ে গিয়া প্রাণেশ্বরে ।
ছলে তাঁর দ্বারে, কংস বধ ক'রে,
পুন এল ব্রজে ফিরে ॥
বুঝি এইবারে, ল'য়ে গোপিকারে,
বধি তাহাদের প্রাণ ।
দিয়া মাংস রাশি, মন-সাধে বসি,
কংসে দিবে পিণ্ডদান ॥

দেখ দেখ সই, এত নয় সেই,
কৃষ্ণ ভূষা মালা ধরে।
বুঝি অনুমানে, পরীক্ষা কারণে,
পাঠালেন অনুচরে ॥
বৃদ্ধ পিতা মাতা, আছে কিংবা মৃতা,
জানিতে হইল মন।
নতুবা কি কাজে, এই ব্রজ মাঝে,
কৃষ্ণদূত আগমন ॥
প্রফুল্ল বদন, কমল নয়ন,
পরিধান পীত বাস।
আজানুলম্বিত, বাহু সুগঠিত,
মনে ধরে কিবা আশ ॥
মন্দ মন্দ গতি, সাধুর প্রকৃতি,
আসে অবনত শিরে।
দাওহে আসন, জিজ্ঞাস কারণ,
কিবা কাজ ব্রজপুরে ॥

স্নানাহ্নিক ক্রিয়া, সমাধা করিয়া,
শ্রীউদ্ধব মহাশয়।
বন বৃন্দাবন, করেন দর্শন,
কৃষ্ণ বিনা শূন্যময় ॥

তথা নিরজনে, দেখেন কাননে,
অপূর্ব্ব রমণীমণি।
পদ্মপত্রাসনে, আছেন শয়নে,
স্পন্দহীন তনু মানি॥
সহচরী গণ, নীরবে বীজন,
করেন কমলদলে।
কেহ কৃষ্ণনাম, দেয় অবিরাম,
ভাসে সবে অশ্রুজলে॥
মৃত সঞ্জীবনী, কৃষ্ণনাম ধ্বনি,
সঞ্চারি বালার দেহে।
করায় চেতন, দেখায় রতন,
প্রাণমন যারে চাহে॥
আধ আধ স্বরে, নামমন্ত্র স্ফুরে,
কহে হরে কৃষ্ণ রাম।
কভু তন্দ্রাবেশ, কভু ভাবাবেশ,
কভু হেরে শ্যামধাম॥
তথা এ-সময়, কৃষ্ণপদাশ্রয়,
উদ্ধবে নিকটে হেরি।
উঠি সখীগণ, আসন অর্পণ,
করিয়া তাঁহারে ঘেরি॥
লজ্জা সহকৃত, বিনয় সহিত,
সুমধুর সম্ভাষণে।

করিয়া সৎকার, প্রিয় সমাচার,
জানিতে উৎসুকি মনে ॥
করেন জিজ্ঞাসা, নাহি পূরে আশা,
বিবিধ প্রকার করি।
হৃদয় বেদন, করান জ্ঞাপন,
প্রিয়পদাম্বুজ স্মরি ॥
বুঝি যদুরাজ, পারিষদ মাঝ,
তুমি হবে প্রিয়সখা।
বল কিকারণে, ব্রজের দর্শনে,
অকস্মাৎ দিলে দেখা ॥
গোপ গবাকীর্ণ, এই বৃন্দারণ্য,
কঠিন কঙ্করময়।
বন্য ফুলফল, ভূষণ সকল,
সম্পদ গোধনচয় ॥
গোপ সখাদল, কিঙ্কর সকল,
কন্দমূল ভক্ষ্য হয়।
সরসী ভৃঙ্গার, কালিন্দী-কিনার,
আরামের স্থান হয় ॥
প্রমোদ কানন, কদম্বের বন,
কিংবা বংশীবট হয়।
ছত্ররূপে তরু, কিশলয় চারু,
বীজনে নিযুক্ত রয় ॥

বিহঙ্গ কুরঙ্গ, ক্রীড়ামাত্র রঙ্গ,
মর্কট বানর চয়।
ব্রজবাসি-গণে, আনন্দ প্রদানে,
এসকল যোগ্য হয়॥
তাঁর স্মরণীয়, কিংবা দর্শনীয়,
নাহি দেখি ব্রজমাঝ।
কহ কৃষ্ণ রাজ, গোপের সমাজ,
কি আজ্ঞা দিলেন আজ॥
প্রভুর আজ্ঞায়, আসিলে এথায়,
জানিলাম অনুমানে।
বুঝি স্নেহবশে, পিতা-মাতা-বাসে,
পাঠালেন দরশনে॥
দৈহিক সম্বন্ধ, স্নেহ অনুবন্ধ,
মুনির দুস্ত্যজ হয়।
তোমারে প্রেরণ, এই সে কারণ,
বুঝিলাম সুনিশ্চয়॥
স্বার্থের কারণ, মিত্রতা বন্ধন,
অপরের সঙ্গে হয়।
যথা আলিকুলে, প্রেমে রহে ফুলে,
যতক্ষণ মধু রয়॥
সাধি বিদ্যাভ্যাস, শিষ্য গুরুবাস,
ছাড়ি যায় নিজস্থান।

যাজক ব্রাহ্মণ, দক্ষিণা গ্রহণ,
করি ত্যজে যজমান ॥
ফল অভিলাষী, পক্ষী বৃক্ষবাসী,
ফল গতে বৃক্ষ ছাড়ে।
দগধে কানন, দেখি মৃগগণ,
বন ছাড়ি যায় দূরে ॥
অতিথি ভোজন, করি সেইক্ষণ,
ছাড়ে গৃহস্থের বাড়ী।
কপটী দুর্জ্জন, সাধি প্রয়োজন,
মিত্রগণে দেয় ছাড়ি ॥
ত্যজে বেশ্যাগণ, দুঃখী নিঃস্বজন,
অসমর্থ নৃপে প্রজা।
ত্যজে শঠজনা, সরলা অঙ্গনা,
দিয়া প্রবঞ্চনা সাজা ॥
অবলা সরলা, কুলবধূ বালা,
ভুলায়ে তাদের মতি।
অকূল পাথারে, ভাসায়ে তাহারে,
ছাড়ে সে পুরুষজাতি ॥

শৈশব কৈসোর, রূপ মনোহর,
কৃষ্ণলীলা গোপী স্মরি।

উদ্ধব নিকটে, কহে অকপটে,
লোকলাজ পরিহরি ॥
করিতে বর্ণন, ঝরে দু'নয়ন,
প্রিয়তমে চিন্তারোপি।
অতি মনস্তাপে, বিরহ বিলাপে,
রোদন করেন গোপী ॥
শ্রীরাধিকা ধ্যানে, ছিলেন সেক্ষণে,
কৃষ্ণ-রূপ দরশনে।
উদ্ধবাগমন, সখীর বচন,
কিছু না শুনেন কাণে ॥
মানস বিলাসে, দেখিলেন শেষে,
কৃষ্ণ এক নারীসনে।
মথুরা নগরে, স্বচ্ছন্দে বিহরে,
ব্রজভাব নাহি মনে ॥
দেখি অভিমানে, তন্দ্রা অবসানে,
সখীর রোদন শুনি।
মেলিয়া নয়ন. বুঝেন কারণ,
কৃষ্ণদূত অনুমানি ॥
দেখেন তথায়, উড়িয়া বেড়ায়,
ভ্রমর চরণ পাশে।
উদ্দেশে তাহায়, দূত কল্পনায়,
কহেন প্রণয়-রোষে ॥

ওহে ধূর্ত্তবন্ধো, মধুমদে অন্ধ,
হইয়াছ বুঝি তুমি।
মথুরা অঙ্গনা, নহি ব্রজাঙ্গনা,
জাননা কি ব্রজভূমি॥
ছুঁওনা ছুঁওনা, শঠের ললনা,
কুঙ্কুম লেপিত গায়।
কেন বা আবার, কর নমস্কার,
ধরিয়া আমার পায়॥
তোমার ব্যাপার, হইলে প্রচার,
যদুরাজ সভামাঝ।
নিন্দায় সখার, মান রাখা ভার,
প্রিয়াগণে দিবে লাজ॥
যাও মধুকর, মথুরা নগর,
প্রভুর প্রেয়সী যথা।
আছেন মানিনী, তারে প্রিয় বাণী,
কহ প্রিয় গুণ গাঁথা॥
করিয়া দ্বিগুণ, গাও তাঁর গুণ,
পাবে বহু পুরস্কার।
এথা আগমন, স্তবন বন্দন,
লাভ মাত্র তিরস্কার॥
এ নহে নূতন, অতি পুরাতন,
ব্রজে বহু অলিরাজ।

গাই তাঁর লীলা, গৃহ ছাড়াইলা,
তাই গোপী বনে আজ ॥
সরলা কমলা, না বুঝিয়া ছলা,
কুহকে ভুলিয়া তাঁর।
চিরকাল ধরি, পদসেবা করি,
আশা করিয়াছে সার ॥
কিন্তু গোপীগণে, আশার বঞ্চনে,
ভুলিবেনা আর কেহ।
করিয়াছে পণ, দিবে বিসর্জ্জন,
প্রাণ-হীন শূন্য দেহ ॥
তুমি ফুলে ফুলে, বসি কুতূহলে,
সাধি কার্য্য মনোমত।
যথা ইচ্ছা যাও, ফিরে নাহি চাও,
তব সখা সেই মত ॥
তুমি হও শঠ, তাহ'তে কপট,
তোমার প্রভুর কথা।
স্মরি অনুক্ষণ, দহে তনু মন,
কহিতে হৃদয়ে ব্যথা ॥
তথাপিও শুন, কিছু বঁধু গুণ,
ব্রজের অঙ্গনা গণে।
সুধা পিয়াইয়া, রাখি জীয়াইয়া,
অদর্শন বিষবাণে ॥

করিয়া জর্জ্জর, গোপীর অন্তর,
কৌতুক দেখার তরে।
পাঠান তোমারে, কহ গিয়া তাঁরে,
গোপী সুখে বাস করে॥
জন্মে জন্মে তাঁর, কর্ম্ম সুপ্রচার,
লোক মুখে শুনা যায়।
কপটাচরণ, স্বভাব ধরম,
পরিচয়ে বুঝা যায়॥
অযোধ্যা নগরে, দশরথ ঘরে,
রামচন্দ্র অবতারে।
বধি কপি বালি, কুলে দিলে কালি,
কপটে মারিয়া তারে॥
রাবণ ভগিনী, হইতে কামিনী,
যাচিল তাঁহার পাশে।
কাটি নাক কাণ, করে অপমান,
আপন নারীর বশে॥
হইয়া বামন, করিয়া গ্রহণ,
বলিদত্ত উপহার।
বাঁধিয়া তাহারে, রাখি ভূ-বিবরে,
নিগ্রহ করেন তার॥
গোপী তাঁর লাগি, হয় গৃহত্যাগী,
পতি পুত্র পরিজন।

অকৃতজ্ঞ তিনি, তাহা নাহি মানি,
তারে দেন বিসর্জ্জন ॥
ওহে অলি শুন, কেন পুনঃপুন,
চরণে ধরহে তুমি।
প্রভু শিক্ষা যাহা, শিখিয়াছ তাহা.
ভাল জানিলাম আমি ॥
তাঁর ব্যাকুলতা, জানাও সর্ব্বথা,
একথা বিশ্বাস্য নয়।
ত্রিভুবন মাঝে, কে রমণী রাজে,
যে তাঁর দুর্ল্লভা হয় ॥
ওহে মধুকর, কপট সুন্দর,
মধুময় যার ভাষ।
নব ঘনশ্যাম, তনু অনুপাম,
ভ্রূভঙ্গিমা সবিলাস ॥
দেখি কোন্ জনা, রাখে সে আপনা,
ধৈরজ হৃদয়ে ধরি।
অন্যের কি কথা, লক্ষ্মীও মোহিতা,
আমরা ত গোপনারী ॥
যদি তুমি বল, পূর্ব্বে এসকল,
কেননা বলিলে তাঁরে।
শুন ওহে ভৃঙ্গ, তাঁর লীলারঙ্গ,
গোপী কি বুঝিতে পারে ॥

যেমন কুরঙ্গ, লুব্ধকের রঙ্গ,
না বুঝি তাহার গীতে।
হারায়ে আপনা, মরণ যাতনা,
ভোগ করে শরাঘাতে॥
গোপী সেই মত, মুরলীর গীত,
শুনিয়া হারায়ে কুল।
কপট বচনে, বিশ্বাস ধারণে,
এখন হারায়ে মূল॥
কালিয়া কপটে, কৃষ্ণনাম শঠে,
কাজ নাই করি মনে।
কিন্তু তার কথা, হৃদয়ে যে গাঁথা,
ছাড়িতে বাজিছে প্রাণে॥
ত্রিবর্গ লতিকা, সমূল ছেদিকা,
তাঁর লীলামৃতধার।
তার এক কণ, পিয়ে যেই জন,
দ্বন্দ্ব ধর্ম্ম নাশে তার॥
রাগাদি বিহীন, হ'য়ে দীন হীন,
ভিক্ষায় জীবন ধরে।
দুঃখী পরিজন, ত্যজি নিষ্কিঞ্চন,
বনে বাস সেই করে॥
শুন মধুকর, যাও হে সত্বর,
বল তাঁরে এই বাণী।

দীনে দয়া যাঁর, সেই মহাত্মার,
উত্তমশ্লোকত্ব ধ্বনি॥
স্বেচ্ছামত অলি, কিছুদূর চলি,
পুন এল তাঁর পাশে।
দেখি ভাবান্তরে, আকুল অন্তরে,
কহেন মধুর ভাষে॥
পুন কি বারতা, ল'য়ে এলে এথা,
কহ অলি এইবার।
বর চাও তুমি, সুখে দিব আমি,
দাও প্রত্যুত্তর তাঁর॥
লক্ষ্মী বধূসনে, তিনি নিশি দিনে,
রহেন আনন্দ মনে।
তুমি কি কারণে, দুঃখী গোপীগণে,
ল'য়ে যাবে সেই স্থানে॥
কহিতে কাতর, কম্পে কলেবর,
বেগে বহে অশ্রুজল।
মান গেল দূরে, কহিলেন ধীরে,
কহ দূত সুমঙ্গল॥
শ্রীনন্দ নন্দন, ব্রজের জীবন,
কুশলে আছেন পুরে।
পিতা মাতা গণ, গোপ শিশুগণ,
মনে কি কখন পড়ে॥

পদ অভিলাষী, বিনামুল্যে দাসী,
স্মরেন কি একবার।
ত্রিভঙ্গিম ঠামে, বঙ্কিম নয়নে,
দেখা কি দিবেন আর॥
পুলিন কানন, করিয়া স্মরণ,
কভু আসি ব্রজপুরে।
চন্দন চর্চ্চিত, বাহু সুললিত,
অর্পিবেন গোপী শিরে॥

কৃষ্ণ দেখিবার, লালসা সবার,
এই সে বচনে জানি।
প্রিয় সমাচারে, তোষিতে গোপীরে,
উদ্ধব কহেন বাণী॥
ওহে ভাগ্যবতি, পুণ্যবতি সতি,
কৃতার্থ হইলে সবে।
নিজ নিজ মন, করিয়া অর্পণ,
অখিলাত্মা বাসুদেবে॥
তপ জপ হোম, ব্রতাদি নিয়ম,
ইন্দ্রিয় দমন আর।
ধর্ম্ম উপার্জ্জন, করি কোন জন,
লভে কৃষ্ণভক্তি সার॥

কিন্তু ভাগ্যবলে, তোমরা সকলে,
শ্রীকৃষ্ণ উত্তমশ্লোকে।
প্রিয়তম ভাবে, প্রেম ভক্তি লাভে,
পূজিতা হইলে লোকে॥
ওহে সাধ্বীজন, আত্মীয় স্বজন,
ত্যজি গৃহ পরিজন।
শ্রীকৃষ্ণ নামে সে, পরম পুরুষে,
সোঁপিয়াছ আত্মা মন॥
আমা অনুগ্রহ, হেতু এ বিরহ,
জানিলাম সুনিশ্চয়।
ব্রজ জন প্রেমা, গোপীর মহিমা,
মোরে দিতে পরিচয়॥
শুন হে কল্যাণি, শ্রীকৃষ্ণের বাণী,
আসিয়াছি যে কারণ।
তাঁহার সন্দেশ, কহিব বিশেষ,
শুনিয়া জুড়াবে মন॥
সুখাবহ কথা, হৃদয়ের ব্যথা,
দূরে যাবে এইক্ষণ।
রহঃ কার্য্য যাহা, করি আমি তাহা,
যাহা তাঁর প্রয়োজন॥

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—)

"তোমাদের সহ, আমার বিরহ,
কদাপিও নাহি হয়।
যথা ভূত চয়, হ'য়ে জীবাশ্রয়,
অনুগত রূপে রয়॥
আমিও তেমন, বুদ্ধীন্দ্রিয় মন,
পরম কারণ রূপে।
আশ্রয় প্রযুক্ত, সর্ব্বজীবে স্থিত,
রহি সদা অন্তঃকূপে॥
ভূতেন্দ্রিয় গুণ, করিয়া ধারণ,
আপনি আপন দ্বারে।
আপনা সৃজন, পালন হরণ,
করি নিজ মায়া দ্বারে॥
আত্মা জ্ঞানময়, সুপবিত্র হয়,
নহে মায়া জড়ীভূত।
সুষুপ্তি স্বপন, আর জাগরণ,
মনোবৃত্তি হয় মাত্র॥
পুরুষ যেমত, হ'য়ে জাগরিত,
মিথ্যা স্বপ্ন চিন্তা করে।
তথা লোকচয়, ইন্দ্রিয় বিষয়,
চিন্তিয়া যাহার দ্বারে॥

ইন্দ্রিয়ের অর্থ, প্রাপ্ত হয় মাত্র
অতএব অনলস।
হ'য়ে সর্ব্বজন, মনের শাসন,
করি কর নিজবশ॥
এই হয় যোগ, এই সত্য ভোগ,
এই হয় ত্যাগ তপ।
ইন্দ্রিয় দমন, স্বধর্ম্মাচরণ,
এই প্রাণায়াম জপ॥
ইত্যাদিক কর্ম্ম, বেদ শাস্ত্র মর্ম্ম,
যাহা কিছু প্রয়োজন।
সে ফল সকল, প্রবেশে কেবল,
নিরোধ করিতে মন॥
বিরহ ভাবনা, করিয়া বেদনা,
কেন পাও সাধ্বীগণ।
তোমাদের সনে, প্রেমে সম্মিলনে,
আছি আমি অনুক্ষণ॥
তোমাদের মন, নয়ন শ্রবণ,
বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়চয়।
আমারে আশ্রয়, করি সদা রয়,
আমি হই তদ্বিষয়॥
শুনহে সুন্দরি, রূপের মাধুরী,
বাগুরা বিস্তার করি।

বেঁধেছ আমারে, অন্তর বাহিরে,
ছাড়াইতে নাহি পারি ॥
থাকি মধুপুরে, কিন্তু ব্রজপুরে,
ব্রজজনে পড়ে মনে।
প্রেমময়ী দেবী, অনুপম ছবি,
গোপী জাগে নিশিদিনে ॥
তোমাদের ধ্যানে, সুপবিত্র মনে,
রহি আমি সর্ব্বক্ষণ।
অন্য অভিলাষ, মন অবকাশ,
নাহি পায় একক্ষণ ॥
তোমাদের মনে, আপনি আপনে,
প্রেমে হ'য়ে আবির্ভূত।
লীলায় পোষণ, করি কিছুক্ষণ,
পরে হই তিরোহিত ॥
নিজ যোগমায়া, আশ্রয় করিয়া,
আসি যাই এইমত।
তোমরা সকলে, মনের আকুলে,
ভাব' তাহা স্বপ্নভূত ॥
সত্যে স্বপ্ন ভাণ, স্বপ্নে সত্য জ্ঞান,
করিয়া সুন্দরী গণ।
আমা প্রতি দোষ, ধরি কর রোষ,
কেন সবে অকারণ ॥

কল্পনা উদ্ভব, মনোবৃত্তি সব,
মম ধ্যান অগ্নি জ্বালি।
আহুতি তাহায়, দিয়া কল্পনায়,
ত্যজিবে মনের কালি॥
সিন্ধুজলে লয়, যথা নদীচয়,
তথা মনোবৃত্তি চয়।
রূপের প্রকাশে, মিশাইয়া শেষে,
আনন্দে পাইবে লয়॥
দোষ তম নাশে, আমার প্রকাশে,
চিত্ত হবে সংশোধন।
না রবে ললনা, বিরহ বেদনা,
প্রেমে হবে নিমগন॥
রহি দূরদেশে, প্রেম বৃদ্ধি আশে,
শুনহে সুন্দরী গণ।
থাকিলে নিকটে, নারী অন্তঃপটে,
নহে প্রিয় দরশন॥
বিরহে সদত, ধ্যানে অবিরত,
হেরিয়া হৃদয়ময়।
হইলে তন্ময়, পাইবে ত্বরায়,
একথা অন্যথা নয়॥
থাকি একারণ, মথুরা ভবন,
এই দোষে ক্ষমা চাই।

তোমাদের ভিন্ন, নাহি জানি অন্য,
উদ্ধবে পাঠাই তাই ॥
রাস রজনীতে, বন্ধনে গৃহেতে,
যে নারী রহিল ধ্যানে।
একান্তে আমারে, চিন্তিয়া অন্তরে,
মিলিল আমার সনে ॥

পাইতে তাঁহায়, শুনিয়া উপায়,
হরিষ বিষাদে গোপী।
না পূরিল আশা, করেন জিজ্ঞাসা,
শ্রীউদ্ধবে পুনরপি ॥
কুশলে সম্প্রতি, আছেন শ্রীপতি,
স্বচ্ছন্দে মথুরাপুরে।
পাইয়া সম্পদ, যাদব আপদ,
বধ করি কংসাসুরে ॥

অন্য গোপীগণ, কহে সাধূত্তম,
নব বধূগণ কৃত।
সলজ্জ আননে, হাস্য বিলোকনে,
কৃষ্ণ হ'য়ে সংপূজিত ॥

আমাদের মত, প্রীতে আমোদিত,
করেন কি প্রিয়া গণে।
সুধা মধুজিত, স্বীয় বাক্যামৃত,
বরষিয়া মনে প্রাণে॥

অন্য গোপী শুনি, কহে একি বাণী,
কহ তুমি অবোধিনী।
রাজার কুমারী, বিদগ্ধা সুন্দরী,
বিভ্রম ভুবন জিনি॥
রতি বিশেষজ্ঞ, কিশোর মনোজ্ঞ,
নবোঢ়া রমণী প্রেমে।
হ'য়ে বিমোহিত, কেননা মোহিত,
করিবেন প্রিয়াগণে॥

স্মরি রাসলীলা, হইয়া বিহ্বলা,
কহে কোন গোপনারী।
শুনহে উদ্ধব, তোমার মাধব,
স্মরেন কি গোপনারী॥
গ্রাম্য কথালাপে, অঙ্গনা সমীপে,
কভু আমাদের কথা।
কহিয়া কৌতুকে, হাসায়ে সবাকে,
আমোদ করেন তথা॥

সে নিশা কখন, হয় কি স্মরণ,
যাহে প্রিয়াগণ সঙ্গে।
শশাঙ্ক কিরণে, শ্রীবৃন্দা বিপিনে,
ভ্রমণ নটন রঙ্গে॥
যাহে গোপীগণ, ভুলিয়া আপন,
তাঁর মনোহর লীলা।
সবে স্তব ছলে, গাই কুতূহলে,
নিজ মন অরপিলা॥
মধুর ঝঙ্কারে, বলয় নূপুরে,
কঙ্কণ ধরিল তাল।
যাহাতে ভ্রমর, ধরি গুণ স্বর,
চুমিল সে বনমাল॥
স্মরি তব প্রভু, আসিয়া কি কভু,
মৃত সঞ্জীবনী করে।
গোপী জীবন্মৃতা, তাহারে জীবিতা,
করিবেন ব্রজপুরে॥

অপরা গোপিনী, কহিলেন তিনি,
আসিবেন কি কারণ।
বধ করি অরি, রাজ্য অধিকারী,
পূজা করে সুহৃজ্জন॥

স্থান বৃন্দাবন, কার্য্য গোচারণ,
প্রিয় গোপ গোপী বিনা।
অন্য কেহ তাঁর, নাহি ছিল আর,
ইতি পূর্ব্বে তাঁর জানা॥
এখন তাঁহার, ঐশ্বর্য্য অপার,
অধিরাজ তিনি পুরে।
রাজার বালিকা, তাঁহার সেবিকা,
বাস রাজ অন্তঃপূরে॥
তিনি বা এখানে, কোন্ প্রয়োজনে,
আসিবেন বল আর।
শুন সখিগণ, স্থির কর মন,
উপায় কি আছে তার॥

কৃষ্ণগুণ স্মরি, মহত্ত্ব বিচারি,
কহিলেন কোন সতী।
তিনি আত্মারাম, সদা পূর্ণকাম,
তাহে কমলার পতি॥
রাজার কুমারী, কিংবা বনচারী,
তাঁর কারে প্রয়োজন।
রাজ নিকেতন, কুটীর ভবন,
সমান নগর বন॥

শুনি চিত্তহারা, কহেন অপরা,
দাও সখি উপদেশ ।
কৃষ্ণবিনা তবে, কি উপায় হবে,
ব্রজগোপিকার শেষ ॥
নৈরাশ্য পরম, সুখের কারণ,
লও সখি তদাশ্রয় ।
তাহা ভিন্ন আর, সরলা বালার,
কি কহিব সদুপায় ॥
পিঙ্গলার বাণী, জেনেও সজনি,
অতি সে দুরন্ত মন ।
তাঁর দরশন, আশারে ধারণ,
করি রহে অনুক্ষণ ॥
কপটে গঠিত, চাতুরী পূরিত,
মধুর আশ্বাস কথা ।
হরি বুদ্ধি মন, করি আকর্ষণ,
রাখিয়াছে আশা লতা ॥
তাহা বিস্মরণ, হও সখিগণ,
কেন দুঃখ পাও বৃথা ।
তাঁর কথালাপ, ত্যজিয়া বিলাপ,
কহ সবে অন্য কথা ॥
ভুলিলে তাঁহারে, দুঃখ যায় দূরে,
কিন্তু গিরিনদী তটে ।

সহ সঙ্কর্ষণ, ল'য়ে সখাগণ,
যথায় ভ্রমণ গোঠে॥
করিলেন তিনি, সেই সেই ভূমি,
প্রাপ্ত হ'য়ে শ্রীচরণ।
করি আলিঙ্গন, হৃদয়ে ধারণ,
করি তাঁর পদাঙ্কন॥
তাহা বারে বারে, দেখায়ে গোপীরে,
দগ্ধ করে গোপী মন।
তাহার উপায়, কহ যাহা হয়,
যাহে হয় নিবারণ॥
ওহে প্রিয় সখি, সে চিহ্ন নিরখি,
নাহি আর প্রয়োজন।
কেন যাও বন, করিতে ভ্রমণ,
হেরিতে সে গোবর্দ্ধন॥
না যাব কাননে, অচল দর্শনে,
কিন্তু সে যে গোপিকার।
হৃদয়ে বিজয়, করি তথা রয়,
চিত্ত করি অধিকার॥
তাহার ললিত, গতি ভঙ্গীকৃত,
মধুর মুরলী গানে।
নয়ন বিলাসে, ধৈরজ বিনাশে,
কি উপায় নিবারণে॥

মনো নেত্রোৎসব, সে গোপীবল্লভ,
ভুলিতে বিদরে হিয়া।
ব্রজের কুশল, যা হয় কেবল,
কহ তাই বিচারিয়া॥

কহি স্থকুমারী বালা, নিজ দুঃখ বিস্মরিলা,
পর দুঃখে ব্যথিত হৃদয়ে।
স্মরি নিজ প্রাণনাথে, ব্রজ দুঃখ নিবারিতে,
কাতরে কহেন অনুনয়ে॥
ওহে কৃষ্ণ বংশীধারী, ব্রজ জন আর্ত্তিহারী,
গোকুলের বিপদ ভঞ্জন।
তোমার বিরহানল, সমধিক করি বল,
দগ্ধ করে তব প্রিয়জন॥
ওহে নন্দ কুলচন্দ্র, তুমি গোকুলের ইন্দ্র,
ব্রজবাসি-জনের জীবন।
কারো নাহি পরিত্রাণ, অনলে গ্রাসিল প্রাণ,
রক্ষ' কৃষ্ণ শ্রীনন্দনন্দন॥
অমিয়া নিন্দিত নাম, সুধা ঢালে অবিরাম,
সর্ব্ব অঙ্গ করিয়া শীতল।
ক্রমে সঞ্চারিয়া দেহে, নামামৃত ধারা বহে,
নিভাইয়া জ্বলন্ত অনল॥

নামে করি সম্বোধন, সঁপি তাঁরে তনুমন,
প্রেমে গোপী আপনা ভুলিলা।
নাম নামী এককালে, গোপী হৃদি শতদলে,
প্রেমানন্দে উদিত হইলা॥
হেরিয়া উদ্ধব সতী, নীরব নিশ্চল মতি,
বিসরিয়া পূর্ব্বের প্রার্থনা।
পুলক কদম্ব দেহে, ভাবের তরঙ্গ বহে,
অধিদেবে করেন অর্চ্চনা॥

ত্রিলোক অতীত ভাব, গোপ বালিকার লাভ,
হেরিয়া হইয়া চমৎকার।
আপনারে ধন্য মানি, কৃষ্ণের সন্দেশ বাণী,
বিশেষিয়া কহি পুনর্ব্বার॥
সন্তোষিয়া গোপীগণে, উদ্ধব প্রফুল্ল মনে,
চলিলেন কানন দর্শনে।
সঙ্গে ল'য়ে ব্রজবাসী, আনন্দ প্রবাহে ভাসি,
ভ্রমণ করেন বনে বনে॥

গিরি গোবর্দ্ধন, কুসুম কানন,
লতা কুঞ্জ কুসুমিত।
যমুনার তট, শ্রীবংশিকা বট,
ফলে তরু সুশোভিত॥

কৃষ্ণ লীলাময়, স্থান সমুদয়,
হেরিয়া কৃতার্থ মনে।
কৃষ্ণ লীলা গানে, হরিদাস রমে,
স্বচ্ছন্দে শ্রীবৃন্দাবনে ॥
ব্রজবাসি-সঙ্গে, লীলার প্রসঙ্গে,
মগ্ন রহে অনুক্ষণ।
সুখে ক্ষণ প্রায়, কাল বহি যায়,
নাহি জানে কোন জন ॥
ব্রজ প্রেমোৎসবে, মহামহোৎসবে,
শ্রীউদ্ধব মহাশয়।
কতিপয় মাস, তথা করি বাস,
পুন যাত্রা অভিপ্রায় ॥
জানায়ে সবারে, প্রীতি ভক্তিভরে,
নমস্কার আলিঙ্গনে।
লইয়া বিদায়, চলেন ত্বরায়,
গোপবালা যথা বনে ॥

কৃষ্ণের সন্দেশ, হৃদয়ে প্রবেশ,
হইয়া গোপীর দেহে।
মৃত আশালতা, করি সঞ্জীবিতা,
প্রেম অশ্রু রূপে বহে ॥

দর্শন লালসা, জীবনের আশা,
জাগাইয়া পুনরায়।
কখন আনন্দে, কভু নিরানন্দে,
মগ্ন রাখে গোপিকায়॥
স্মরিয়া মাধব, আসি শ্রীউদ্ধব,
উপনীত এ সময়।
হেরি সসম্ভ্রমে, সবে প্রীতমনে,
অর্চ্চনা করেন তাঁয়॥
কেহ অকপটে, উদ্ধব নিকটে,
জানান হৃদয় ব্যথা।
কেহ বা বিষাদে, অবনত মাথে,
কিছু না কহেন কথা॥
কেহ অভিমানে, ভর্ৎসনা বচনে,
করে তাঁরে তিরস্কার।
কেহ গুণ স্মরি, মহাত্মা বিচারি,
জিজ্ঞাসেন সমাচার॥
কেহ স্ফূর্ত্তিময়, বিভোর হৃদয়,
কভু হাসে কভু গায়।
কেহ অন্বেষণে, ভ্রমে বনে বনে,
উন্মাদের দশা প্রায়॥
কোন গোপিকার, বিষম বিকার,
কৃষ্ণাবেশে বাক্য স্ফূরে।

কখন মানিনী, কভু প্রেমাধিনী,
অশ্রু বহে শত ধারে ॥
কখন প্রলাপে, কভু বা বিলাপে,
হয় অতিশয় দীনা।
কভু মহানন্দে, নীল অরবিন্দে,
অলি প্রায় রহে লীনা ॥
মহা ভাবময়, গোপীর হৃদয়,
কৃষ্ণে আবেশিত চিত।
হেরিয়া উদ্ধব, গুণ অনুভব,
করি হ'য়ে তদাশ্রিত ॥
অতি ভক্তি ভরে, স্তুতি নমস্কারে,
কহিলেন সবিস্ময়।
এই জগমাঝে, সার্থক বিরাজে,
ব্রজ গোপাঙ্গনা চয় ॥
সফল জনম, শরীর ধারণ,
সফল করম তার।
কৃষ্ণ ভগবানে, প্রেম উপার্জ্জনে,
অধিকার হয় যার ॥
মুক্ত মুনি জনা, যে ভাব বাসনা,
সদত করেন ধ্যানে।
প্রিয় ভক্তগণ, যে ভাব কারণ,
অভিলাষী নিশি দিনে ॥

সেই মহাভাব, যার হয় লাভ,
রাগ অনুরাগ ময়।
কৃষ্ণ কথামৃত, পানে অবিরত,
যাহাদের চিত্ত রয়॥
ব্রহ্ম জন্ম তার, কি অধিক আর,
কিবা তাহে প্রয়োজন।
উত্তম অধম, কি তার গণন,
সেই হয় সর্ব্বোত্তম॥
তাঁহার ভজন, করে যেই জন,
প্রসাদ লভে সে তাঁর।
জ্ঞান শিক্ষা আর, আচার বিচার,
জাতি কি করিবে তার॥
কোথা এই নারী, অজ্ঞ বনচারী,
দুষ্টা ব্যভিচার দোষে।
কোথা সেই কৃষ্ণ, অখিলের ইষ্ট,
পরমাত্মা পরমেশে॥
ত্রিলোক দুর্ল্লভ, কৃষ্ণ প্রেমোদ্ভব,
গোপীর সম্ভব নয়।
কিন্তু কায়মনে, তাঁহার ভজনে,
কৃপায় সুলভ হয়॥
যথা মহৌষধি, নাহি মানে জাতি,
মূর্খ বা পণ্ডিত জন।

যে করে সেবন, তার সেই ক্ষণ,
রোগ করে নিবারণ ॥
তাঁর প্রসাদিত, জন সেই মত,
মুক্ত হ'য়ে সেই ক্ষণ।
হইয়া পূজিত, সর্ব্ব নমস্কৃত,
সুখে করে বিচরণ ॥
গোপীগণ প্রতি, তাঁহার যে প্রীতি,
প্রসন্নতা চমৎকার।
রাস মহোৎসবে, প্রেমে কান্ত ভাবে,
ভুজ দণ্ড আপনার ॥
গোপী কণ্ঠ দেশে, অর্পি প্রীতিভাবে,
নৃত্য গীত আলিঙ্গনে।
অনুগ্রহ যাহা, প্রকাশেন তাহা,
কারে নাহি ত্রিভুবনে ॥
অধিক কি কথা, বক্ষে বিরাজিতা,
অনুরক্তা লক্ষ্মী প্রতি।
সেরূপ না হয়, স্বর্গাঙ্গনা চয়,
পদ্মগন্ধা পদ্মকান্তি ॥
হইয়াও যাহা, নাহি পান তাহা,
অন্যে কে লভিতে পারে।
যাহা গোপিকার, দুঃখ দুর্নিবার,
সুচির সন্তাপ হরে ॥

কৃষ্ণ আলিঙ্গিতা, মহা ভাবাশ্রিতা,
অমিত প্রভাব বতী।
সে গোপীর ভাগ্য, কে কহিতে যোগ্য,
আশা পদ রেণু প্রতি॥
যাঁহারা ভবন, দুস্ত্যজ স্বজন,
কুল ধর্ম্ম পরিহরি।
বেদের দুর্ল্লভ, সে পদ পল্লব,
উপাসনা অধিকারী॥
সে চরণ রেণু, ভূষিত এ তনু,
করিবারে মন আশে।
মম যে কামনা, পূরণে প্রার্থনা,
করি ব্রজ দেবী পাশে॥
সকলে সদয়, হইয়া আমায়,
দেন এ আশীষ বাণী।
ব্রজে নীচ জাতা, ক্ষুদ্র তৃণ লতা,
জন্মান্তরে হই আমি॥

গোপীগণে নমস্কার, করি কোটি কোটি বার,
শ্রীচরণ ধূলি ল'য়ে শিরে।
মানি মহা মহোৎসব, চলিলেন শ্রীউদ্ধব,
গোপী অনুমতি ল'য়ে ধীরে॥

রথে আরোহিতে, আসিলেন পথে,
হেরি নন্দ গোপ গণে।
যার যাহা যোগ্য, কৃষ্ণ উপভোগ্য,
দিয়া প্রীতে সযতনে ॥
স্নেহ ভরে নন্দ, আর উপানন্দ,
অন্য অন্য গোপ গণ।
কৃষ্ণ অনুরাগে, হৃদয়ের বেগে,
স্মরি তাঁর চন্দ্রানন ॥
কহেন কাতরে, গদ গদ স্বরে,
অশ্রু করি সংবরণ।
গোকুলের ইন্দ্র, সেই কৃষ্ণ চন্দ্র,
বিনা শূন্য বৃন্দাবন ॥
কৃষ্ণ শিশু-মত, হইয়া বিস্মৃত,
নাহি স্মরে ব্রজ বাসী।
আমাদের মন, তাঁহারে স্মরণ,
করে যেন দিবা নিশি ॥
জিহ্বা অনুক্ষণ, তাঁর গুণ গণ,
গানে যেন রত রয়।
যথা তথা থাকি, কৃষ্ণ ব'লে ডাকি,
কৃষ্ণে যেন চিত্ত রয় ॥
কর্ম্ম অনুক্রমি, যথা বা জনমি,
তাহে নাহি কোন ক্ষতি।

সদা যেন স্মরে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরে,
মতি রহে তাঁর প্রতি ॥

কহি সমাদরে, সবে উদ্ধবেরে,
করিলেন আলিঙ্গন।
উদ্ধব সবারে, প্রীতি প্রেম ভরে,
নমস্কার সম্ভাষণ ॥
করিয়া ত্বরায়, লইয়া বিদায়,
কৃষ্ণ সন্দর্শন সুখে।
রথ আরোহণে, পবন গমনে,
চলিলেন পুর মুখে ॥
মথুরায় নীত, হইয়া ত্বরিত,
চলিলেন পুরী মাঝে।
যথা নিরজনে, একা অন্যমনে,
সখা কৃষ্ণচন্দ্র রাজে ॥
প্রবেশি শ্রীকান্তে, শ্রীচরণ প্রান্তে,
করিলেন প্রণিপাত।
সহসা হেথায়, হেরিয়া সখায়,
ধরি তাঁরে জগন্নাথ ॥
আলিঙ্গিয়া তাঁরে, জিজ্ঞাসেন ধীরে,
কহ কহ প্রিয় সখা।

অতি শোকান্বিতা, মম পিতা মাতা,
সঙ্গে কি হইল দেখা ॥
শ্রীদাম সুবল, মম সখা দল,
তাদের কুশল বল।
আমা বিনা যারা, হ'য়ে জ্ঞান হারা,
তৃষ্ণায় না পিত জল ॥
ব্রজের কুশল, কহ সুমঙ্গল,
দেখিলে কি গোপী গণে।
পরাণ পিয়ারী, রাধিকা সুন্দরী,
হেরিলে কি সখী সনে ॥

শ্রীউদ্ধব ধীরে, অবনত শিরে,
কহিলেন শুন সখা।
মন অভিরাম, তব ব্রজ ধাম,
বহু ভাগ্যে হয় দেখা ॥
ব্রজের ভূষণ, তব পদাঙ্কন,
শোভে মাত্র ব্রজ পুরে।
গোপী নেত্র জল, করিল প্রবল,
কেবল যমুনা নীরে ॥
জন বিমোহন, তব বংশী স্বন,
ভ্রমিয়া ত্রিলোক চয়।

শ্রীবৃন্দাবিপিনে, তরুলতা সনে,
প্রতিধ্বনি রূপে রয় ॥
ধরি সেই স্বর, প্রতি তরুবর,
কুসুম লতিকা দল।
হ'য়ে প্রফুল্লিতা, পুষ্পে সুশোভিতা,
তরু ধরে মধু ফল ॥
সে মধুর ধ্বনি, পাখীগণ শুনি,
মুদিয়া যুগল আঁখি।
আবেশে তোমারে, বুঝি তারা হেরে,
আশ্রয় করিয়া শাখী ॥
গাভী বৎস গণ, সে শব্দ ধারণ,
করিয়া হৃদয় পুরে।
তোমার আহ্বান, যেন করি জ্ঞান,
ধায় বন বনান্তরে ॥
শুনি মাত্র বেনু, স্থির করি তনু,
রহে চকিতের প্রায়।
আশায় জীবন, রাখে অনুক্ষণ,
দরশন সুখাশায় ॥
তব লীলাময়, স্থান সমুদায়,
হেরি ব্রজ বাসি চয়।
লীলা গুণ গানে, আবেশিত প্রাণে,
আশায় বাঁচিয়া রয় ॥

তব সখা গণ, লইয়া গোধন,
আবেশে গোঠের বাটে।
কহে কৃষ্ণ এথা, লুকাইলি কোথা,
আয় খেলাইব মাঠে॥
গোপের বালিকা, গণ পুত্তলিকা,
তুমি হ'য়ে যন্ত্রধর।
তাদের হৃদয়ে, বসিয়া নির্ভয়ে,
যা খেলাও নিরন্তর॥
হ'য়ে আত্মহারা, তাই করে তারা,
গৃহ ত্যজি বনে বনে।
তোমার সংযোগ, কভুবা বিয়োগ,
ঘটে তাহাদের মনে॥
কভু গর্ব্বভরে, তোমা তিরস্কারে,
কভু মানে মৌনী রয়।
কভু সমাদরে, সম্ভাষণ করে,
লীলা গানে রত হয়॥
অলি পিক গণে, যা দেখে নয়নে,
দূতের কল্পনা করে।
কভু হাসে গায়, কখন লুকায়,
বৃহৎ তরুর আড়ে॥
শয়নে স্বপনে, তব রূপ ধ্যানে,
আবেশে তোমারে হেরি।

তাহারে আশ্রয়, করি গোপীচয়,
কাল হরে আশা ধরি ॥
ত্রিভুবন জয়ী, কৃষ্ণ প্রেমময়ী,
মহাভাব স্বরূপিণী।
তন্ময় সায়রে, কখন বিহরে,
কভু হয় বিরহিণী ॥
অতি ক্ষীণ দেহ, তাপে হয় দাহ.
কভু অঙ্গ হিম ময়।
ঝরে স্বেদ বিন্দু, ম্লান মুখ ইন্দু,
বি-বরণ দেখা যায় ॥
অঙ্গ কম্পান্বিত, দৃষ্টি নভো গত,
মোহ প্রাপ্তে অচেতন।
সখীর বচনে, নামামৃত পানে,
হয় পুন সচেতন ॥
যে রূপ তাহার, অদ্ভুত বিকার,
কি কহিব সখা আর।
বুঝি শ্রীরাধার, জীবন লীলার,
শেষ দশা এইবার ॥

পদ।

হেম উজ্জ্বল, প্রেম নির্ম্মল,
অদ্ভুত ভাব সিন্ধু।
শুনি কম্পিত, হরে সম্বিত,
মূর্চ্ছিত শ্যাম ইন্দু॥
উদ্ধব ধরি, ক্রোড় উপরি,
কর্ণে জল্পে নাম।
সঞ্চারে নাম, চেতনা ধাম,
পাওল ঘন শ্যাম॥
জ্বলদুজ্জ্বল, দেহ দুর্ব্বল,
নীলোৎপল নেত্রে।
প্রাবিট পারা, বর্ষিয়া ধারা,
সিঞ্চিল মৃদু গাত্রে॥
আক্ষেপ ধ্বনি, নিঃসরে বাণী,
লজ্ঘিল মরিযাদা।
কাঁহা সে ধনী, চন্দ্র বদনী,
প্রাণ পিয়ারী রাধা॥
উদ্ধব ধীরে, আশ্বাসে তাঁরে,
আশ ত্যজসি কাহে।
ইন্দু বদনি, রমণী মণি,
মিলাওব হাম তোহে॥

"কৃষ্ণেরে সম্ভাষি, শ্রীউদ্ধব আসি,
প্রবেশি সভার মাঝে।
সামগ্রী সম্ভার, রামে উপহার,
বসুদেব যদুরাজে॥
করিয়া অর্পণ, ব্রজ বিবরণ,
কহি রামে সমুদায়।
নিজ নিকেতন, করেন গমন,
প্রণমিয়া তাঁ'সবায়॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নরহস্য।

উদ্ধব সংবাদে, দারুণ বিষাদে,
মগন গোপাল হরি।
স্মরি পিতামাতা, স্নেহ বৎসলতা,
প্রিয়সখা গোপনারী॥
দিবা বিভাবরী, প্রিয়া সুকুমারী,
শ্রীরাধার দশা স্মরি।
নিজ অপরাধ, চিন্তিয়া প্রসাদ,
লাভ হেতু সুবিচারি॥
শয়নে স্বপনে, রাধারূপ ধ্যানে,
জপি শ্রীরাধার নাম।

কখন দর্শন, কভু অদর্শন,
আবেশে রহেন শ্যাম ॥
এক নিশাশেষে, মানস বিলাসে,
হেরি প্রিয়া শ্রীরাধারে।
স্বদোষ মার্জ্জন, হেতু নিবেদন,
করেন তন্দ্রার ঘোরে ॥
কহেন বিনয়ে, ক্ষম ওহে প্রিয়ে,
তব ঋণে আছি বাঁধা।
তাই তব নাম, গাই অবিরাম,
বাঁশরীতে যাহা সাধা ॥
শুন হে সুন্দরি, নাম সার করি,
তব ভাব ধরি সুখে।
দুবাহু তুলিয়া, আনন্দে গাহিয়া,
তরিব অপার দুঃখে ॥

সত্যভামা রাণী, অপূর্ব্ব কাহিনী,
স্বপনের কথা শুনি।
কহেন চমকি, আজি শুনি একি,
প্রিয়তম মুখে বাণী ॥
অতি চমৎকৃত, হৃদয়ে ব্যথিত,
কহিলেন পুনর্ব্বার।

এ নিদ্রার ভোগে, হৃদয়ে কে জাগে,
কে করিল অধিকার॥
অবশিষ্ট নিশি, জাগিয়া রূপসী,
রহিলেন প্রতীক্ষায়।
প্রিয় নিদ্রাভঙ্গে, কৌতূহল রঙ্গে,
জানিবার অভিপ্রায়॥
বিহঙ্গম গণে, নিজ নিকেতনে,
জাগি সুখে কলস্বনে।
উষা আগমন, করায়ে জ্ঞাপন,
নিদ্রিত জগত জনে॥
আহার চেষ্টায়, উড়িবারে চায়,
তিমিরে না পাই দিশা।
অরুণে কাতরে, জানায় সত্বরে,
ধরি নিজ নিজ ভাষা॥
নাশি নিশা-তম, বসিল অরুণ,
প্রাচীদিক দরবারে।
হেরিয়া সাহসে, ধায় দেশে দেশে,
দ্বিজকুল কার্য্যান্তরে॥
হাসিল কুসুম, দিগঙ্গনা গণ,
বহি মন্দ সমীরণ।
পরিমল দানে, তোষে সর্ব্বজনে,
দিক করি বিচরণ॥

নবশাখা'পরে, তুলি ধীরে ধীরে,
মহানন্দে শুকসারি।
কৃষ্ণ গুণগণ, করিয়া বর্ণন,
গায় জন-মনোহারী॥
প্রভাত সময়, আসি বন্দিচয়,
দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে।
মৃদু মৃদু স্বরে, জানায় প্রভুরে,
রাজনীতি অনুসারে॥
জয় জগন্নাথ, শুভ সুপ্রভাত,
নিশানাথ এইক্ষণে।
মজ্জনের ছলে, জলধি-সলিলে
চলে প্রিয় সম্মিলনে॥
অরুণ প্রকাশে, কমলিনী হাসে,
লুবধ মধুপ চয়।
মধুপান আশে, ফিরে চারি পাশে,
ঝঙ্কারি সরসীময়॥
তব প্রজাগণে, তৃষিত নয়নে,
রহিয়াছে দ্বারদেশে।
দর্শন আশায়, চাতকের প্রায়
দৃষ্টি ধরি অনিমেষে॥
দীন প্রজাগণে, দরশন দানে
করুণা নয়নে হেরি।

করুন পালন, শ্রীমধু সূদন,
দীন দয়াময় হরি ॥

পদ।

যাদবকুল, নলিনী দল,
মাধব তাহে ভাস্কর।
দানবকুল, ধ্বংসের মূল,
প্রাণহারক তস্কর
সাধবকুল, হৃদয়োৎপল,
ফুল্লিত কর চন্দ্রমা।
গোপিকাকুল, হৃদগত শূল,
ধ্বংসক নন্দনন্দনা॥
সেবকজনে, ভবতারণে,
পঙ্কজপদ তরণী।
মাধব তব, করুণা লব,
পাতকী ভয়হারিণী ॥
জলদ শ্যাম, না হৈও বাম,
পতিতজন প্রার্থনে।
শেষ শয়নে, নাম স্মরণে,
মতি দিও যেন অধমে ॥

শ্রীমণি মন্দিরে, প্রবেশিয়া ধীরে,
সেবে পরিচারিগণে।

কেহ মন্দ বায়, চামর ঢুলায়,
কেহ পাদ সংবাহনে ॥
বসি প্রিয়পাশে, দেবী মৃদুভাষে,
করি তাঁরে জাগরিত।
আধ উন্মীলন, নলিন নয়ন,
অরুণিমা সুশোভিত ॥
হেরিয়া পুলকে, ছাড়িয়া পলকে,
ধরিয়া কমল করে।
প্রেম প্রীতিভরে, লইয়া কান্তরে,
চলিলেন গৃহান্তরে ॥
স্নপন মার্জ্জন, করি সমাপন,
আহ্নিকাদি ক্রিয়া সারি।
বসিয়া সুন্দরী, প্রিয় করে ধরি,
জিজ্ঞাসেন ধীরি ধীরি ॥
ওহে প্রিয়তম, কহ কি কারণ,
শুখায়েছে চন্দ্রানন।
যেন কি চিন্তায়, ভাসায়ে হিয়ায়,
আছ সদা উচাটন ॥
সে রূপ মাধুরী, আর নাহি হেরি,
নলিন নয়নে হাস।
সুধা বিনিন্দন, সে নর্ম্মভাষণ,
নাহি হাস্য পরিহাস ॥

দেখি দিন দিন, তোমারে মলিন,
যেন হারায়েছ মতি।
শুষ্ক বিম্বাধর, ক্ষীণ কলেবর,
নাহি দেখি দেহে স্মৃতি ॥
হইয়া নির্গুণ, ধর ষড়্‌গুণ,
গুণময় তব লীলা।
প্রকৃতির পার, অথচ তোমার,
প্রকৃতি-সনেই খেলা ॥
তোমার চরিত, অনন্ত অদ্ভুত,
অতুল ঐশ্বর্য্য চয়।
কত যে রূপসী, হইবারে দাসী,
সেবা অভিলাষে রয় ॥
কালি স্বপ্নাবেশে, আসি তব পাশে,
দেখাদিল কোন জন।
তার সম্ভাষণে, অপরাধি জ্ঞানে,
মান' নিজে হীনজন ॥
তব অপমান, নাহি সহে শ্যাম,
এহেতু ব্যথিত প্রাণ।
অজ ভব আদি, ধরিয়া সমাধি,
যাঁর তত্ত্ব নাহি পান ॥
সেই তুমি ঋণে, বন্দি কার্ ধনে,
কে তোমার মহাজন।

সত্য কহ নাথ, আমার সাক্ষাত,
সে সকল বিবরণ ॥
শুনি তুমি সদা, কহ রাধা রাধা,
সে তোমার কেবা হয়।
দেবী কি মানব, কোথায় উদ্ভব,
কহকহ শ্যাম রায় ॥

শুনি শ্যাম হাসি, কহেন প্রেয়সি,
আশ্চর্য্য তোমার বাণী।
স্বপনের কথা, সত্য হয় কোথা,
এমত কভু না শুনি ॥

সত্যভামার উক্তি—

মনের কল্পনা, স্বপ্ন সর্ব্বজনা,
দেখে তাহা আমি জানি।
তব মনো বৃত্তি, কল্পনায় ব্রতী,
নহে কভু নীলমণি ॥
কহ নব ঘন, না কর গোপন,
আপন কিঙ্করী জনে।
ত্রিলোক বিজয়, তোমার হৃদয়,
বাঁধা আছে কোথা ঋণে ॥

কৃষ্ণের উক্তি—

তোমরা সকলে, প্রণয়শৃঙ্খলে,
বাঁধিয়াছ সুবদনি।
বিশেষত তুমি, প্রেয়সী রমণী,
তোমা ছাড়া নহি আমি॥
তোমার কারণ, পুষ্প হেতু রণ,
করিলাম ইন্দ্র সনে।
তব কৃত ব্রতে, দক্ষিণা প্রদস্তে,
মুনি সহ চলি বনে॥
কিন্তু হে সুন্দরি, আজি তব প্রৌঢ়ী,
রাখিতে না পারি আমি।
রাধা কোন্ জাতি, কোথা উৎপত্তি,
সে তত্ত্ব আমি না জানি॥

সত্যভামার উক্তি—

ওহে প্রাণেশ্বর, তব অগোচর,
কেবা আছে চরাচরে।
কহিতে কি বাধা, কে হয় সে রাধা,
কৃপাকরি কহ মোরে॥

কৃষ্ণের উক্তি—

দাও প্রিয়ে ক্ষমা, রাধা আলোচনা,
ল'য়ে কিবা প্রয়োজন।

রাধার বারতা, কহি কেন ব্যথা,
পাও প্রিয়ে অকারণ॥

সত্যভামা—

শুনহে শ্রীহরি, ছাড়িয়া চাতুরী,
রাখ মম নিবেদন।
রাধা বিবরণ, করায়ে শ্রবণ,
সুস্থির করহে মন॥

কৃষ্ণ—

নিবেদন করি, শুনহে সুন্দরি,
এ কথা না কহ আর।
বিধি পুরন্দর, পার্ব্বতী শঙ্কর,
তত্ত্ব নাহি পান যাঁর॥
আমি কি প্রকারে, জানিব তাঁহারে,
ক্ষমহে প্রেয়সি মোরে।
সে রাধার তত্ত্ব, জানিতে সমর্থ,
কে হয় এ তিন পুরে॥

সত্যভামা—

ওহে প্রাণনাথ, না কর বিবাদ,
আমার শপথ লাগে।
যার নামে তব, পুলক উদ্ভব,
অঙ্গে রোমাবলী জাগে॥

না জানি কেমন, হয় সেই জন,
দাও তার পরিচয়।
নতুবা জীবন, দিব বিসর্জ্জন,
ও দুটী রাতুল পায়॥

শ্রীরাধার মহিমা।

শুনি বার বার, প্রতিজ্ঞা প্রিয়ার,
হইলেন বিচলিত।
শ্রীরাধার মূর্ত্তি, চিত্তে হৈল স্ফূর্ত্তি,
হৃৎপদ্ম বিকসিত॥

কৃষ্ণ—

কহেন ভামিনি, শুন যাহা জানি,
তিনি অপ্রাকৃত ধন্যা।
অপূর্ব্বা রমণী, নারী শিরোমণি,
কমলে উদ্ভবা কন্যা॥
সে রূপ মাধুরী, ত্রিলোকে না হেরি,
কি রূপ জানাব তাঁর।
যা দিব উপমা, তিনি তারি সীমা,
অন্য নাহি কিছু আর॥
তোমার কারণ, তাঁহার বর্ণন,
করি সাধ্য অনুসারে।

হরিল যে জন, প্রাণ বুদ্ধি মন,
অবশ করিয়া মোরে॥
তাঁর রূপ হেরি, অমরী অপ্সরী,
রম্ভা তিলোত্তমা আর।
রূপ অভিমানী, যতেক রমণী,
মানে তাঁরে পরিহার॥
দামিনী দমন, শ্রীঅঙ্গ করণ,
ভুজঙ্গিনী জিনি বেণী।
নয়ন বিলাসে, মৃগ-মদ নাশে,
ভুরু কামশর জিনি॥
তিলপুষ্প জিনি, নাসাগ্র শোভনী,
তাহে শোভে গজমোতি।
নিশ্বাস অনিলে, ধীরে ধীরে দুলে,
হরে অনঙ্গের মতি॥
বাঁধুলির ফুল, জিনিয়া রাতুল,
যুগল অধর ভাস।
মাঝে দ্বিজপাঁতি, সুদাড়িম্ব কাঁতি,
তাহে ধরে মৃদু হাস॥
কমল আননে, মৃদু সমীরণে,
অলকার পাঁতি ভ্রমে।
যেন ভৃঙ্গাবলি, মধুমদে ঢলি,
বিকচ পঙ্কজে রমে॥

,স্থল উতপল, জয়ী করতল,
পদ-কোকনদ রাজে।
রাহু ভয়ে ভীত, চাঁদ লুক্কায়িত,
রহে নখরের সাজে॥
ধীরা লজ্জাশীলা, বিনয়ী সুশীলা,
পরিহাস বিশারদা।
অতি সোহাগিনী, মর্য্যাদাশালিনী,
সুহাসিনী প্রিয়ংবদা॥
গম্ভীর প্রকৃতি, মহাভাগ্যবতী,
করুণা নিলয় দাতা।
গুরুস্নেহান্বিতা, মান-গরবিতা,
সহচরী বশীভূতা॥
মৃদু সুকুমারী, নবীনা কিশোরী,
সুদুর্ল্লভা সেই নারী।
মরালগামিনী, মম প্রেমাধিনী,
আমার মানস-হারী॥
দেহে নাহি স্মৃতি, আমাপ্রতি মতি,
মম কথা আলাপনে।
স্ফূর্ত্তি নিশিদিনে, স্বপ্নে জাগরণে,
রহেন আমার ধ্যানে॥
আমি আত্মারাম, কারে নাহি কাম,
নাহি জানি কোন্ গুণে।

বাঁধিল আমারে, দৃঢ়পাশে জোরে,
বসি হৃদি সিংহাসনে ॥

সত্যভামা—

কহিলেন সতী, আশ্চর্য্য ভারতী,
শুনিলাম তব মুখে।
প্রধানা প্রকৃতি, শ্রীরুক্মিণী সতী,
জানি জানে সর্ব্বলোকে ॥
তাহাতে প্রধানা, আছে তব রামা,
নাহি জানি শ্যামরায়।
কহ তব ভাব, কে করিল লাভ,
কার হ'তে প্রেমোদয় ॥

শ্রীরাধারমণ, করিয়া শ্রবণ,
রাধাভাব সিন্ধুনীরে।
হইয়া মগন, ভুলিয়া আপন,
আনন্দে কহেন তাঁরে ॥

কৃষ্ণ—

শুনহে সুন্দরি, সেই প্রাণেশ্বরী,
মহাভাব স্বরূপিণী।
মাহাত্ম্যে অধিকা, সর্ব্ব আরাধিকা,
শক্তিরূপা আহ্লাদিনী ॥

ভজন পূজন, তাঁর উপাসন,
তাঁরি রূপ সদা ধ্যান।
তিনি অধীশ্বরী, হৃদয় বিহারী,
তিনি বুদ্ধি মম জ্ঞান॥
জিহ্বা তাঁর নাম, জপে অবিরাম,
নাম সুধাতরঙ্গিণী।
মাধুর্য্যে মধুরা, মন-প্রাণ-হরা,
তিনি নেত্র বিনোদিনী॥
সেই সে সুন্দরী, রাসরসেশ্বরী,
বাঁশিতে সে নাম সাধা।
ত্রিলোক বিজয়ী, সেই কান্তিময়ী,
স্থির চরে হেরি সদা॥
তিনি শ্রীরূপিণী, আনন্দদায়িনী,
পরা দেবী সম্মোহিনী।
পরমা প্রকৃতি, তাঁর প্রেমরীতি,
ত্রিভুবন নারী জিনি॥
তাঁহার মহিমা, নাহি পাই সীমা,
কি কহিব সতি আর।
আমি উদাসীন, তবু চিরদিন,
বাঁধা আছি প্রেমে তাঁর॥

সত্যভামা—

কোথা তাঁর ধাম, কহ ওহে শ্যাম,
কি নাম ধরে সে সতী ।
যাঁহার মহিমা, নাহি পান সীমা,
অজ ভব উমাসতী ॥

কৃষ্ণ—

বৃন্দাবন ধাম, শ্রীরাধিকা নাম,
নাহি অন্য অভিলাষ ।
আমার কারণ, ত্যজি নিজজন,
কাননে করেন বাস ॥
লক্ষ্মী আদি করি, যত সুরনারী,
অংশে জন্ম হয় তাঁর ।
তোমরাও সতি, তদংশে উৎপত্তি,
সর্ব্বোপরি স্থিতি তাঁর ॥
অধিক কি আর, সম ঊর্দ্ধ তাঁর,
নাহি আছে ত্রিভুবনে ।
তাঁহার মরম, জানে কোন্ জন,
কি কহিব সত্যভামে ॥

সত্যভামা—

করযোড় করি, কহেন সুন্দরী,
ওহে শ্যাম দয়াময় ।

কৃপা করি মোরে, দেখাও তাঁহারে,
দিলে যাঁর পরিচয়॥
শুনি শ্যামশশী, কহিলেন হাসি,
তুমি যদুকুল মান্যা।
অন্তঃপুর চারী, অভিমানী নারী,
সত্রাজিত রাজকন্যা॥
সে রাজকুমারী, ব্রজবন চারী,
গুরুজন সোহাগিনী।
মান গর্ব্বে রয়, সিন্ধু দুর্গাশ্রয়,
কেন বা লবেন তিনি॥
তবে কি প্রকারে, দেখাব তাঁহারে,
তাঁর যদি হয় দয়া।
অনুগত জনে, কৃপা বিতরণে,
দেন নিজ পদ-ছায়া॥

রাধার মহিমা, প্রিয়ের বর্ণনা,
শুনিয়া আনত মুখে।
ভাবি পরমাদে, মলিনা বিষাদে,
রহেন মনের দুঃখে॥

প্রিয়া রূপ গুণগানে, উল্লাসে প্রফুল্ল মনে,
কৌতুকে বিদগ্ধ শ্যামরায়।

শীঘ্র তাঁর দরশন, হেতু চঞ্চলিত মন,
চিন্তিলেন তার সদুপায় ॥

বলরামের ব্রজে আগমন।

ব্রজ বিবরণ, করিয়া শ্রবণ,
সন্তাপিত বলবীর।
পিতা-মাতা-স্নেহ, গোপীর বিরহ,
স্মরিয়া যমুনাতীর ॥
অতি উৎকণ্ঠায়, কৃষ্ণের আজ্ঞায়,
সন্তোষিতে ব্রজজন।
রথ আরোহণে, পবন গমনে,
আসিলেন বৃন্দাবন ॥
নন্দ ব্রজপথে, অকস্মাৎ রথে,
হেরিয়া বলাই বীরে।
বৃদ্ধ গোপগণ, হারায়ে চেতন,
শ্রীমুখ চন্দ্রমা হেরে ॥
আসি বলরাম, করিয়া প্রণাম,
যথাযোগ্য সমাদরে।
বিনয় বচনে, প্রীতি সম্ভাষণে,
সন্তোষেন সবাকারে ॥

,ধরিয়া তাঁহারে, হৃদয়-উপরে,
রাখি গোপালকগণ।
আশীষ বচনে, দৃঢ় আলিঙ্গনে,
জুড়াইল তনুমন॥
সহসা শ্রীরামে, হেরি ব্রজধামে,
প্রিয় সহচরবৃন্দ।
অনিমেষনেত্রে, পুলকিত গাত্রে,
হেরি শ্রীমুখারবিন্দ॥
নয়নের জল, বর্ষি অবিরল,
ভাসাইল ধরাতল।
নাহি কহে কথা, স্থির রহে তথা,
যথা মূর্ত্তি অবিচল॥
দেখি বলবীর, হইয়া অধীর,
করিলেন আলিঙ্গন।
নলিন নয়ন, বারি বরিষণ,
করি সিঞ্চে প্রিয়জন॥
সনর্ম্ম বচনে, প্রিয় সম্ভাষণে,
দূর করি অভিমান।
সখাগণ সঙ্গে, চলিলেন রঙ্গে,
পিতামাতা সন্নিধান॥
রাম কৃষ্ণহারা, পাগলের পারা,
শ্রীনন্দ যশোদা মাতা।

দিবা বিভাবরী, পুত্রদ্বয়ে স্মরি,
আবেশে কহেন কথা ॥
রাম এল দেশে, গোপগণ ভাষে,
শুনিয়া যশোদামাতা।
কহেন কাণাই, আয়রে বলাই,
এতক্ষণ ছিলে কোথা ॥
গেল সারা বেলা, ভাঙ্গে নাকি খেলা,
আয় রাম নীলমনি।
ক্ষীর সর হাতে, চেয়ে আছি পথে,
ধর বাপ খাও ননি ॥
নীরবে শ্রীরাম, করেন প্রণাম,
রামে হেরি পদতলে।
স্মৃতি এল ফিরে, ভাসি অশ্রুনীরে,
রামে করিলেন কোলে ॥
আয় আয় রাম, কতদূরে শ্যাম,
মা ব'লে প'ড়েছে মনে।
জান না কি বাপ, কত মনস্তাপ,
পাই তোমাদের বিনে ॥
রামে করি বুকে, চুম্ব দিয়া মুখে,
জিজ্ঞাসেন পুনর্ব্বার।
কহরে বলাই, ব্রজে কি কাণাই,
না অসিবে কভু আর ॥

কহি শোক ভরে, বাক্য নাহি স্ফূরে,
রহিয়া বিহ্বল প্রায়।
বর্ষি অনিবার, অশ্রু শতধার,
অভিষেকে রাম-গায়॥
কোলে ল'য়ে নন্দ, কহেন গোবিন্দ,
কুশলে আছে ত পুরে।
কি কহিতে আজ, গোকুলের মাঝ,
পাঠাইল রাম তোরে॥
গদ গদ স্বরে, কহেন পিতারে,
কৃষ্ণ কিছুদিন পরে।
যদুকার্য্যশেষে, রণ-অবকাশে,
আসিবেন ব্রজপুরে॥
বৃদ্ধ গোপগণ, ক্রোড়ে আরোপণ,
করি স্নেহে মৃদুস্বরে।
কহেন রামেরে, লইয়া ভ্রাতারে,
শীঘ্র আসি ব্রজপুরে॥
পিতামাতা সনে, ব্রজবাসিগণে,
রক্ষা কর দুইজনে।
ঈশ্বর সমান, বিপদেতে ত্রাণ,
করিয়াছ চিরদিনে॥
আজি কি কারণ, সে স্নেহ বর্জ্জন,
কবিয়া পরম সুখে।

ভুলি তা সবারে, রহিয়াছ দূরে,
গোকুলে ফেলিয়া দুঃখে ॥

বিনয়ে কহেন রাম, শীঘ্র দেখিবেন শ্যাম,
সুস্থির করুন সবে চিত।
পিতামাতা বৎসলতা, তোমাদের সৌহৃদ্যতা,
স্মরি আমরাও উৎকণ্ঠিত ॥
রামের মধুর ভাষ, কৃষ্ণ দরশন আশ,
ধরিয়া সকল গোপগণ।
পুলক-পূর্ণিত কায়, শ্রীরামেরে ল'য়ে যায়,
সমাদরে ভোজন কারণ ॥
ভোজনান্তে সুখাসনে, বসাইয়া সযতনে,
গোপগণ আনন্দে বিহ্বল।
জিজ্ঞাসেন ধীরে ধীরে. প্রাণাধিক বলবীরে,
কহ বাপ কৃষ্ণের মঙ্গল ॥
করিয়া অরাতি নাশ, সিন্ধু দুর্গে করি বাস,
যদুকূল বান্ধব সংহতি।
রিপুশূন্য নির্ব্বিবাদে, সদানন্দে নিরাপদে,
সুখে কৃষ্ণ আছে ত সম্প্রতি ॥
কৃষ্ণ প্রিয় সখাগণ, কৃষ্ণহেতু বিসর্জ্জন,
দিয়াছেন সকল বিষয়।

অদর্শনে অনিবার, বহে অশ্রু শতধার,
অভিমানে কম্পিত হৃদয় ॥
ভাসি শোক অশ্রুনীরে, কহেন কোমল স্বরে,
কহ দাদা কৃষ্ণের বারতা।
ত্যজি ব্রজ বন্ধুজন, ল'য়ে দারা পুত্র ধন,
কুশলে ত আছে কৃষ্ণ তথা ॥

বলদেবের উক্তি—

তোমাদের সখ্য ভাব, জগত দুর্ল্লভ লাভ,
করিয়াছি আমরা দু'জনে।
নাহি হয় বিস্মরণ, সদা দহে তনুমন,
তোমাদের দর্শন বিহনে ॥
তবে দূরে করি বাস, সে কেবল শত্রুনাশ,
ভিন্ন আর নাহি প্রয়োজন।
দুঃখ না করিও ভাই, আমি আসিয়াছি তাই,
তোমাদের করিতে দর্শন ॥

শুনিয়া সকলে, আশার সলিলে,
শীতল করিয়া মন।
লইয়া বিদায়, নিজ গৃহে যায়,
মহানন্দে নিমগন ॥

রাম আগমন, করিয়া শ্রবণ,
কৃষ্ণ প্রিয়া গোপীগণ।
উন্মাদিনী প্রায়, চলেন তথায়,
করিবারে সন্দর্শন॥
হ'য়ে উপনীতা, নির্লজ্জ নির্ভীতা,
জিজ্ঞাসেন বলবীরে।
নাগরী-বল্লভ, শ্রীকৃষ্ণ কেশব,
সুখে ত আছেন পুরে॥
পিতা মাতা সনে, ব্রজবাসিজনে,
কখন কি পড়ে মনে।
যাঁদের কারণ, গিরিগোবর্দ্ধন,
ধরিলেন অনশনে॥
যাঁদের কারণ, অনল ভক্ষণ,
করিলেন বনমাঝে।
যাঁদের কারণ, কালিয় দংশন,
সহেন হৃদয় মাঝে॥
যাঁদের কারণ. অঘের নিধন,
করেন প্রবেশি মুখে।
যাঁদের কারণ, কেশি-নিপাতন,
কৌতুকে করেন সুখে॥
তাদের এখন, তাঁহার কারণ,
জীবন সংশয় মানি।

করুণা প্রকাশ, কিংবা প্রাণনাশ,
করুন আসিয়া তিনি ॥
বিরহে বিহ্বলা, কোন গোপবালা,
কহিলেন কহ প্রভু।
সেবা অভিলাষী, অরণ্য নিবাসী,
জনে কি স্মরেণ কভু ॥
যাহার কারণ, আত্মীয় স্বজন,
নিজ ধর্ম্ম পরিহরি।
কানন বাসিনী, কুল কলঙ্কিনী,
হইয়াছে গোপনারী ॥
অকৃতজ্ঞ তিনি, তাহা নাহি মানি,
তাহাদের সৌহৃজ্ঞতা।
নির্ভয়ে ছেদন, হৃদয় ভেদন,
করি লুকাইল কোথা ॥
কহে অন্য নারী, বলহে সুন্দরি,
তাহারে বিশ্বাস করি।
কেন প্রাণমন, করিলে অর্পণ,
কিছু না বিচার করি ॥
শুনহে সজনি, সুধাজিতবাণী,
কপট আশ্বাস ময়।
কি বুঝিবে বল, সে শঠ কৌশল,
সরলা গোপিনীচয় ॥

মদন মোহন, ঠাম ত্রিভঙ্গিম,
সহাস বঙ্কিম আঁখি।
বৈদগ্ধী মাধুর্য্য, কৈশোর সৌন্দর্য্য,
অজ্ঞা গোপবালা দেখি॥
কৃতঘ্ন চরিত্র, সরল পবিত্র,
মনে করি অনুমান।
আত্ম সমর্পণ, করে গোপীগণ,
সহ লাজ কুল মান॥
কিন্তু পুরনারী, রাজার কুমারী,
বিদগ্ধা পণ্ডিতা হয়।
তবু কেন তাঁরে, চিনিতে না পারে,
কি মোহিনী কৃষ্ণে রয়॥
কহে অন্যজন, ওহে গোপীগণ,
সে কথায় কিবা কাজ।
নিজ নিজ মন, করিয়া দমন,
রাখহে অন্তর মাঝ॥
সে যদি ছাড়িল গোপী, কি কাজ সে নাম জপি,
রূপ চিন্তা কিসের কারণ।
ছাড় ছাড় সখীগণ, কৃষ্ণ রূপ বর্ণন,
রাখ রাখ আপন জীবন॥
কহিতে সে কৃষ্ণনাম, অধীর হইল প্রাণ,
বেগে নেত্রে বহে অশ্রুজল।

কৃষ্ণ প্রেম সম্ভাষণ, গতি হাস্য বিলোকন,
স্মরি সর্ব্বগোপিকা বিহ্বল ॥
ছিঁড়িল ধৈরজপাশ, ভাঙ্গিল সে লাজ-বাস,
খসিল সে হৃদয় কবাট।
বর্ষে সর্ব্বে অশ্রুবারি, ভাসিল ব্রজের নারী,
স্মরি রাসমণ্ডলীর নাট ॥

গোপীরে অধীর, হেরি বলবীর,
কহিলেন সানুনয়ে।
শুন ওহে সতি, স্থিরকর মতি,
আমি শীঘ্র কৃষ্ণে ল'য়ে ॥
আসিব এথায়, মিথ্যা নাহি হয়,
এই মম অঙ্গীকার।
ব্রজাঙ্গনা ভিন্ন, কৃষ্ণচন্দ্র অন্য,
কাহার ত নহে আর ॥
ওহে ভাগ্যবতি, তোমাদের প্রতি,
কৃষ্ণ স্নেহ অবিকল।
আছে পূর্ব্বমত, জানিয়া নিশ্চিত,
নিবারহ অশ্রুজল ॥

বলরাম ভাষ, শুনিয়া আশ্বাস,
পাইয়া গোপিনীগণ।

আশায় জীবন, করিয়া ধারণ,
চলিলেন সর্ব্বজন॥

শ্রীবলদেবের রাস।

মধু চৈত্রমাসে, সুনীল আকাশে,
অখণ্ড মণ্ডল শশী।
সন্ধ্যা তম নাশি, কুমুদ বিকাশি,
বিস্তারি কৌমুদী রাশি॥
সভয় নির্ভয়, পথিক হৃদয়,
সন্তোষি জগত জন।
পুলিন কানন, শোভা প্রকাশন,
করি হরে রাম-মন॥
মলয় অনিল, যমুনা সলিল,
কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে।
লবঙ্গ মালতী, কুন্দ এলা জাতি,
পরিমল ল'য়ে হ'রে॥
শ্রীরামে অর্পণ, করিয়া জীবন,
সফল মানিয়া তায়।
তাঁরে প্রভু জানি, হ'য়ে অনুগামী,
মন্দ মন্দ রূপে বায়॥

পুলিন কানন, করেন ভ্রমণ,
নটরাজ বলবীর।
শিঙ্গা বায় ধীরে, ব্রজ কুমারীরে,
আনিতে যমুনাতীর॥
রামের প্রেয়সী, যতেক রূপসী,
হইয়া অধীর মতি।
রাম দরশনে, চলেন গহনে,
ভুলিয়া আপন স্মৃতি॥
হেম কুমুদিনী, সকল গোপিনী,
ঘেরিল বলাই চাঁদে।
কোটি চাঁদ জিনি, চাঁদের লাবণি,
হেরিয়া পড়িল ফাঁদে॥
চাঁদ অনিবার, বর্ষি সুধাধার,
কুমুদিনী তাপ নাশি।
ল'য়ে সর্ব্বজনে, স্বচ্ছন্দে কাননে,
ভ্রমণ করেন আসি॥
বরুণ প্রেরিত, তরু অন্তর্গত,
মধু বিনিঃসৃত হেরি।
মহানন্দে রাম, করিলেন পান,
ঘেরি যত ব্রজনারী॥
রাম গুণগান, গীত অনুপাম,
গায়েন ললিত তানে।

বলয় নূপুর, ঝঙ্কারি মধুর,
তাল ধরে লয় সনে ॥
মধুর স্থতান, শুনি বলরাম,
গায়িকা গণের সঙ্গে।
মণ্ডলি বন্ধনে, কালিন্দী পুলিনে,
নৃত্য আরম্ভিলা রঙ্গে ॥

পদ।

নাচেরে রাম বিনোদিয়া ;
নটিনী সঙ্গে, নটন রঙ্গে,
সুরনর মন হরিয়া।
কুঞ্চিত চুলে, গুম্ফিত ফুলে,
ডাহিনে চূড়াটী বাঁধিয়া ॥
কমলাননে, অলকাগণে,
একটী শ্রবণ ঢাকিয়া।
অতি উজ্জ্বল, এক কুণ্ডল,
কিরণে দুলিছে শোভিয়া ॥
মদ বিহ্বল, নেত্র যুগল,
অরুণিমাধরে হাসিয়া।
কহি আধ বোল, ভাবে উতরোল,
কা-কা-কাঁহারে কাণাইয়া ॥

চন্দ্র আননে, স্বেদ বর্ষণে,
বিরাজে অপূর্ব্ব শোভিয়া।
অম্বর পর, প্রকাশে কর,
যেমন চন্দ্রমা পোষিয়া॥
কটি উপর, নীল অম্বর,
অপরূপ রহে সাজিয়া।
জলদ যেন, ক্রোড়ে আপন,
দ্বিজরাজে রাখে ধরিয়া॥
চরণাম্বুজে, চুম্বিয়া রাজে,
বনমাল্য অলি ধরিয়া।
ভক্ত ভ্রমরে, যাচে কাতরে,
পরিমল কর যোড়িয়া॥

নটী রাস গানে, ক্লান্ত পরিশ্রমে,
স্বেদ যুক্ত কলেবরে।
নট আলম্বনে, ভ্রমেন কাননে,
আনন্দ পুলক ভরে॥
চন্দ্র বিনিন্দিত, স্বেদ বারিসিক্ত,
হাসি হাসি বলবীর।
নটিনীর সঙ্গে, ভ্রমি নানা রঙ্গে,
আসিলেন নদী তীর॥

রামের চরিত, অনন্ত অদ্ভুত,
বুঝিতে শকতি কার।
স্নানহেতু নারে, নামি যমুনারে,
ডাকিলেন বার বার॥
না দেয় উত্তর, না হয় গোচর,
হেরি নিজ অনাদর।
ক্রোধে বলবীর, হয়েন অধীর,
কম্পান্বিত কলেবর॥
আরক্ত লোচন, করিয়া ঘূর্ণন,
হলাগ্রে কর্ষিয়া তারে।
আনিয়া সম্মুখে, কহিলেন রোখে,
অগ্রাহ্য করিলে মোরে॥
ওরেরে স্বৈরিণি, যথেচ্ছা চারিণি,
জাননা আমার বল।
লাঙ্গলের ধারে, খণ্ড খণ্ড তোরে,
ক'রে ফেলি রসাতল॥
হ'য়ে তিরস্কৃতা, ভয়ে কম্পান্বিতা,
শ্রীচরণে নিপতিতা।
কহেন যমুনা, করুন মার্জ্জনা,
শরণার্থি-জন ত্রাতা॥
ওহে রাম রাম, করুণা নিধান,
কে জানে মহিমা তব।

যাঁর শেষ মূর্ত্তি, ধরেন এ পৃথ্বী,
তাঁহার পরম ভাব ॥
আমি অল্পমতি, বুঝিতে শকতি,
নাহি ধরি মহা মতি।
নারী বধ প্রভু, যোগ্য নহে কভু,
তুমি পতিতের গতি ॥
ওহে মহাবল, ভকত বৎসল,
আপনি জগত পতি।
আমারে মোচন, করি ভগবন,
জগতে রাখুন খ্যাতি ॥
শুনিয়া প্রার্থনা, করিয়া করুণা,
যমুনারে ত্যজি রঙ্গে।
গজরাজ প্রায়, স্বতন্ত্র ইচ্ছায়,
গোপীগণে ল'য়ে সঙ্গে ॥
জল ক্রীড়া করি, উঠি তটোপরি,
লক্ষ্মীদত্ত উপহার।
রত্ন মণিময়, ভূষণ নিচয়,
উজ্জ্বল কুণ্ডল হার ॥
সুনীল বসন, কুঙ্কুম চন্দন,
ধারণ করিয়া রাম।
হয়েন শোভিত, যথা ঐরাবত,
অলঙ্কারে শোভমান ॥

রামের বিক্রমে, হলের কর্ষণে,
আজিও সে যমুনারে।
তদাকৃষ্ট পথে, অবাধে চলিতে,
দেখা যায় বেগভরে॥

ব্রজের ললনাগণ, প্রেম হাস্য বিলোকন,
নিজ নিজ মাধুর্য্য বিলাসে।
হরিয়া রামের মন, প্রতি নিশা বিচরণ,
করিতেন নৃত্য গীত রসে॥
পিতা মাতা সখাগণ, স্নেহ প্রীতে আলিঙ্গন,
প্রিয় নর্ম্মবাক্য আলাপনে।
সন্তুষ্ট করিয়া রামে, রাখিলেন ব্রজধামে,
দুই মাস পরম যতনে॥
সুখে রাম দুই মাস, ক্ষণ প্রায় করি বাস,
দ্বারকায় আসি পুনরায়।
শোকাতুরা পিতামাতা, গোপিকার ব্যাকুলতা,
কৃষ্ণে কহিলেন সমুদায়॥

শ্রীকুরুক্ষেত্র মিলন।

হইল সময়, শুভ ফলোদয়,
সকলের এক কালে।
অঘট ঘটন, দুর্ল্লভ দর্শন,
ঘটিল সৌভাগ্যবলে॥
রবিগ্রহ সূত্রে, তীর্থ কুরুক্ষেত্রে,
দ্বারকা নিবাসিগণ।
স্নানের কারণে, রথ আরোহণে,
চলিলেন সর্ব্বজন॥
যাদব সকল, ল'য়ে নিজদল,
চলিল গ্রহণ স্নানে।
তেজঃপুঞ্জ কায়, প্রফুল্ল হৃদয়,
প্রভায় অমর জিনে॥
বসুদেব রাজা, পাত্র মিত্র প্রজা,
রাম কৃষ্ণ ল'য়ে সঙ্গে।
চলিলেন সাজি, রথ গজ বাজি,
পদাতি চলিল রঙ্গে॥
কৃষ্ণের বিরহ, তিলেক অসহ,
এহেতু মহিষীগণ।

শিবিকারোহণে, পতি সহ স্নানে,
চলিলেন সর্ব্বজন ॥
দাস দাসীগণ, চলে অগণন,
সঙ্গে যদু পুরনারী।
শিবিকা শকটে, আরোহিয়া রথে,
চলে বহু নরনারী ॥

যথায় পরশুরাম, মহাহ্রদ নিরমাণ,
করি সুখে ক্ষত্রিয় শোণিতে।
মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান, করিলেন ভগবান,
জগতের পাতকী তারিতে ॥
সেই মহা তীর্থ স্নানে, দ্বারকা নিবাসিগণে,
যদুগণ হ'য়ে উপনীত।
উপবাসাদি নিয়মে, মুক্তি স্নান যথা ক্রমে,
করিয়া হইয়া একত্রিত ॥
গন্ধ মাল্যে সুশোভিত, অন্ন সহ ধেনু শত,
দ্বিজগণে করিল প্রদান।
কৃষ্ণভক্ত বৃষ্ণিগণ, কৃষ্ণে-ভক্তি বর লন,
করযোড়ে করিয়া প্রণাম ॥
পরে যদু বৃষ্ণিগণ, ভোজনাদি সমাপন,
করিয়া শীতল তরু-ছায়।

রাম-কৃষ্ণে ল'য়ে সঙ্গে, আনন্দে আছেন রঙ্গে,
বিশ্রামার্থ সকলে তথায়॥

তথা এ সময়, কলরব হয়,
দেখিলেন সর্ব্বজন।
নানা দিগ দেশ, হইতে অশেষ,
আসেন নৃপতিগণ॥
বিদর্ভ কেকয়, কোশল সৃঞ্জয়,
অবন্তিকা মৎস্য আদি।
আনর্ত্ত কেরল, ইত্যাদি সকল,
কুরুগণ পাণ্ডবাদি॥
হেরি বন্ধুগণে, বৈবাহিকগণে,
বসুদেব শীঘ্র আসি।
দর্শন জনিত, হর্ষে প্রফুল্লিত,
পরস্পর কর স্পর্শি॥
প্রীতি সম্ভাষণে, কুশল আখ্যানে,
যথোচিত সমাদরে।
নানা উপহারে, বিবিধ প্রকারে,
অর্চ্চিলেন তাঁসবারে॥
নিজ পিতামাতা, আসিলেন তথা,
শুনি কৃষ্ণ প্রিয়াগণ।

চির অদর্শনে, উৎকণ্ঠিত প্রাণে,
তথা আসি সেইক্ষণ ॥
হইয়া মিলিতা, ভ্রাতা ভগ্নী মাতা,
পরস্পর আলিঙ্গনে।
আনন্দাশ্রু জলে, রঞ্জিত সকলে,
হইলেন বিলেপনে ॥
প্রণাম আশীষে পরম হরিষে,
বসিয়া নির্জ্জন স্থানে।
কুশল বারতা, শ্রীকৃষ্ণের কথা,
কহেন বয়স্থা সনে ॥
কুন্তী আদি করি, দ্রৌপদী গান্ধারী,
কুরুকুল নারীগণে।
হেরি ত্বরা করি, যদুপুর নারী,
দেবকী রোহিণী সনে ॥
আসি অগ্রসরি, করে কর ধরি,
আনি অতি সমাদরে।
প্রণাম আশীষে, কুশল সম্ভাষে,
সন্তোষেন সবাকারে ॥
হেরি কুন্তী রাণী, ভ্রাতৃজায়া ভগ্নী,
পিতা মাতা ভ্রাতৃগণে।
চির অদর্শনে, সজল নয়নে
প্রণমিয়া গুরু জনে ॥

ভ্রাতৃজায়া সনে, প্রীতি সম্ভাষণে,
কুশল জিজ্ঞাসা করি।
পিতৃসন্নিধানে, অতি অভিমানে,
নিজ পূর্ব্ব দুঃখ স্মরি॥
ভাসি অশ্রুনীরে, গদ গদ স্বরে,
কহিলেন বসুদেবে।
ওহে আর্য্য ভ্রাতা, যার প্রতি ধাতা,
রহেন বিমুখ ভাবে॥
তখন তাহার, পিতা মাতা আর,
ভাই ভগ্নীগণ আদি।
থাকিলেও তারে, স্মরণ না করে,
প্রাণে নষ্ট হয় যদি॥

বসুদেবের উক্তি—

শুন ওহে ভগ্নি, দৈব খেলা জানি,
ত্যাগ কর দুঃখ শোক।
হ'য়ে দৈবাধীন, কার্য্য চিরদিন,
ক'রে থাকে সর্ব্বলোক॥
কংস উপদ্রবে, আমরাও সবে,
গেনু দিগ দিগন্তর।
তোমার অশেষ, নিবারিতে ক্লেশ,
নাহি ছিল অবসর॥

এ কারণ সতি, আমাদের প্রতি,
না করিও দোষারোপ।
দৈবের ঘটন, করিতে খণ্ডন,
নাহি পারে কোন লোক॥
ভ্রাতার বচন, করিয়া শ্রবণ,
পরে শ্রীকৃষ্ণেরে হেরি।
সাদরে তাঁহারে, ল'য়ে নিজ ক্রোড়ে,
দুঃখ শোক পরিহরি॥
কুশল আশীষে, সস্নেহ সম্ভাষে,
বধূগণে ল'য়ে কোলে।
শ্রীমুখ দর্শনে, আনন্দে চুম্বনে,
সকল গেলেন ভুলে॥
ভগ্নীরে সন্তোষি, বসুদেব আসি,
কুরুগণ সন্নিধানে।
গুরু দ্রোণাচার্য্যে, ভীষ্ম কুরুবর্য্যে,
অর্চ্চিলেন সসম্মানে॥
অম্বিকানন্দনে, তাঁর পুত্রগণে,
নানা উপহার দানে।
প্রিয় সম্ভাষণে, প্রীতি আলিঙ্গনে,
সন্তোষেন সর্ব্বজনে॥
ভাগিনেয়গণে, সস্নেহ ঈক্ষণে,
বাস্প গদ গদ স্বরে।

কুশল জিজ্ঞাসি, অশ্রুনীরে ভাসি,
ধরেন হৃদয়োপরে ॥
রাম কৃষ্ণ কৃত, হ'য়ে সম্মানিত,
অন্যান্য নৃপতিগণ।
স্ত্রীগণ সহিত, কৃষ্ণ বিরাজিত,
সুখে করি দরশন ॥
প্রফুল্ল হৃদয়ে, কহেন বিস্ময়ে,
অতিশয় আর্ত্তিভরে।
বৃষ্ণি গোপগণে, প্রাধান্য গণনে,
প্রেমানন্দে ধীরে ধীরে ॥
তোমরাই ধন্য, শুভক্ষণে জন্ম,
গ্রহণ করিয়া সবে।
সার্থক জীবন, ইন্দ্রিয়াদি মন,
লাভ করিয়াছ ভবে ॥
যাঁহার বচন, সাক্ষাৎ নিগম,
নিস্তারে জগতজন।
যাঁহার বিমল, কীর্ত্তি সুমঙ্গল,
সামগানে মুনিগণ ॥
গাইয়া জগত, করিয়া পবিত্র,
না জানেন যাঁর স্থান।
যাঁহার চরণ, ধ্যানে যোগিগণ,
দরশন নাহি পান ॥

পৃথ্বী কলিকাল বশে, দগ্ধ নিজ শক্তি শেষে,
যাঁহার করুণা মহিমায়।
চরণ কমল স্পর্শে, সৌভাগ্যজনিত হর্ষে,
তাহা প্রাপ্ত হ'য়ে পুনরায়॥
সেই অর্থ সমুদয়, বিতরি জগতময়,
পরিতোষে বিশ্বের জীবন।
যাঁর পদ ধৌত বারি, ত্রিলোক উদ্ধার করি,
শিব-শিরে করেন ভ্রমণ॥
গাহিলে যাঁহার নাম, তুচ্ছ স্বর্গ মোক্ষধাম,
সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ দর্শন।
অশনে শয়নে আর, পর্য্যটনে বন্ধু তাঁর,
পতি পুত্র ভাবে সম্ভাষণ॥
তোমাদের ভাগ্যফল, কি আর কহিব বল,
কৃষ্ণে যাঁর সম্বন্ধ ঘটন।
নিবৃত্তির বস্তু যিনি, প্রবৃত্তির পথে তিনি,
সংসারের সুদৃঢ় বন্ধন॥

কহিয়া নৃপতিগণ, নীরব নিশ্চিন্ত মন,
রাম কৃষ্ণানন সন্দর্শনে।
মোহিত হইয়া শেষে, ভাসিল আনন্দরসে,
বিষয় পিপাসা নিবারণে॥

যদুগণ সনে, কৃষ্ণ তীর্থ স্থানে,
করিলেন আগমন।
শুনিয়া শ্রীনন্দ, আর উপানন্দ,
কৃষ্ণ সখা গোপগণ॥
কৃষ্ণের বিরহ, অত্যন্ত অসহ,
এই হেতু সর্ব্বজনে।
গ্রহ স্নান ছলে, চলেন সকলে,
আশা কৃষ্ণ দরশনে॥
পুত্র স্নেহান্বিতা, অতি উৎকণ্ঠিতা,
শ্রীযশোদা নন্দরাণী।
গ্রহস্নান সূত্রে, হেরিবারে পুত্রে,
ল'য়ে ক্ষীর সর ননী॥
কৃষ্ণের কারণ, বস্ত্র আভরণ,
ইত্যাদি বহুত ধন।
লইয়া ত্বরায়, বাস অভিপ্রায়,
চলিলেন গোপীগণ॥
ভানুর কুমারী, শ্রীরাধাসুন্দরী,
সঙ্গে ল'য়ে গোপবালা।
বিরহেতে ক্ষীণা, হ'য়ে দীনহীনা,
ধরিয়া স্নানের ছলা॥
না মানি বারণ, করেন গমন,
দারুণ সন্তাপানলে।

দগধ জীবন, করিতে অর্পণ;
শীতল চরণতলে ॥
সহ গোপবৃন্দ, আসিয়া শ্রীনন্দ,
হইলেন উপনীত।
যথায় সকল, নৃপতি মণ্ডল,
যদু বৃষ্ণি অবস্থিত ॥
সহসা তাঁহারে, হেরিয়া সাদরে,
মহানন্দে বৃষ্ণিগণ।
দেহে প্রাণাগত, হইলে যেমত,
জাগে সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ ॥
সবে সেই মত, উঠিয়া ত্বরিত,
করি তাঁরে আলিঙ্গন।
প্রিয় সম্ভাষণে, কুশল আখ্যানে,
বন্দিলেন সর্ব্বজন ॥
চির অদর্শনে, তাঁহার মিলনে,
বসুদেব মহাশয়।
অতিশয় প্রীতে, প্রেমাকুল চিতে,
দৃঢ় আলিঙ্গিয়া তাঁয় ॥
স্মরি কংস কৃত, পুত্রগণ হত,
কারাবাস স্ববন্ধন।
অপর নন্দন, গোকুলে স্থাপন,
দুষ্ট হেতু নির্ব্বাসন ॥

সেই ক্লেশহারী, মহা উপকারী,
সুহৃদ শ্রীনন্দে হেরি।
অতীব বিস্ময়ে, বিহ্বল হৃদয়ে,
আনন্দে রহেন ধরি॥

রামকৃষ্ণ দুইজনে, আসি পিতৃ সন্নিধানে,
চরণ পরশি প্রণমিয়া।
আলিঙ্গন করি তাঁরে, প্রেমবেগে অশ্রু ঝরে,
বাক্য পথ নিরোধ করিয়া॥
হেরিয়া তনয় দ্বয়ে, পুলক পূর্ণিত কায়ে,
স্নেহ রসে দ্রবিল হৃদয়।
অসমর্থ আলিঙ্গনে, হর্ষ বিষাদিত মনে,
রহেন শ্রীনন্দ জড় প্রায়॥
ভাগ্যবতী যশোমতী, পুত্রদ্বয়ে হেরি সতী,
আলিঙ্গনে বসায়ে আসনে।
ল'য়ে নিজ অঙ্কোপরে, স্নেহে স্তন ক্ষীর ঝরে,
ভুলে শোক শ্রীমুখ দর্শনে॥
মায়ের চরণ ধরি, উভয়ে প্রণাম করি,
বসি মা'র কোলের উপরি।
নিজ অপরাধ স্মরি, নলিন নয়নে বারি,
বরষিয়া রহে মৌন ধরি॥

দেবকী রোহিণী আসি, আলিঙ্গন করি বসি,
প্রীতি সম্ভাষণে করে ধরি।
পূর্ব্ব উপকার স্মরি, বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে ধীরি,
কহিলেন ওহে ব্রজেশ্বরি॥
তোমাদের সৌহৃদ্যতা, অকপট বৎসলতা,
অসীম সৌজন্য ব্যবহার।
ধরিয়া মানব দেহ, ভুলিতে না পারে কেহ,
যদি পায় ইন্দ্রের ভাণ্ডার॥
দারুণ কংসের ভয়ে, নিজ পুত্রে পিতা ল'য়ে,
রাখিলেন তোমাদের গৃহে।
শিশু সুকুমার দ্বয়, পালনাদি অভ্যুদয়,
বর্দ্ধিত হইয়া তব স্নেহে॥
ব্রজ বালকের সঙ্গে, আনন্দে খেলিয়া রঙ্গে,
না জানিল দুঃখ খেদ ভয়;
তোমাদের আশীর্ব্বাদে, মহান বিপদ পাতে,
সর্ব্বত্রেতে হইল বিজয়॥
তব কৃত উপকারে, বাঁধা আছি চির তরে,
প্রতিশোধ নাহি হয় তার।
আজি দিন সুপ্রভাত, দেখা হৈল মিত্র সাথ,
বহু ভাগ্য মানি সবাকার॥
শুনিয়া যশোদা মাতা, কিছু না কহেন কথা,
হেরিয়া তনয় মুখ দ্বয়।

অশ্রু বহে শত ধারে, স্নেহে স্তনক্ষীর ঝরে,
আশা ভঙ্গে ভাঙ্গিল হৃদয়॥

মনো নেত্রোৎসব, হৃদয় বল্লভ,
প্রিয়তম কৃষ্ণে হেরি।
গোপাঙ্গনাচয়, গুরু লাজ ভয়,
কুলমান পরিহরি॥
বিরহ উদ্গত, তাপ দূরগত,
করি ভুলি দেহস্মৃতি।
শ্যাম অরবিন্দে, বিহরে আনন্দে,
অলি প্রায় ব্রজসতী॥

আশামরু প্রান্তরে, ভ্রমি অতি কাতরে,
প্রাণ অর্পণে সুকুমারী।
আসি হ্রদের কুলে, হেরি পাদপ মূলে,
শ্যাম জলদ তাপহারী॥
আঁখি চষকে পূরি, পীতে রূপ মাধুরী,
মানি নিমেষ বাধাকারী।
তাহে গোপী আক্ষেপে, রোষে গালি নিক্ষেপে,
রে বিধি অজ্ঞ দুরাচারী॥
কৃষ্ণ রূপ দর্শনে, ভাগ্য ধরে যে জনে,
কাহে নিমেষ দিলে তারি।

কহি পলক দ্বারে, আনি হৃদি মন্দিরে
স্থাপি মদন মনোহারী॥
কোটী মানস আঁখি, প্রাণপ্রতিমা দেখি,
ভাব সায়রে গোপনারী।
ভুলি পণ আপনা, তাহে রহিল লীনা,
বাধা ভাল হে বিধি তোরি॥

রাধা চিত্ত নিরমল, সুজাত নলিনীদল,
তাহে কৃষ্ণ করি বিচরণ।
আপ্লুত আনন্দ রসে, সবারে নির্জ্জন দেশে,
আনি হাসি মদন মোহন॥
নিজ অপরাধ স্মরি, জিজ্ঞাসেন ধীরি ধীরি,
কহ ওহে প্রিয় সখীগণ।
আমার শৈশব খেলা, কাননে পুলিন মেলা,
সখ্য ভাব আছে কি স্মরণ॥
কিংবা অকৃতজ্ঞ জানি, গুরু অপরাধ মানি,
অভিমানে আছ অতিশয়।
বৃথা কোপ পরিহরি, শুনহে ব্রজ সুন্দরি,
দোষ লেশ নাহি মম তায়॥

যথা মেঘ তূলা, তৃণ পত্র ধূলা
চলি গিয়া বায়ু ভরে।

কখন মিলন, কভু অমিলন,
দৈবাধীনে লাভ করে ॥
জীব সেই মত, ঈশ্বরের কৃত,
সুখ দুঃখ চক্রে ভ্রমে।
জানি প্রিয়তমে, ক্ষমিবে অধীনে,
নিজ প্রিয়তম জ্ঞানে ॥
আছি বহুকাল, নেত্র অন্তরাল,
যদুকার্য্য সাধিবারে।
কিন্তু প্রিয়সখি, তোমাদিগে দেখি,
তোমরাও দেখ মোরে ॥

হাসির সহিত, নয়ন ইঙ্গিত,
হেরি গোপী পরস্পরে।
হাসি পুনর্ব্বার, শ্রীনন্দ কুমার,
কহিলেন মৃদুস্বরে ॥
ভৌতিক পদার্থে, যথা আদি অন্তে,
অন্তর বাহির ময়।
আছে মহাভূত, সদা সম্মিলিত,
ছাড়া কভু নাহি হয় ॥
তথা বিধ আমি, থাকি ব্রজভূমি,
দেখি সদা গোপীচয়।

সবার অন্তরে, থাকি নিরন্তরে,
ব্রজ ছাড়া কভু নয়॥
তোমরা যখন, করহে ভ্রমণ,
থাকি তোমাদের সনে।
অচলে গহনে. যমুনা পুলিনে,
নিজ নিজ নিকেতনে॥
ওহে সুবদনি, সত্য কহি আমি,
দেখিতে কেহ না পায়।
দেখিয়াও সবে, ভ্রম অনুভবে,
বিশ্বাস না কর তায়॥
বিশ্বাস কারণে, সমাধি ধারণে,
কহিয়াছি ব্রজাঙ্গনে।
সত্য হয় নয়, বুঝিবে নিশ্চয়,
বিচারি আপন মনে॥
ধ্যানেতে সংযোগ, হ'লে দুঃখভোগ,
না রহিবে কদাচন।
পরম আনন্দে, রহিবে স্বচ্ছন্দে,
পাবে মম দরশন॥

প্রিয়বাক্য শেষ, যোগ উপদেশ,
শুনি গোপী অভিমানে।

কহিলেন শ্যাম, সে আনন্দধাম,
নাহি চায় গোপীগণে ॥
একে গোপনারী, তাহে বনচরী,
কি জানে সমাধি ধ্যান।
নারীর ধরম. বিহিত করম,
তাই নাহি যার জ্ঞান ॥
গোপীর বেদনা, জানে কোন্ জনা,
কারে কহি সেই কথা।
কে তাহা শুনিবে, শুনে কি করিবে,
দুর্নিবার মনোব্যথা ॥
অন্যের কি কথা, তুমিও সে ব্যথা,
জাননা হে শ্যামরায়।
যদি হে জানিতে, তবে না শিখাতে,
যোগ ধ্যান গোপিকায় ॥
অবোধিনী গোপী, শঠে প্রাণ সোঁপি,
হারাইয়া দুই কুল।
আপনার দোষে, আপনি মরে সে,
হৃদয়ে রোপিয়া শূল ॥
ভুলিতে না পারে, রাখিলেও মরে,
ঘ'টেছে বিষম দায়।
গোপীর কেবল, মরণ মঙ্গল,
কহ তারি সদুপায় ॥

তব জয়ধ্বনি, লোক মুখে শুনি,
স্তবে লোক মুক্ত হয়।
মরে কর্ম্মফলে, গোপিকা সকলে,
তাহে তব কিবা দায়॥

কি আর কহিব শ্যাম, গোপীরে বিধাতা বাম,
তোমারে সদয় ভববিধি।
রাজবেশ জামা জোড়া, মিলায়েছে হাতী ঘোড়া,
অষ্টসিদ্ধি আর নবনিধি॥

নাই এখানে ননীর হাঁড়ি, বানর ল'য়ে ক'র্‌বে চুরি,
নাই এখানে বাঁধন ডোরি মাতার শাসন।
নাই এখানে নন্দের বাধা, মাথায় ব'য়ে পাবে হে ব্যথা,
নাই এখানে বনের পশু খেলার ভাজন॥
নাই সে আর গাভী চারণ, রাখাল সঙ্গে খেলার পণ,
নাই সে আর যুড়ির খেলা রাখাল-বহন।
নাই সে শিরে বকুল জড়া, কুলমজানো তের্‌ছে চূড়া,
নাই সে আর স্থপীতধড়া কটির বসন॥
নাই হে বাঁকা স্থবল সখা, মন্ত্রণা করি ক'র্‌বে দেখা,
তরু হিলন বংশীবাদন গোপিকামোহন।
নাই হে আর গোপকুমারী, কদমতলায় বসন চুরি,
ব্রজবালক সঙ্গে রঙ্গে যমুনা গমন॥

নাই হে কালা সে যজ্ঞশালা, ক্ষুধায় পাবে ওদন মেলা,
সোণার থালে অশোকতলে করিবে ভোজন।
নাই সে বাঁশি ঝনৎকার, পুলিন মাঝে রাসবিহার,
নাই সে আর দিব্বি হাস নাই সে নর্ত্তন॥
নাই সে হাস্য সুপ্রিয় ভাষ, নাই সে ভাব প্রেম উচ্ছ্বাস,
নাই সে আর ব্রজবালার চিত্ত আকর্ষণ।
নাই সে আর ব্রজের নারী, বাঁশির গানে মোহিত করি,
আনবে সথা কেশে ধরি গহন কানন॥
নাই সে আর সরল বালা, লুকিয়ে থেকে দেখ্‌বে খেলা,
অন্তর্দ্ধানে সরল প্রাণে দিয়া মনস্তাপ।
দেখ্‌বে কত আপন লীলা, শুন্‌বে শ্যাম গোপের বালা,
চাইবে হে দান দরশন করিয়া বিলাপ॥
নাই হে বাঁকা রাই কিশোরী, মানের দায়ে চরণ ধরি,
লিখ্‌বে তায় বিনয় করি 'শ্রীরাধারি শ্যাম'।
লিখ্‌লে যাহা কোমল করে, আছে সে তাহা জলদক্ষরে,
তাই নিরখি সকল সখী আশায় রাখে প্রাণ॥
আসবে ব্রজে কভু না কভু, দেখতে শ্যাম আপন প্রভু,
হোক্ না রাজা সে দ্বারকায় ক্ষতি কিবা তায়।
থাক্ না কেন ষোল হাজার, আট রমণী রাণী তাহার,
তথাপি একা সেই রাধিকা প্রভু হন তার॥

যাক সে সকল কথা, কি আর কহিব বৃথা,
এক কথা কহিতে আপন।
এত দূরে যে কারণ, করিয়াছি আগমন,
কহি তাহা শ্রীনন্দ নন্দন॥
তব মুখ বিনির্গত, শ্রীউদ্ধব সুবর্ণিত,
যোগ শিক্ষা শুনি গোপীগণ।
তোমার দর্শন আশে, সমাধি ধারণে শেষে,
নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বজন॥
করি বহু অন্বেষণ, না পাইয়া নিজ মন,
অবশেষে গোপের ললনা।
তব কার্য্য অভিজ্ঞতা, লোক মুখে শুনি কথা,
আসিয়াছে বিচার প্রার্থনা॥
তোমার মুরলী গান, কুটিল কটাক্ষ বাণ,
প্রবেশিয়া গোপীর হৃদয়ে।
লজ্জা ধৈর্য্য ধর্ম্ম লুটি, গোপীচিত্ত ল'য়ে ছুটী,
রাখিয়াছে নিজ নিজালয়ে॥
তুমি সূক্ষ্ম বিচারক, ধর্ম্মজ্ঞ দুষ্ট শাসক,
ন্যায় শাস্ত্রে অতি বিচক্ষণ।
আজ্ঞা দাও মহারাজ, চিত্ত ফিরে দিতে আজ,
গোপী যোগ করুক সাধন॥

অভিমান তিরস্কার, শুনি ব্রজগোপিকার,
হাসিয়া কহেন নীলমণি।
গোপী দেহ আত্মা মন, আমাতেই সমর্পণ,
আছে সখি তাহা আমি জানি॥
কিন্তু হত দৈববল, পরস্পর এ সকল,
ঘটায়েছে বিরহ যন্ত্রণা।
চিন্তা না করিও আর, শুভদিন পুনর্ব্বার,
হবে সখি এদিন রবে না॥
লোকে ভক্তি করে মোরে, নিজ মুক্তি আশা-তরে,
তাহে কেহ পায় মোক্ষফল।
তোমরা হে ভাগ্যবতি, ভুলি নিজদেহ স্মৃতি,
ইহপর ত্যজিয়া সকল॥
আমারে পরমা প্রীতি, ধরি স্নেহ দৃঢ়মতি,
আত্মা মন করি সমর্পণ।
আকর্ষিয়া মম মন, বাঁধিলে সুন্দরীগণ,
মম মুক্তি নাহি কদাচন॥

মহাভাব সিন্ধুনীরে, মগ্না হেরি শ্রীরাধারে,
সাক্ষাৎ সম্ভাষ অভিপ্রায়।
করি তাঁরে বিচলিত, হইয়া মানসাতীত,
সম্মুখে কহেন শ্যামরায়॥

ওহে প্রিয়তমে, কহ কি কারণে;
আছ মৌন ভাব ধরি।
কোটীচন্দ্র জিনি, শ্রীঅঙ্গ লাবণি,
কেন হে মলিন হেরি॥
সে রূপ মাধুরী, আর নাহি হেরি,
এলাইত কেশ পাশ।
নীল উতপল, নয়ন যুগল,
কেন নাহি সুপ্রকাশ॥
মৃদু মধুজিত, অমিয়া সিঞ্চিত,
নাহি শুনি প্রিয়ে ভাষ।
বাঁধুলীর ফুল, জিনিয়া রাতুল,
অধরে নাহি সে হাস॥

অন্তরের স্ফূর্ত্তি, লুকাইল মূর্ত্তি,
নয়ন মেলিয়া ধনী।
হৃদয় বিহারী, সেই বংশীধারী,
দেখিলেন নীলমণি॥

দূরে গেল অভিমান, আশায় ধরিয়া প্রাণ,
ব্রজদুঃখে ব্যথিত হৃদয়ে।
অশ্রু বহে শতধারে, বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে ধীরে,
প্রার্থনা করেন সবিনয়ে॥

তব পদ মুক্তিদাতা, শুনি মুমুক্ষুর ত্রাতা,
ভবার্ণব উত্তরণে ভেলা।
যোগেন্দ্রগণের ধ্যেয়, মুনিগণ চিন্তনীয়,
ভক্তের হৃদয়ে করে খেলা॥
ব্রজবাসী জনগণ, করিবারে সন্দর্শন,
চাহে সেই চরণ কমল।
যাহা তুমি কৃপাকরি, তাদিগে অর্পণ করি,
তনু মন করিলে শীতল॥
মাতা পিতা বন্ধুজন, তব প্রিয় সখাগণ,
না হেরিয়া ও চাঁদ বয়ান।
আছে সবে জীবন্মৃত, সে দুঃখ কহিব কত,
আশামাত্র রাখে সেই প্রাণ॥
তোমার বিরহ ভার, সহিতে না পারি আর,
আসিয়াছে লইতে তোমারে।
গিয়া নাথ ব্রজপুরে, রক্ষ ব্রজনিবাসীরে,
নহে প্রাণ ত্যজিবে অচিরে॥
নলিন-নয়ন পুন, গোপিকার নিবেদন,
কহি তাহা কর অবধান।
কমনীয় পদ চারু, বাঞ্ছাদাতা কল্পতরু,
শুনি গোপী যাচে কিছু দান॥
কহিতে আকুল মন, হৃদয় কাঁপিল ঘন,
নানা ভাব হইল উদয়।

কহিলেন নিরদয়, তোমার উচিত নয়,
গোপিকার জানিয়া হৃদয়॥
যারা গৃহ পরিজন, কুল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন,
দিয়া ভজে কুটিল কালিয়া।
তারা কি পাইবে বল, যোগ ধারণার ফল,
গিয়াছে যে আপনা ভুলিয়া॥
সংসারে পতিত জন, চাহে তব শ্রীচরণ,
নিজ নিজ উদ্ধার কারণ।
কিন্তু ব্রজ গোপীগণ, চাহে মাত্র সে চরণ,
নিরন্তর করিতে দর্শন॥
থাকি ব্রজ গৃহ মাঝ, যে পদ রাজীব রাজ,
হৃদয়ে ধরিল গোপীগণ।
চাহে ব্রজে সে চরণ, রহে যেন অনুক্ষণ,
গোপীচিত্ত করিয়া আসন॥

সেই তুমি নাথ, সেই গোপী সাথ,
সেই শুভ সম্মিলন।
তথাপিও মন, চাহে বৃন্দাবন,
কালিন্দী কুটীর বন॥

শুনি ব্রজ জন ভাব, শ্রীরাধার মহাভাব,
হেরিয়া আকুল শ্যামরায়।

কহিলেন এইবার, করি প্রিয়ে অঙ্গীকার,
ব্রজে আমি যাইব ত্বরায় ॥
প্রিয়প্রিয়া দুই জনে, বিরহেতে বাঁচে প্রাণে,
পুন দরশন ধরি আশা।
দোঁহে পরস্পর স্থানে, চিত্ত রাখে সযতনে,
ভুলিয়া আপন দেহ দশা ॥
বহু ভাগ্যোদয় যার, সেই প্রেমা হয় তার,
নিরমল জাম্বূনদ সোণা।
দুঃখ তার ক্ষণকাল, সদানন্দে যায় কাল
পরস্পরে সোঁপিয়া আপনা ॥
তুমি প্রিয়ে ভাগ্যবতী, এ প্রেম তোমাতে স্থিতি,
অন্য কারো নাহি অধিকার।
তুমি যারে করি দয়া, দেহ নিজ পদ-ছায়া,
কণা মাত্র লভে সে তাহার ॥
লঙ্ঘিয়া ত্রিলোক সীমা, তব প্রেম মধুরিমা,
নাহি জানি ধরে কত বল।
বৃদ্ধি পাই ক্ষণে ক্ষণে, নব নব ভাব ক্রমে,
আমারেও করিল চঞ্চল ॥
অপূর্ব্ব তব মাধুরী, সম আর নাহি হেরি,
কিবা দিয়া দিব সে তুলনা।
সকল সৌন্দর্য্য বিধি, হরি ল'য়ে রূপ নিধি,
নির্জ্জনে গড়িল অনুপমা ॥

জিনি শশধর কান্তি, নিরমল অঙ্গজ্যোতি,
মলয়জ কুঙ্কুম নিন্দিতা।
কস্তূরিকা নীলোৎপল, জয়ী অঙ্গ পরিমল,
অতসী জিনিয়া কোমলতা॥
মৃদুল মধুর হাস, অমিয়া নির্জ্জিত ভাষ,
নৃত্যগীতে অতি অভিজ্ঞতা।
নর্ম্মালাপে নিপুণতা, সবিনয় সুশীলতা,
চতুরতা আদি প্রণয়িতা॥
ইত্যাদি অশেষ গুণে, লক্ষ্মী আদি দেবীগণে,
সবারে করিলে পরাজয়।
অতএব হে সুন্দরি, কি আর বিচার করি,
পুষ্প আদি বস্তু সমুদায়॥
কি আর কহিব সতি, অপূর্ব্ব তব মুরতি,
সদা মোর অন্তর-বাহিরে।
অনুক্ষণ দরশন, দিয়া করি আহ্লাদন,
ধরিয়া রাখে সে ব্রজপুরে॥
দুঃখ না করিও মনে, যাও সবে ব্রজবনে,
আমি তথা যাইব নিশ্চয়।
যমুনা পুলিন বন, সদা করে আকর্ষণ,
মিলাইতে ব্রজ গোপিকায়॥

অমিয়া বর্ষিল কাণে, সঞ্চারিয়া প্রাণে প্রাণে,
নিরাশার জ্বালা নির্ব্বাপিয়া।
প্রবেশিয়া ধীরে ধীরে, গোপী হৃদয় মন্দিরে,
আশায় বাঁধিল দগ্ধ হিয়া॥
উছলিয়া প্রেমসিন্ধু, হেরিবারে কৃষ্ণ ইন্দু,
ধায় ব্রজে কালিন্দীর তীরে।
আনন্দ প্রবাহ ধায়, অরপিতে শ্রীরাধায়,
শ্যাম মহা অর্ণব মাঝারে॥

গোপী গুরু গতি, প্রিয় প্রাণ পতি,
সন্তোষিয়া প্রিয়াগণে।
যথা স্বীয় জন, পাণ্ডুর নন্দন,
তথা আসি হৃষ্ট মনে॥
প্রণাম বন্দনে, প্রণয়ালিঙ্গনে,
সুখী করি বন্ধুগণে।
স্নেহ ময় কথা, কুশল বারতা,
জিজ্ঞাসেন ভ্রাতৃ স্থানে॥
শ্রীগোবিন্দ পদ, দর্শনে আপদ,
আধি ব্যাধি দূর্ করি।
ধার্ম্মিক সুধীর, হাসি যুধিষ্ঠির,
কহিলেন ধীরি ধীরি॥

শুন ওহে শ্রীমাধব, তোমার যশো বৈভব,
কিশোর মূরতি অভিরাম।
নবীন জলদ শ্যাম, তাহে ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
লীলার মাধুরী অনুপাম॥
মহৎ জনের কথা, সুললিত পদ গাঁথা,
যে শুনেছে দেখেছে নয়নে।
বিষয় পিপাসা আর, অমঙ্গল কোথা তার,
দুরন্ত শমনে সেই জিনে॥
নিজ তেজে প্রশমিত, হ্রাস বৃদ্ধি কালগত,
তব রূপ উপমা রহিত।
আনন্দ রস স্বরূপ, জগত মঙ্গল রূপ,
মুক্ত ব্যক্তিগণের পূজিত॥

ইত্যাদি বহুত স্তবে, পরম আনন্দোৎসবে,
আপনা ভুলিয়া নরপতি।
নিজ ভ্রাতৃগণ সাথ, করিলেন প্রণিপাত,
সভাস্থ সকলে করে স্তুতি॥

কুন্তী আদি করি, দ্রৌপদী গান্ধারী,
যদু বৃষ্ণি ভোজনারী।
হেরি গোপীগণে, সবে সসম্মানে,
প্রণামালিঙ্গন করি॥

শ্রীকুরুক্ষেত্র মিলন।

মিলি পরস্পরে, আনন্দ অন্তরে,
সবে হ'য়ে একত্রিতা।
ত্যজিয়া সন্তাপ, কৃষ্ণ কথালাপ,
কহে হ'য়ে প্রফুল্লিতা॥
কহেন দ্রৌপদী, কহহে বৈদর্ভি,
জাম্ববতি সত্যভামে।
হে কালিন্দি ভদ্রে, সত্যে মিত্রবিন্দে,
হে রোহিণি শ্রীলক্ষ্মণে॥
ওহে ভাগ্যবতি, অন্যান্য যুবতি,
শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীগণ।
সকলেই কহ, আপন বিবাহ,
কৃষ্ণ সহ সম্মিলন॥
প্রধানা মহিষী, শ্রীরুক্মিণী হাসি,
আপন বিবাহ কথা।
পূর্ব্বের ঘটন, করিয়া বর্ণন,
ক্রম অনুসারে যথা॥
কহিলেন সতী, যেন মম মতি,
পরিহরি অন্য কাম।
সেই শ্রীনিবাসে, পদসেবা আশে,
পূজনেতে রহে প্রাণ॥

অষ্টজন এই মত, বিবাহ যার যেমত,
মনঃসুখে করিয়া বর্ণনা।
সকলেই কৃষ্ণ পদে, দাস্য বাঞ্ছা করি সাধে,
জানালেন আপন বাসনা॥
ষোড়শ সহস্র শত, ভূমিপুত্র-গৃহে নীত,
ছিল যত রাজার নন্দিনী।
তাঁরা এককালে সবে, নীলমণি কান্ত-লাভে,
জীবন সফল করি মানি॥
কহিলেন ওহে সতি, নরক অসুরপতি,
জিনিয়া মোদের পিতৃগণ।
আমাদিগে রুদ্ধ করি, রেখেছিল সদা স্মরি,
শ্রীহরির কমল চরণ॥
স্মরিলে সে শ্রীচরণ, সংসারের বিমোচন,
কারা-অবরোধ কিবা ছার।
জানি তিনি কৃপা করি, সগণে নরকে মারি,
করিলেন মোদের উদ্ধার॥
তিনি হন আপ্তকাম, জগতের যত কাম,
করতলগত সব তাঁর।
তথাপি করুণা করি, পরিণয় সূত্রে হরি,
আমাদের করেন স্বীকার॥
ওহে সতি সে অবধি, দাসী হ'য়ে নিরবধি,
সেবি তাঁর চরণকমল।

অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, সালোক্য সাযুজ্য আদি,
ব্রহ্মা ইন্দ্রপদ তুচ্ছ ফল॥
এসকলে নাহি ইচ্ছা, কেবল সদত বাঞ্ছা,
লক্ষ্মী-কুচ-কুঙ্কুম-রঞ্জিত।
শ্রীনিবাস পদরজ, ইন্দ্র আদি ভব অজ,
যাহে শির করেন ভূষিত॥
আর ব্রজ গোপীগণ, গোচারণে সখাগণ,
বন লতা পুলিন্দি সকল।
চায় তারা যে চরণ, পরশিতে অনুক্ষণ,
তাই চাহি আমরা কেবল॥

অখিলাত্মা ভগবানে, দৃঢ়মতি তত্ত্বজ্ঞানে,
নিরমল প্রেম অনুবন্ধ।
শুনিয়া সুভদ্রা কুন্তী, গান্ধারী প্রভৃতি সতী,
আর অন্য অন্য রাণীবৃন্দ॥
আনন্দে সকল সতী, হইয়া আশ্চর্য্য মতি,
কৃষ্ণের প্রভাব অনুমানি।
অতিশয় সসম্মানে, তাঁরে প্রেম আলিঙ্গনে,
আকুলা হয়েন যাজ্ঞসেনী॥
গোপিকার প্রাণপতি, ব্রজজন প্রিয় অতি,
কৃষ্ণ মন-নেত্র-অভিরাম।

তাঁহার বিবাহ লীলা, অদ্ভুত বীরত্ব খেলা,
শুনি কৃষ্ণপত্নীগণ স্থান ॥
ব্রজের মধুর লীলা, বাল্য কৈশোরাদি খেলা,
নিজ নিজ সহ সম্মিলন।
স্মরি ব্রজ গোপীগণ, প্রেমায় বিহ্বল মন,
অশ্রুজলে পূরিল নয়ন ॥

পূর্ণ যজ্ঞ মহোৎসব, উত্তরিয়া সে অর্ণব,
বসুদেব প্রফুল্লিত চিত্তে।
শ্রীনন্দের করে ধরি, সাদরে বিনয় করি,
কহিলেন অতিশয় প্রীতে ॥
ঈশ-কৃত বন্ধু স্নেহ, ত্যজিতে না পারে কেহ,
ভ্রাতঃ এই লয় মম মন।
জ্ঞান-বলে যোগিগণ, দেহ-বলে বলী জন,
ত্যজিতেও না পারে কখন ॥
ওহে সাধূত্তম, তোমাদের সম,
সাধু নাহি হেরি আর।
আমি অকৃতজ্ঞ, তোমাদের যোগ্য,
করি নাহি ব্যবহার ॥
পূর্ব্বে কংস কৃত, হ'য়ে উপদ্রুত,
থাকি বহু দূর দেশে।

অতুল সম্পদে, প্রাপ্তে ধন মদে,
ভুলিয়া র'য়েছি শেষে ॥
আপন মঙ্গল যার, প্রার্থনা থাকে হে তার,
রাজ্য ধন যেন নাহি হয়।
যাহাতে হইয়া অন্ধ, প্রিয়জন স্বসম্বন্ধ,
আপন স্বভাব ভুলি যায় ॥
কহি বসু মহাশয়, মৈত্রী ভাবে অতিশয়,
আর্দ্র চিত্তে করেন রোদন।
যাদবগণের পূজা, লভি নন্দ মহারাজা,
রামকৃষ্ণে প্রীতির কারণ ॥
তিন মাস তথা বাস, করিলেন ধরি আশ,
পুত্র ল'য়ে করিতে গমন।
কিন্তু না পূরিল আশ, মনো দুঃখে হতাশ্বাস,
হ'য়ে শেষে বিদায় কারণ ॥
আসি ব্রজবাসি-সনে, রামকৃষ্ণ যদুগণে,
করিলেন মানস জ্ঞাপন।
শুনি তাঁরা সমাদরে, শ্রীনন্দের ধরি করে,
নানাবিধ কাংস্যাদি ভাজন ॥
বহুমূল্য অলঙ্কার, পট্টবস্ত্র উপহার,
সানন্দে করেন অরপণ।
যথা যোগ্য ব্যবহারে, আলিঙ্গন করি তাঁরে,
করিলেন চরণ বন্দন ॥

পিতার চরণ, ধরিয়া বন্দন,
রামকৃষ্ণ প্রীতি ভরে।
করি আলিঙ্গন, মধুর বচন,
বিনয়ে কহেন ধীরে॥
আমরা তথায়, যাইব ত্বরায়,
কহিলাম এইবার।
নাহি কোন চিন্তা, সত্য কহি পিতা,
করিলাম অঙ্গীকার॥
শুনিয়া বিশ্বাসে, শ্রীনন্দ আশ্বাসে,
সহ গোপ গোপীগণ।
শ্রীরাম গোবিন্দ, মুখ অরবিন্দ,
প্রতি রাখে নিজ মন॥
বিরহ কাতরে, নেত্রে জল ঝরে,
আশায় বাঁধিয়া প্রাণে।
মথুরার পথে, চলেন ত্বরিতে,
কষ্টে দৃষ্টি নিবর্ত্তনে॥
বর্ষা আগমনে, ল'য়ে যদুগণে,
রামকৃষ্ণ দ্বারা-ধামে।
করি আগমন, স্বজন মিলন,
কহিলেন স্বীয় জনে॥

নন্দ আদি গোপগণ, আশায় বাঁধিয়া মন,
কৃষ্ণ আগমন প্রতীক্ষায়।
অহর্নিশি সর্ব্বজনে, কৃষ্ণ কথা আলাপনে,
আনন্দে রহেন ক্ষণপ্রায়॥

শ্রীবৃন্দাবন মিলন।

কৃষ্ণময়ী গোপী, কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপি,
সদা কৃষ্ণ উপাসনে।
অন্তরে বাহিরে, তন্ময় সায়রে,
বিহরে তাঁহার সনে॥
একদা প্রভাতে, হরিষ বিষাদে,
কহে রাধা সখীগণে।
শুনহে ললিতা, কুশল বারতা.
যা দেখেছি সুস্বপনে॥
কি কহি সজনি, রজনী কাহিনী,
কহিতে বিদরে হিয়া।
বিরহিণী শাপে, যবে মনস্তাপে,
ঢাকে বিধু নিজ কায়া॥
হেরি সুখে কোক, পরিহরি শোক,
যবে যায় প্রিয় পাশ।

দিগঙ্গনাগণে, প্রফুল্লিত মনে,
যবে ধরে মৃদু হাস॥
যবে কিশলয়, মুকুতা নিচয়,
ফেলিয়া ধরণী তলে।
সুশীত সমীরে, তুলি ধীরে ধীরে,
জাগায় বিহঙ্গ দলে॥
বুঝিয়া সময়, তিমির নিচয়,
যখন লুকায় ত্রাসে।
কুমুদে মলিন, দেখিয়া নলিন,
যখন গৌরবে হাসে॥
তখন আলসে, তন্দ্রার আবেশে,
দেখিলাম যেন সখি।
সুনীল প্রভায়, আলোকিত হয়,
ব্রজ ভূমি লতা শাখী॥
যেন শুষ্ক লতা, হ'য়ে মুঞ্জরিতা,
পরিমলে তোষে বন।
যেন পুন শুনি, সে মুরলী ধ্বনি,
সুধা করে বরিষণ॥
যেন শুকসারি, পড়ে মনোহারি,
সেই পিকরব গাছে।
যেন শিখিগণ, ধরিয়া পেখম,
আনন্দে নাচিছে কাছে॥

যেন সিংহ সাথে, মৃগ ধায় পথে,
উরগ শিখণ্ডি সনে।
আসি দলে দলে, দেখে কুতূহলে,
দাঁড়ায়ে আনন্দ মনে॥
গোধন সকল, যেন দলে দল,
সাজিয়া গোঠের সাজে।
শুনি সে মুরলী, আপনারে ভুলি,
ক্ষীর ধার সিঞ্চে ব্রজে॥
গোপাল বালক, ছাড়িয়া পলক,
হেরিছে মথুরা পথ।
যমুনার জল, করি কলকল,
যেন ভাসাইল তট॥
প্রভাত সময়, ল'য়ে সখীচয়,
আমিও স্নানের কাজে।
কালিন্দীর জলে, নামি কুতূহলে,
যেন দেখি জল মাঝে॥
চপলা সহিত, তরঙ্গে চালিত,
শ্যাম নব ঘন ছায়া।
যেন মূর্ত্তি ধরি, তরঙ্গ উপরি,
ভাসি ঢাকে মম কায়া॥
ভাঙ্গিল স্বপন, ত্যজিয়া শয়ন,
দেখিলাম নিশা শেষ।

হৃদয় কন্দরে, নৈরাশ্য বিহরে,
করিয়া আশার শেষ ॥
কেন ওরে মন, দেখায়ে স্বপন,
জাগাও পূরব স্মৃতি।
কেনরে স্বপন, সে নীল বরণ,
সলিলে দেখালে দ্যুতি ॥
বলরে চেতন, হরিয়া স্বপন,
কিবা সুখে আছ তুমি।
এলে যদি ফিরি, দাও তারে ধরি,
প্রাণ দান দিব আমি ॥
বলহে ললিতা, লুকাল সে কোথা,
দেখা দিয়া জল মাঝে।
আনরে এবার, সঙ্গে যাব তার,
আর না রহিব ব্রজে ॥
শুনেছ সকলে, শীঘ্র যাব ব'লে,
তাঁর যাহা অঙ্গীকার।
দেখহে বিশাখা, করি দিন লেখা,
বাকি কত আছে তার ॥
বুঝি সহচরি, ত্যজি যদুপুরী,
আসি তিনি ব্রজপুরে।
পরিহাস ছলে, লুকালেন জলে,
গোপীর পরীক্ষা তরে ॥

সলিল মাঝারে, দেখেছি তাঁহারে,
তড়িত জড়িত কায়।
হাসি হাসি ভাসি, বর্ষি সুধারাশি,
সিঞ্চে গোপাঙ্গনা গায়॥
এস সখীগণ, জল অন্বেষণ,
করিব তরঙ্গে ভাসি।
বিলম্ব না সহে, চল কালিদহে,
হেরিতে সে রূপ রাশি॥

কহেন ললিতা, হইয়া দুঃখিতা,
ব্রজে কোথা পাবে তাঁরে।
মনোবৃত্তি স্বপ্ন, চেতনে দর্শন,
হইতে কি কভু পারে॥
কহি তাঁর কথা, কেন পাও ব্যথা
ত্যজ তাঁর অভিলাষ।
তুমি হে সরলা, কুটিল সে কালা,
দূর কর তার আশ॥

সখি কি দোষে ত্যজিব তারে।
সদা দেখি বনে, গোঠে গোচারণে,
সখাসনে ক্রীড়া করে॥

কভু দেখি জলে, কভু নীপমূলে,
কখন কালিন্দী তীরে ।
বাজায়ে বাঁশরী, রাধানাম পূরি,
আদরে ডাকে সে মোরে ॥
কভু গৃহমাঝে, দেখি সে বিরাজে,
অবিচল মূর্ত্তি ধরি ।
প্রতিমার প্রায়, স্থির ভাবে রয়,
পলক নাহিক হেরি ॥
কভু দ্রুত পদে, আসি সন্নিকটে,
ধরিতে না পারি মোরে ।
মৃদু মৃদু হাসে, ধরি পীত বাসে,
ক্ষমা চাহে কর যোড়ে ॥
অধীনের প্রায়, তারে দেখা যায়,
দোষ নাহি দিও তাঁরে ।
তোমরা আমারে, দুঃখের সাগরে,
ভাসাও লুকায়ে তাঁরে ॥
দেখ বনমাঝে, সখি কে বিরাজে,
মোহন মুরলী ধরি ।
নয়ন-বিলাসে, গোপিকায় তোষে,
হাসি করে মন চুরি ॥

পদ।

জলদ দ্যুতি, বঙ্ক মুরতি,
নট ভঙ্গিমা ধরি যায়।
দিঠি অঞ্চল, দেখ চঞ্চল,
নারী মোহন হাস তায়॥
মুরলী স্বনে, পঞ্চম গানে,
ব্রজ অঙ্গনা মরিযাদা।
করি ভঞ্জন, চাঁদ গঞ্জন,
সুধা বর্ষিয়ে ডাকে রাধা॥
সঙ্গিনীগণ, চল কানন,
দরশনে বাড়ে আশা।
ধৈরজ হর, মুরলী স্বর,
গায় সঙ্কেতে প্রিয় ভাষা॥

সখীর উক্তি—

কোথায় দেখিবে তাঁরে।
তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি, সদা তব স্ফূর্ত্তি,
জলে স্থলে চরাচরে॥
শ্রীনন্দকুমার, নহে তিনি আর,
দর্শন পাওয়া ভার।

যদু সভামাঝ, করেন বিরাজ,
রক্ষা করে দ্বারী দ্বার ॥

কহিলেন রাই, দেখা নাহি পাই,
ডুবিব কালিন্দী নীরে।
কভু তাঁর কথা, না হইবে বৃথা,
আসিবেন ব্রজপুরে ॥
এলে বংশীধারী, ব'লো সহচরি,
তব অদর্শন শরে।
হইয়া আহতা, কলঙ্কিনী রাধা,
সহিতে না পারি মরে ॥
সজল নয়নে, বিনয় বচনে,
ললিতা কহেন ধীরে।
কেন বা জীবন, দিবে বিসর্জ্জন,
সে-ত সুখে আছে পুরে ॥
ভ্রমে তব নাম, নাহি লয় শ্যাম,
স্থির কর রাধে মন।
কত রূপবতী, রাজবালা সতী,
সেবে তাঁর শ্রীচরণ ॥
নহে সখি আর, সে কৃষ্ণ তোমার,
তোমারে না চায় আর।

তুমি তার লাগি, কেন দুঃখভাগী,
মরণ করিলে সার ॥

শ্রীমতীর উক্তি—

কৃষ্ণ বিনা আর, দেহ রাখা ভার,
প্রাণ আছ কি কারণ।
ছাড়িয়া আশ্বাস, যাও ত্যজি বাস,
তোমাতে কি প্রয়োজন ॥
হইলে নৈরাশ, ত্যজি গৃহবাস,
প্রাণ যাবে সেই ক্ষণ।
বলনা আমায়, কে রাখিবে তায়,
রাখার কি প্রয়োজন ॥
ওরে দুষ্ট আশা, দর্শন লালসা,
কেন বা বাড়াও আর।
কেন বারে বারে, দেখাইয়া তারে,
রাখ এই প্রাণ ছার ॥
ছাড়রে জীবন, দুষ্টের মন্ত্রণ,
বৃথা কেন ব্যথা পাও।
শুন মোর কথা, যাও তুমি তথা,
সদত যাহারে চাও ॥
পুনঃ পুনঃ বলি, শীঘ্র যাও চলি,
ল'য়ে আপনার মান।

নহে অগ্নি-মুখে, ঝাঁপ দিয়া সুখে,
আহুতি করিব প্রাণ ॥

সখি নিরদয় যদি, কৃষ্ণচন্দ্র গুণনিধি,
তবে দোষ দিব বল কারে।
আপন করমফলে, কৃষ্ণ ছাড়িলেন ছলে,
তাহে প্রতিকূল বিধি মোরে ॥
শুন ওহে প্রাণ সখি, উপায় আর না দেখি,
চিতা এক দেহ সাজাইয়া।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি মুখে, তাহে ঝাঁপ দিয়া সুখে,
ছার দেহ দিব পোড়াইয়া ॥
দেহ হইলে ভস্মময়, তোরা প্রিয় সখীচয়,
যতনে রাখিয়া তাহা তুলি।
যদ্যপি আসেন ব্রজে, তবে তাঁর পদরজে,
স্মরণ করিয়া দিও ফেলি ॥
সে পদ পঙ্কজ রেণু, স্পর্শমাত্রে ভস্ম তনু,
ধরিয়া নূতন কলেবর।
চরণে মিশায়ে রবে, কেহ তাহা না জানিবে,
না রহিবে বিরহের ডর ॥

আজি কেন সখি, নাচে বাম আঁখি,
ঘটিবে কি সুবিধান।

আজি কি পাবক, লবেন পাতক,
এ দেহ আহুতি দান॥
কে নিবালে বল, হৃদয় অনল,
প্রফুল্লিত তনু মন।
কে দিল ভরসা, কে রোপিল আশা,
কে শুখালে এ নয়ন॥
কহেন বিশাখী, শুন প্রিয় সখি,
দেখি বহু সুমঙ্গল।
জানিনা কি আজ, ব্রজ ভূমি মাঝ,
কি ফলিবে শুভ ফল॥
ওই যে মোহন বাঁশি, বরষি অমিয়া রাশি,
সঞ্জীবিত করি তরু গণে।
মম হৃদয় মন্দিরে, প্রবেশিয়া ধীরে ধীরে,
আশালতা সিঞ্চে সযতনে॥
কোথা রহে সে কালিয়া, বনমাঝে লুকাইয়া,
চল সখি করি অন্বেষণ।
দেখিব ব্রজের মাঝ, কোথা শ্যাম নটরাজ,
করে নিজ সুধা বিতরণ॥
দেখ দেখ দেখ সই, যমুনা পুলিনে ওই,
বিরাজিত মদন মোহন।
যেন সখি নীপ মূলে, সবিজলী মেঘ খেলে,
মন্দ মন্দ করিয়া গর্জ্জন॥

দেখহে শিরসি পরে, জড়া ফুল গুঞ্জাহারে,
বলয় আকারে চূড়া শোভে।
বদন সরোজ বর, তাহে মত্ত মধুকর,
ঝঙ্কারি ভ্রময়ে মধু লোভে॥
কুণ্ডলে মকর তুলি, নারী-মন-মীনে গিলি,
আনন্দে কপোলে করে খেলা।
সুপীন উরসি মাঝে, মণিময় হার রাজে,
চরণে লম্বিত বনমালা॥
শ্রীপদ রাজীব রাজ, বাজায়ে নূপুর আজ,
নাচিছে মুরলী তালে রঙ্গে।
মেঘে হেরি তরু তলে, সুখে শিখী দলে দলে,
পেখম ধরিয়া নাচে সঙ্গে॥

সখীর উক্তি—

ওহে রাই কমলিনি, ব্রজে নাই নীলমণি,
কোথা পাব অন্বেষিয়া বন।
তব হৃদয় উদ্যানে, ভ্রমে' সে বংশীর স্বনে,
নটবেশে করিয়া নর্ত্তন॥
বাহিরে যে দেখ মূর্ত্তি, সে তব অন্তর স্ফূর্ত্তি,
ধন্য তব প্রেমের বিকার।
ধন্য তব প্রেম লাভ, ধন্য ধন্য মহা ভাব,
ধন্য প্রেমে তব অধিকার॥

হৃদয়ের করি রাজা, যাহারে করিয়া পূজা,
আপনা সোঁপিয়া দিলে প্রাণ।
সে কপট নিরদয়, নারী বধে নাহি ভয়,
প্রাণ ল'য়ে করিল পয়াণ ॥

শুনহে কিশোরি, রাজ বেশ ধরি,
আছে সে দ্বারকা পুরে।
তুমি বিনা তার, গতি নাহি আর,
কখন আসিবে ফিরে ॥
এক্ষণে সুন্দরি, হৃদয়েতে হেরি,
স্মরিয়া তাঁহার কথা।
ত্যজিয়া বিরহ, সুখে অহরহ,
থাক দূর করি ব্যথা ॥
আপনার নাম, নিজে লিখি শ্যাম,
তোমার চরণ তলে।
বাঁধা সে আপনি, আছে সুবদনি,
আপনি আসিবে চ'লে ॥
নিজ অঙ্গীকার, স্মরি এইবার,
আসিবেন নীলমণি।
সত্য তাঁর কথা, না হইবে বৃথা,
ধৈরজ ধরহে ধনি ॥

বনে কৃষ্ণ দরশন, কেবল মনের ভ্রম,
শুনি নিদারুণ সখী-ভাষ।
ছিন্ন হৈল আশা লতা, মরমে বাজিল ব্যথা,
হৃদয়ে পূরিল নিরাশ্বাস॥
তনু হৈল অতি ক্ষীণ, নয়ন পলক হীন,
নিরবে চাহেন সখী-মুখ।
নেত্রে বহে অবিরল, শতধারে অশ্রুজল,
ফুরাল দর্শন আশা সুখ॥
হেরি প্রিয় সখীগণ, কমল দলে বীজন,
করিয়া আশ্বাস বাক্য দ্বারে।
সন্তোষ করেন তাঁরে, কৃষ্ণ আনি ব্রজপুরে,
বসাইব তোমার মন্দিরে॥

পিতা মাতা সখা সনে, কৃষ্ণ নিজ প্রিয়াগণে,
বিদায় করিয়া ব্রজধামে।
অতিশয় উৎকণ্ঠায়, দিবস যামিনী যায়,
প্রিয়তমা রাধা আকর্ষণে॥
চেষ্টা তাঁর স্বতন্তর, ব্রহ্মাদিরো অগোচর,
কে জানিবে সে লীলা সন্ধান।
ব্রজে যাইতে সত্বর, হইলেন অগ্রসর,
উপলক্ষ করিয়া সংগ্রাম॥

লইয়া যাদবগণে, বসুদেব উগ্রসেনে,
আপনিও সহ বলরাম।
আসি গিরি গোবর্দ্ধনে, হংস ডিম্বকের সনে,
করিলেন বহুত সংগ্রাম॥
শেষে যমুনার তীরে, বধ করি দুই বীরে,
পূরায়ে দুর্ব্বাসা মনস্কাম।
আসি ভাই দুই জনে, মাতামহ পিতা স্থানে,
করিলেন আনন্দে প্রণাম॥
দুই সুর নিপাতন, হেরিয়া অমরগণ,
গন্ধর্ব্বাদি বিদ্যাধরগণ।
কৃষ্ণের অমল কীর্ত্তি, গাইয়া আনন্দে অতি,
করিলেন পুষ্প বরিষণ॥
উগ্রসেন মহানন্দে, বলরাম শ্রীগোবিন্দে,
বসুদেব যদুগণ সনে।
কিছুকাল গোবর্দ্ধনে, রহিলেন সর্ব্বজনে,
বিশ্রামার্থ প্রফুল্লিত মনে॥
নন্দরাজ ব্রজজন, শ্রীযশোদা গোপীগণ,
শুনি রামকৃষ্ণ আগমন।
আনন্দে অধীর প্রায়, দরশন লালসায়,
করিলেন নানা আয়োজন॥
ক্ষীর সর নবনীত, কৃষ্ণপ্রিয় ভোগ্য যত,
ভাস্কর-বিজয়ী পীতাম্বরী।

অঙ্গদ কেয়ূর বালা, শিখি পুচ্ছ বনমালা,
মোহনীয়া চূড়াটি বাঁশরী ॥
মকর কুণ্ডল হার, মণিময় অলঙ্কার,
গজমতি নাসার ভূষণ।
চরণ নূপুর আর, কটির কিঙ্কিণী তার,
স্বর্ণ ছড়ি গোপাল রক্ষণ ॥
ইত্যাদি সামগ্রী আনি, বহুত যতনে রাণী,
ল'য়ে নিজ পুত্রের কারণে।
আত্মসমা গোপনারী, : সবারে সঙ্গেতে করি,
চলিলেন শকটারোহণে ॥
ব্রজবাসী দলে দলে, মহানন্দে কৌতূহলে
দধি দুগ্ধ ঘৃত ভারে ভার।
আনি অতি সযতনে, চলেন শ্রীনন্দ সনে,
যদুরাজে দিতে উপহার ॥
আসি গোবর্দ্ধনে নন্দ, গোবিন্দ মুখারবিন্দ,
হেরিয়ে শ্রীবলরাম বীরে।
দুঃখ শোক পরিহরি, স্নেহে আলিঙ্গন করি,
কহিলেন গদ গদ স্বরে ॥
করি বহুতর রণ, হইয়াছে পরিশ্রম,
মৃদু কলেবর অবসন্ন।
যতনে আনীত ননী, খাও রাম নীলমণি,
দধি দুগ্ধ ক্ষীর পায়সান্ন ॥

সহসা অচলোপরি, পিতামাতাগণে হেরি,
মহান উল্লাসে কৃষ্ণরাম।
চরণ পরশ করি, প্রণমিয়া দুঃখ হেরি,
অশ্রু জলে ভাসিল বয়ান ॥
আসি বৃদ্ধ গোপগণে, প্রণামাদি সম্ভাষণে,
সন্তোষিয়া তাঁহাদের মন।
প্রিয় সহচরগণে, গাঢ় প্রেম আলিঙ্গনে,
দূর করি হৃদয় বেদন ॥
ব্রজ জন দুঃখ স্মরি, জিজ্ঞাসেন ধীরি ধীরি,
কহ পিতা ব্রজের বারতা।
ব্রজের নিবাসিগণ, ল'য়ে দারা পুত্রগণ,
কুশলে ত' আছেন সর্ব্বদা ? ॥

গোগণ সকলে, আছে ত' কুশলে,
আর ধেনু বৎসগণ।
মৃগ কপিগণ, নির্ভয়ে কানন,
করে সুখে বিচরণ ? ॥
সুখে বিহঙ্গম, করিয়া কূজন,
বসিয়া ত' শাখি' পরে।
মধুর সুস্বনে, ব্রজ জন গণে,
আনন্দে মোহিত করে ? ॥

ব্রজে তৃণাঙ্কুর, জন্মে ত' প্রচুর,
লতাগুল্ম আদি করি।
গোধন সকল, যাহে পায় বল,
স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করি ? ॥
লতা তরু রাজি, ফুল ফলে সাজি,
শোভিয়া ত' বৃন্দাবনে।
ফল ফুল গন্ধ, ছায়া মকরন্দ,
বিতরে মানবগণে ? ॥
ব্রজ সখাগণ, করি গোচারণ,
তৃষা তাপ নিবারণে।
যমুনায় স্নানে, পানে সর্ব্বজনে,
সুখে ত' বিহরে বনে ? ॥
যমুনার জল, সুমিষ্ট শীতল,
নিরমল বারিদানে।
রবির উত্তাপে, সন্তাপিত জীবে,
শীতল করে ত' প্রাণে ? ॥

শুনিয়া কহেন নন্দ, শুন ওহে প্রাণ গোবিন্দ,
গোপ গোপী ব্রজবাসিগণে।
রোগহীন কলেবরে, অবিরোধে ব্রজপুরে,
আছে বেঁচে দারাপুত্র সনে ॥

কিন্তু তব অদর্শন, বিরহেতে তনুমন,
সকলের দহে অনুক্ষণ।
আছে মাত্র আশা ধরি, সে আশা পূরণ করি,
রক্ষ কৃষ্ণ নিজ প্রিয়জন॥
গোধন সকল, খায় তৃণজল,
শুনি বংশি প্রতিধ্বনি।
ধরি সেই স্বর, খেলে নিরন্তর,
কপি মৃগী বিহঙ্গিনী॥
তব সখাগণে, খেলিতে কাননে,
পায় তব দরশন।
তাই সে আশায়, বনে সবে ধায়,
নাহি মানে নিবারণ॥

মার কোলে হাঁসি হাঁসি, রাম নীলমণি বসি,
ভোজন করেন ক্ষীর ননী।
মিষ্টান্ন পক্কান্ন আর, নানাবিধ উপচার,
বদন কমলে দেন রাণী॥
আনন্দে ভোজন করি, উঠি আচমন সারি,
দুই ভাই পরম হরিষে।
পূর্ব্ব পরিচিত বন, সুখে করি সন্দর্শন,
আসি কৃষ্ণ নির্জ্জন প্রদেশে॥

স্মরিয়া পিতার বাণী, তথায় সুবলে আনি,
জিজ্ঞাসেন গোপীর বারতা।
কহ ভাই সত্য কথা, শ্রীরাধা আছেন কোথা,
কোথা সখী বিশাখা ললিতা॥
সুবল কহেন ভাই, শুনে আর কাজ নাই,
তাহাদের শেষ দশা প্রায়।
হইয়াছে অতি ক্ষীণ, কিন্তু নহে প্রাণহীন,
থাকে যায় তোমার কি দায়॥
ব্রজের নিবাসি গণ, দেহধারী যত জন,
জীবন কাহারে নাহি ছাড়ে।
তোমার দর্শন আশা, হৃদয়ে করিয়া বাসা,
প্রাণে রাখিয়াছে সমাদরে॥

সুবলের করে ধরি, কহেন বিনয় করি,
শুনহে সুবল প্রিয়সখা।
পরিহাস রাখি দূরে, দেখাও সে শ্রীরাধারে,
প্রিয় সখী ললিতা বিশাখা॥
মম আগমন কথা, ললিতা বিশাখা যথা,
তথা গিয়া দাও সমাচার।
সুবল কহেন ভাই, সে সাধ্য আমার নাই,
পূর্ব্বমত নাহি অধিকার॥

কি আর কহিব শ্যাম, শুনাতে তোমার নাম,
নিষেধ আছে সে শ্রীরাধার।
এ কারণ সখীগণ, না পারিবে কদাচন,
অবজ্ঞা করিতে আজ্ঞা তার॥
অতিশয় গর্ব্বমানে, আছে সব গোপীগণে,
তব নাম কেহ নাহি লয়।
দুরন্ত বিরহ ক্লেশ, সহিতে না পারি শেষ,
শ্রীরাধার জীবন সংশয়॥

শুনি শ্যাম অন্য মনে, চলিলেন বনে বনে,
নাহি তার স্থান নিরূপণ।
লুকাল দিবস মণি, দীপ ধরে দ্বিজমণি,
সঙ্গে চলে মলয় পবন॥
অখণ্ড মণ্ডল শশী, প্রদোষ তিমির নাশি,
নিরমল গগনে উদয়।
হেরি কৃষ্ণ ভগবান, হরিতে গোপীর মান,
চিন্তি স্থির করিয়া উপায়॥
দাঁড়ায়ে কদম্ব তলে, ঈষৎ বামেতে হেলে,
মোহন মুরলী ল'য়ে করে।
নারী আকর্ষণী মন্ত্র, পূরিয়া বেণুর যন্ত্র,
ঝঙ্কারি বাজান কলস্বরে॥

বিক্রমে উঠিয়া তান, গর্জ্জিয়া বাঁশির গান,
প্রবেশিয়া গোপীর হৃদয়ে।
ভাঙ্গি গুরু অভিমান, শীতল করিল প্রাণ,
গানামৃত ধারা বরষিয়ে॥
চমকিল সখীচয়, কাঁপিল ঘন হৃদয়,
জাগে পূর্ব্ব স্মৃতি পুনর্ব্বার।
ললিতা কহেন সখি, শ্রবণে পশিল ওকি,
সুমধুর ধ্বনি যে আবার॥
কৃষ্ণ বাঁশি করি চুরি, কে আনিল ব্রজপুরি,
অন্বেষিয়া দেখি একবার।
প্রাণহীণ গোপীগণে, সঞ্জীবনী মন্ত্র দানে,
কে সখি জিয়ায় পুনর্ব্বার॥

বিশাখার সনে, আসিয়া বিপিনে,
দেখেন ত্রিভঙ্গ ঠাম।
তড়িত জড়িত, জলদ নির্জ্জিত,
বিরাজিত রূপধাম॥
কহেন বিশাখা, ওই যায় দেখা,
শ্রীমূরতি অভিরাম।
চল চল সখি, বটে কিনা দেখি,
ওই সে কুটিল শ্যাম॥

ললিতার উক্তি—

রূপের ঝলকে, নয়ন চমকে,
ছটায় ঢাকিল অঙ্গ।
এ সেই গোপাল, শ্রীনন্দ দুলাল,
যে করে মুরলী রঙ্গ॥
চল যাই পাশে, শুনি কিবা আশে,
আসিয়াছে ব্রজভূমে।
নিজ অঙ্গীকার, বুঝিবা এবার,
শ্যামের প'ড়েছে মনে॥

কে তুমি রজনীমুখে, মুরলী বাজায়ে সুখে,
কর এই বন আন্দোলন।
বৃষভানু সুকুমারী, এবনের অধিকারী,
ত্যজ শীঘ্র এ কুঞ্জ কানন॥
আর না বাজাও বেণু, কাঁপিবে বালার তনু,
প্রবাসিহে রাখ এ মিনতি।
এক সে বাঁশির স্বর, শ্রবণে করিয়া ঘর,
কাননে রেখেছে কুলবতী॥
গোকুলের ননীচোরা, মোহনীয়া চূড়া ধরা,
কৃষ্ণনামে এক শঠরাজ।
সেই ধরি দিবানিশি, বাজায়ে এরূপ বাঁশি,
আনি বনে রমণী সমাজ॥

করিয়া নানা চাতুরী, বিনামূল্যে দাসী করি,
রাখিয়া সকল গোপিকারে।
বৃষভানু-সুকুমারী, তাহার সর্ব্বস্ব চুরি,
করিয়া গিয়াছে দেশান্তরে॥

রাধা আত্মহারা, উন্মাদিনী পারা,
কভু হাঁসে কান্দে গায়।
কখন বিলাপে, কভু বা প্রলাপে,
জাড্য তাপ দেখা যায়॥
সব সখীগণে, অতি যতনে,
রাখিয়াছে তার প্রাণ।
মুরলীর স্বরে, চমকি অন্তরে,
এখনি হারাবে প্রাণ॥

শুনি ললিতার বাণী, অশ্রুজলে নীলমণি,
অভিষিক্ত হইয়া আপনি।
পীতাম্বর করে ধরি, কহেন বিনয় করি,
ওহে প্রিয়ম্বদা সুহাসিনি॥
যথা রাধা বিনোদিনী, রমণীর শিরোমণি,
তথা ল'য়ে চল হে আমারে।
বহুদিন পিপাসিত, আছি সখি জীবন্মৃত,
দেখাও সে পূর্ণ সুধাকরে॥

ললিতার উক্তি—

তোমারে না চিনি আমি, পুরুষ প্রবাসী তুমি,
রাধা সহ তব কি সম্বন্ধ।
যাবে বল কিবা আশে, সে কাহারে না সম্ভাষে,
অতি দুঃখী ভাগ্য ধরে মন্দ॥
নাহি তার ধন মান, অতিথিরে দিবে দান,
এথা তব বৃথা আগমন।
যাও যথা মহাজন, পাবে বহু রত্নধন,
এখানে অসিদ্ধ প্রয়োজন॥
ব্রজজন নিরানন্দ, ভক্ষ্য ভোজ্য আদি বন্ধ,
কে তোমারে করিবে আদর।
ঘটিয়াছে অমানিশি, সমভাব দিবানিশি,
নাহি ব্রজে চন্দ্র প্রভাকর॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

কেনহে আজ সুমুখি, হইলে অতি বিমুখী,
আপন অধীন প্রিয়জনে।
জাননা কি মম নাম, রাধাদাস আমি শ্যাম,
লিখিয়া রেখেছি শ্রীচরণে॥
শুনহে করুণালয়ে, আমারে সদয় হ'য়ে.
ল'য়ে চল প্রিয় সখী পাশ।
হেরিয়া সে চন্দ্রানন, জুড়াইব এ জীবন,
মম দিব্য না কর নৈরাশ॥

ললিতার উক্তি—

চিনেছি চিনেছি স্বর, নহ হে প্রবাসী পর,
সেই তুমি গোপী-রাধা-কান্ত।
গোকুলের পুরন্দর, ব্রজবাসি-প্রাণেশ্বর,
যশোদার মণি নীলকান্ত॥
তোমার বালাই, ল’য়ে ম’রে যাই,
কোথা ছিলে এতদিন।
আজি ভাল দিনে, পড়িয়াছে মনে,
রাধা প্রায় প্রাণহীন॥
নেত্র ঊর্দ্ধগত, নাহিক সংবিত,
অঙ্গে ঝরে স্বেদবিন্দু।
পূর্ণচন্দ্র জিনি, ছিল যে লাবণী,
আজি চতুর্দ্দশী ইন্দু॥
সখীরা সকল, নলিনীর দল,
আনি অতি সযতনে।
করিয়া বীজন, রাখে সে জীবন,
তব নামামৃত দানে॥

শুনি শ্যাম রায়, মূর্চ্ছিতের প্রায়,
পড়িতেই ভূমিতল।
বিশাখা সাদরে, কহেন তাঁহারে,
মুছাইয়া অশ্রুজল॥

যদি শ্রীরাধার পাশ, যাবে করিয়াছ আশ,
তবে শ্যাম ধর পীতবাস।
লজ্জা অবনত মুখে, দাঁড়ায়ে তাঁর সম্মুখে,
সবিনয়ে করিবে সম্ভাষ ॥

শুনিয়া সখীর বাণী, সপুলকে নীলমণি,
কহিলেন বিলম্ব না সয়।
চল সখি ত্বরা করি, গিয়া শ্রীরাধারে হেরি,
সুশীতল করিব হৃদয় ॥

সঙ্গে ল'য়ে শ্যামে সখী দুইজনে,
আসিয়া কুঞ্জের দ্বারে।
কহিলেন শ্যাম, করহে বিশ্রাম,
আসি'ল'য়ে যাব পরে ॥

সখীর উক্তি—

আজি সখি সুপ্রভাত, কুঞ্জ দ্বারে শ্যাম চাঁদ,
নিজে আসি হইল উদয়।
হেরি তব ভাগ্য রাশি, পলায় বিরহ মসী,
দ্রুতগতি আপন নিলয় ॥

সহচরীগণ সুখে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গায় মুখে,
শ্রবণে প্রবেশি কৃষ্ণনাম।
চমকি উঠিয়া ধনী, কহে কোথা নীলমণি,
দেখাও সে নবঘনশ্যাম ॥

ললিতা কহেন রাই, শ্যামেরে আনিতে যাই,
কিন্তু থেক মানিনী হইয়া।
বহুকষ্ট চিরদিনে, দিলেন তোমার প্রাণে,
শোধ নিবে চূড়া লোটাইয়া ॥

কহেন ললিতা হাসি, কি কহিব কাল শশি,
শ্রীরাধার নিদারুণ পণ।
কহিলেন শঠরাজ, যেন মম কুঞ্জমাঝ,
প্রবেশ না করে কদাচন ॥
শুনিয়া সখীর বাণী, কহিলেন নীলমণি,
ল'য়ে চল রাধার সদন।
হেরিয়া সে চন্দ্রানন, জুড়াইব তনুমন,
শুনিব সে মধুর বচন ॥

ললিতার উক্তি—

আমার শক্তিতে, সে আজ্ঞা লঙ্ঘিতে,
না পারিব শ্যামরায়।
তব আগমন, হৈল অকারণ,
যাও যথা ইচ্ছা যায় ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

ধরিয়া ললিতা নাম, কেন হে হইলে বাম,
কঠিন নির্দ্দয়া আমা প্রতি।
চল ল'য়ে একবার, দেখি গিয়া শ্রীরাধার,
অনুপমা কিশোরী মূরতি॥
তোমাদের অনুগ্রহ, হইলে রাধার স্নেহ,
পাইব তা জানি হে নিশ্চয়।
নহে রাধাকুণ্ড জলে, প্রাণ দিয়া অবহেলে,
সুশীতল করিব হৃদয়॥

ললিতার উক্তি—

একথা না কহ শ্যাম কেন বা ত্যজিবে প্রাণ,
অভাগিনী গোপীর লাগিয়া।
দ্বারাপুরে রাজা তুমি, মহিষীগণের স্বামী,
মরি তব বালাই লইয়া॥
সুকুমারী কমলিনী, অতিশয় গরবিণী,
অভিমানী তাহে সন্তাপিতা।
কি আছে তাহার দোষ, হইয়াছে অতিরোষ,
স্মরি তব শাঠ্য কপটতা॥
স্থির হও শ্যামশশি, পুন জিজ্ঞাসিয়া আসি,
ল'য়ে যাব তাঁহার সদন।
তোমার যে অনুনয়, কহি তাঁরে সমুদয়,
জানাইব তোমার মরম॥

আসি প্রিয়সখীপাশে, কহিলেন মৃদুভাষে,
শ্যামচাঁদে আনি এইবার।
বহুত মিনতি করি, তব রূপ সুমাধুরী,
হেরিতে চাহে সে একবার॥

কহিলেন সুকুমারী, যাহা ইচ্ছা সহচরি,
কর তাই আমি তা জানিনা।
হেরিতে সে চন্দ্রানন, চাহে মন অনুক্ষণ,
হিতাহিত নাহি বিবেচনা॥

শুনিয়া ললিতা হাসি, ত্বরায় বাহিরে আসি
দেখিলেন শ্যাম নীপমূলে।
রহেন স্তম্ভিত কায়, স্বেদ অশ্রু বহে তায়,
মেঘ যেন নেমেছে ভূতলে॥
কৃষ্ণেরে অবশ হেরি, করে ধরি সহচরী,
কহিলেন চল শ্যাম রায়।
জানায়ে তব মিনতি, লইয়াছি অনুমতি,
আজি বিধি সদয় তোমায়॥

বচন অমিয়া রাশি, শ্রবণ বিবরে পশি,
বেগে সঞ্চারিয়া প্রাণে প্রাণে।

দুরন্ত বিরহ ক্লেশ, তাপ গ্লানি করি শেষ,
চালিত করিল শ্যাম ঘনে ॥
নলিন নয়ন দ্বয়, প্রকাশি কিশোর রায়,
আশায় চলেন দ্রুত গতি।
আসি কুঞ্জ অভ্যন্তরে, দোঁহা হেরি পরস্পরে,
পুলকে নিকশে অঙ্গ জ্যোতি ॥
দোঁহার ছটায়, ঢাকি দোঁহা-কায়,
শীতল করিয়া প্রাণ।
স্পর্শিয়া হৃদয়, প্রমাদ ঘটায়,
উপজে ধনীর মান ॥
ঢাকি চন্দ্রানন, ফিরায়ে বদন,
আক্ষেপি আপন প্রেমে।
কৃষ্ণ আচরণ, করিয়া স্মরণ,
বসিলেন অভিমানে ॥
হেরি শ্যাম রায়, চকিতের প্রায়,
পীতাম্বর করে ধরি।
কহেন বিনয়ে, একি প্রাণ প্রিয়ে,
অসময়ে মান হেরি ॥
নয়ন চকোর মম, পিপাসিত চিরদিন,
আছে তব দর্শন বিহনে।
তাহা রাধে কি কারণে, রাখিয়াছ সঙ্গোপনে,
নীলাম্বরে আচ্ছাদি যতনে ॥

সুধাধারা নিস্যন্দিনী, তোমার অমৃত বাণী,
শুনিবারে শ্রবণ চঞ্চল।
সে ধারা নিরোধ করি, কেন রাধে প্রাণেশ্বরি,
বরিষহ মান হলাহল॥
তোমার অরুণ আঁখি, কুটিল কটাক্ষে মাখি,
বাক্-ভঙ্গী সহ তিরস্কার।
করিতে যা চিরদিন, তা শুনিতে এ অধীন,
প্রার্থনা করে হে বারবার॥
সে তব প্রেম-ভৎর্সন, কর্ণ মন রসায়ন,
শ্রুতি স্তুতি হইতে সন্তোষে।
কহ ওহে প্রাণেশ্বরি, কেন আছ মৌন ধরি,
শ্রবণ তৃষিত পান আশে॥
তব অঙ্গ পরিমল, জয়ী পদ্ম শতদল,
সৌরভে আকুল কৃষ্ণ ভৃঙ্গ।
স্পর্শিতে না পারে ত্রাসে, ভ্রমে শ্রীচরণ পাশে,
হেরি তব মানের তরঙ্গ॥
জিনিয়া পূর্ণিমা শশী, তোমার লাবণ্য রাশি,
জগত কলুষ করে নাশ।
আমার মানস তম, ব্যাপি রহে দেহ বন,
কেন তাহে না কর প্রকাশ॥
হেরিতে ওরূপ ছবি, সদা মম চিত্ত লোভী,
তবে কেন দর্শন নিবারি।

আপন জনের প্রতি, কেন আছ সম্প্রতি,
নির্দ্দয় কঠিন ভাব ধরি ॥
তোমার বিচিত্র বেণী, মহা কাল ভুজঙ্গিনী,
দংশি বিষে জ্বারিল আমারে।
তুমি প্রিয়ে সুধানিধি, সঞ্জীবনী মহৌষধি,
দিয়া রাখ এ দীন রোগীরে ॥
তুমি হে করুণালয়া, দীনে তব আছে দয়া,
এ সাহসে ধরি বহু আশ।
কহি কিছু পুনর্ব্বার, করি অতি অধিকার,
যাচকেরে না কর নৈরাশ ॥
তুমি মহাজন ধনী, আছে মান রত্ন মণি,
মান দানে রাখ মম প্রাণ।
রাজার কুমারী তুমি, নাচের ভিখারী আমি,
দীনে যোগ্য হয় তব দান ॥
কিবা দিব বিনিময়, সকলি তোমার হয়,
ইন্দ্রিয়াদি সহ মন প্রাণ।
আছে মাত্র শূন্য দেহ, শতধার অশ্রু সহ,
ল'য়ে প্রিয়ে দাও ভিক্ষাদান ॥
তব মৃদু পাণিতল, জয়ী পদ্ম পরিমল,
সুশীতল জিনিয়া চন্দ্রমা।
পরশে হৃদয় তাপ, দূর হবে মহাপাপ,
নিরানন্দ অন্তর কালিমা ॥

তুমি মম প্রাণাধিকা, মন প্রাণ আরাধিকা,
সর্ব্বাধিকা তুমি প্রিয়তমে।
বাঁশিতে তোমার নাম, জপি প্রিয়ে অবিরাম,
গান ছলে সদা নিশি দিনে॥
অজ্ঞান তিমির মাঝে, তুমি প্রিয়ে দীপ সাজে,
হও মম পথ প্রদর্শক।
মম চিত্ত সংশোধনে, পাপ তম বিনাশনে,
হও তুমি সাক্ষাৎ পাবক॥
হৃদয় মন্দির মাঝে, তুমি অধিদেবী সাজে,
আমারে করাহ আহ্লাদন।
জীবনরূপিণী তুমি, মম প্রাণ আহ্লাদিনী,
তুমি মম অমূল্য রতন॥
এ ভব সমুদ্র মাঝে, তুমি কর্ণধার সাজে,
আমারে করাহ উত্তরণ।
তুমি হে প্রেম জলধি, অষ্ট সিদ্ধি নবনিধি,
পায় তব যে লয় শরণ॥
যদি নিজ প্রিয় জন, হয় অতি দুরজন,
যোগ্য নহে ত্যজিতে তাহারে।
উচিত শাসনে তারে, দমন করিয়া ঘরে,
রাখ হে কঠিন দণ্ড দ্বারে॥
পদে পদে অপরাধী, আছি প্রিয়ে নিরবধি,
সে দোষ মার্জ্জনা করি ধনি।

তব নিজ জন প্রতি, কৃপা করিয়া সম্প্রতি,
কোপ ত্যাগ কর হে ভামিনি॥
যদি না করিবে দয়া, না রাখিব এই কায়া,
চূড়া বাঁশি ধরহে চরণে।
গিয়া রাধাকুণ্ড জলে, প্রাণ দিব অবহেলে,
প্রাণেশ্বরি তোমার স্মরণে॥
এ জনমের মত যাই, একবার চাহ রাই,
হেরি তব ও চাঁদ বদন।
মান ল'য়ে মন-সাধে, থাক হে মানিনি রাধে,
না পাইবে আমার দর্শন॥

কহি দুঃখে শ্যাম রায়, ভূমিতে লোটান কায়,
হেরি পরিহাসে সখীগণ।
কহিলেন হাঁসি হাঁসি, একি দেখি কালশশি,
কোথা আজি রাজসিংহাসন॥
কোথা রাজমন্ত্রিগণ, কোথা রাজ্য সুশাসন,
রাজ বেশ সোণার পাগড়ী।
কি দুঃখে হে কৃষ্ণ রাজ, ত্যজি যদুসভা আজ,
ব্রজের কঙ্করে গড়াগড়ি॥
আজি কেন শ্যামশশি, মোহনীয়া চূড়া বাঁশি,
ফেলিয়া দিয়াছ ধরাতলে।

কে আর মধুর গানে, ভুলায়ে অবলাগণে,
আনিয়া দিবে হে করতলে ॥
এ কি হে যাদব রায়, এ তোমার যোগ্য নয়,
গোপী-পায় কেন হে লোটাও।
করতলে পদ ধরি, বরষিয়া অশ্রু বারি,
কেন রাঙ্গা চরণ ধোয়াও ॥
এ লজ্জা ধুলে না যায়, লোকে কি কহিবে হায়,
রাজা হ'য়ে গোপীর সেবক।
শুনিলে মহিষীগণ, লজ্জা দিবে অনুক্ষণ,
হাঁসিবে আবাল বৃদ্ধ লোক ॥
এখন হে শ্যাম রায়, যাহা আছে সদুপায়,
কর তাই কেহ না জানিবে।
ধীরে ধীরে সঙ্গোপনে, যাও নিজ নিকেতনে,
সাধু রাজা সকলে কহিবে ॥

ব্রজে কৃষ্ণ আগমন, শুনি অন্য সখীগণ,
হেরিবারে শুভ সম্মিলন।
আসিয়া আশ্চর্য্য হেরি, কহিলেন সহচরি,
শুভ দিনে একি বিড়ম্বন ॥
রাধা প্রেম সিন্ধু জলে, মানের তরঙ্গে দোলে,
কৃষ্ণ নীল উতপল রাজ।

কভু ডোবে কভু ভাসে, কভু দূরে যায় ত্রাসে,
টলমল করে জল মাঝ ॥
চল চল সহচরি, আর না হেরিতে পারি,
ধূলায় ধূসর শ্যাম অঙ্গ।
আমি ও তরঙ্গে ডুবে, দেখি মান মহোৎসবে,
কৃষ্ণ ল'য়ে করে কত রঙ্গ ॥
আহা মরি কমলিনি, ধরাতলে নীলমণি,
আজি একি দেখি তব রঙ্গ।
যার তরে অহর্নিশি, বরষিয়া অশ্রুরাশি,
বাড়াইলে যমুনা তরঙ্গ ॥
যাহার কারণে সখি, নিজ কুলে কালি মাখি,
কলঙ্কিনী হইলে গোকুলে!
সে আজ সোঁপিয়া কায়, লোটায় তৃণের প্রায়,
দেখ সখি চেয়ে মুখ তুলে ॥
যার প্রেম-আশে সখি, পূর্ব্বে লেখনীতে লিখি,
সঙ্কেতে জানালে মন কথা।
সে আজ প্রেমের দায়, তোমার দর্শন চায়,
তারে কেন নাহি কহ কথা ॥
যে করে ধরিয়া গিরি, রক্ষা করি ব্রজ পুরী,
রাখিলেন গোপ গোপীগণ।
সে কর প্রসারি হায়, তব মান ভিক্ষা চায়,
তাহে কেন হইলে কৃপণ ॥

শ্রীরাসমণ্ডলে রাধে, গোপীকণ্ঠোপরি সাধে,
অর্পিলেন যে কর যুগল।
যাহা লাভে গোপীগণ, বিস্মরিয়া তনুমন,
কুল মান দিল হে সকল॥
সে করকমলে সখি, তোমার চরণ রাখি,
অশ্রুজলে কাতরে ধোয়ায়।
মানে হ'য়ে গরবিণী, তাহা নাহি দেখ ধনি,
বাঁধিলে কি পাষাণে হৃদয়॥
যে বাঁশির সুললিত, শুনিয়া মধুর গীত,
যতনে তাহারে সমাদরে।
না শুনি অন্যের ভাষ, তাহারে করিতে বাস,
দিলে নিজ শ্রবণ বিবরে॥
আজি পায়ে চাপি রাগে, সে বাঁশি ফেলিলে বেগে,
তবু সে স্বভাব নাহি ছাড়ে।
আনন্দে গাহিয়া যায়, জয় শ্রীরাধিকা জয়,
রাখ পায় আপন জনেরে॥
যাহারে আপন প্রাণ, আনন্দে করিয়া দান,
পরিহরি গুরু লাজ ভয়।
দিয়াছ দক্ষিণা দান, চির ব্রত কুলমান,
অধৈর্য্য হইয়া সে সময়॥
সে আজি প্রেমার দায়, চূড়া বাঁশি দিয়া পায়,
চায় জলে ত্যজিতে জীবন।

শুনিয়া শ্রবণ ভরি, কিবা সুখে ধৈর্য্য ধরি,
আছে হে কঠিন প্রাণ মন ॥
যে জন হেলায় ধরে, নারী চিত্ত তিন পুরে,
নিজ রূপ লাবণ্যের ফাঁদে।
সে অঙ্গ লোটায় পায়, ধূলি ধূসরিত কায়,
হেরি চিত্ত স্থির নাহি বাঁধে ॥
ত্যজিয়া স্বভাব দয়া, পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া,
মান ল'য়ে থাক ধনি রাই।
এস হে সকল সখি, কি কাজ এখানে থাকি,
আমরা আপন ঘরে যাই ॥

সখীর গমন হেরি, সবিষাদে ধীরি ধীরি,
কহিলেন শ্রীনন্দ কুমার।
তোমরা চলিলে সবে, তবে কি আমার হবে,
এ তরঙ্গে হইতে হে পার ॥
জানিলাম আমা প্রতি, বিধি প্রতিকূল অতি,
করিলেন শ্রীরাধা বর্জ্জন।
তোমরাও নিরদয়, হইলে হে অসময়,
বৃথা সখি রাখা এজীবন ॥
শুন প্রিয় সখীগণ, কুঞ্জ ত্যজি এইক্ষণ,
জলে প্রাণ করিব অর্পণ।

তোমরা যতন করি, দেখাইও সহচরি,
অকলঙ্ক রাধা চন্দ্রানন ॥
কহি অতি অভিমানে, নির্জ্জন গহন বনে,
বসিয়া মাধবীলতা তলে।
রাধা রূপ অনুপাম, স্মরিয়া আকুল শ্যাম,
পদ্ম নেত্র ভাসে অশ্রু জলে ॥

প্রবেশিয়া শ্রীবিশাখা, শ্রীরাধারে হেরি একা,
কহিলেন মৃদু মৃদু ভাষে।
ছি ছি সখি কি করিলে, পেয়ে নিধি হারাইলে,
জীবন রাখিলে যার আশে ॥
হৃদয়ের করি রাজা, যাহার করিয়া পূজা,
যাচি দিলে জীবন যৌবন।
আজিকে মানের দায়, হেলায় হারায়ে তায়,
কি সুখে বা ধরিবে জীবন ॥
গোকুলের পুরন্দর, শ্যাম সুনাগর-বর,
অভিনব জলদ সুঠাম।
বিদগ্ধ ললিত ধীর, তরুণ করুণ বীর,
মন্মথের মনমথ কাম ॥
তুমি হে মানেরে সাথী, করিয়া পূরব প্রীতি,
স্মরণ না করি একবার।

দিয়া তারে বিসর্জ্জন, কাঁদ সখি কি কারণ,
মান কে সাধিবে বল আর ॥
ছিলে কৃষ্ণ-আদরিণী, কৃষ্ণ প্রেমে গরবিণী,
কৃষ্ণ ছিল কণ্ঠে মণিহার।
এক দোষে ত্যজি তারে, নিজে শেল বক্ষ'পরে,
হানিলে কি আছে প্রতীকার ॥
তিনি ত বহুবল্লভ, মানিনী জন দুর্ল্লভ,
অভাব কি আছে বল তার।
তোমা মত কত সতী, দাসী হ'য়ে নিরবধি,
সেবে রাঙ্গা চরণে যাহার ॥
কি আর কহিব আমি, জান নাকি সখি তুমি,
তব অগোচর আছে কিবা।
যে পদ সৌন্দর্য্য হেরি, লক্ষ্মী আদি দেবনারী,
প্রার্থনা করেন পদ-সেবা ॥
ব্রজ কিশোর শ্যাম, গোপিকার প্রাণ ধাম,
তাঁর অদর্শনে চিরদিনে।
ব্রজের অঙ্গনা যত, আছে সবে জীবন্মৃত,
আজি আগমন শুভ দিনে ॥
যার এক বাঁশি গানে, স্থাবর জঙ্গম গণে,
ঘটে স্বভাবের বিপর্য্যয়।
অচল দ্রবিত হয়, জলদ স্তম্ভিত রয়,
চেতনা সে চৈতন্য হারায় ॥

দুর্জ্জয় বাঁশির দাপে. পাতালে অনন্ত কাঁপে,
স্বরগে কম্পিত দেবগণ।
লজ্জা ছাড়ি দেবরামা, পতিপাশে অচেতনা,
খসে নীবি কবরী বন্ধন॥
শুনিয়া বাঁশি কলনা, ব্রজের কুল-ললনা,
সতীব্রত ধর্ম্ম পরিহরি।
ত্যজি গুরু লাজ ভয়, নিশীথে কাননে ধায়,
হেরিতে সে শ্যাম বংশীধারী॥
তুমিও সকল ছাড়ি, ভজিয়াছ বংশীধারী.
ত্যাগ করি গুরু অভিমান।
আজি এক দোষে তারে, ঠেলিয়া ফেলিয়া দূরে,
কেন সখি কর অপমান॥
আজি সেই বংশীধারী, বরষিয়া অশ্রুবারি,
তব রাঙ্গা চরণের তলে।
তাহার সর্ব্বস্বধন, চূড়া বাঁশী সমর্পণ,
করিয়া আক্ষেপে গেল জলে॥
শতকোটি গোপী আজি, ত্বরায় আসিয়া সাজি,
হেরি নবঘন শ্যাম রায়।
দিয়া তাঁরে আলিঙ্গন, জুড়াইবে তনুমন,
শুভক্ষণে মানের কি দায়॥
সে সকল গোপী মাঝে, তোমার গৌরব রাজে,
তুমি শ্রেষ্ঠা কৃষ্ণপ্রণয়িনী।

সে সম্মান তিনি রাখি, তব শ্রীমন্দিরে সখি,
আসি মান বাড়ায়ে আপনি ॥
তথা অধিকার শূন্য, হেরিয়া হইয়া খিন্ন,
অপরাধে চাহিয়া মার্জ্জনা।
তোমার অবজ্ঞা দেখি, অভিমানে হ'য়ে দুঃখী,
চলিলেন ত্যজিতে আপনা ॥
ব্রজের রমণী সবে, কে তাহা করিতে দিবে,
তিনি গোপীজনার বান্ধব।
আজি তব মান শুনি, নিজ নিজ ভাগ্য মানি,
লভিতে সে নাগর দুর্ল্লভ ॥
কুঞ্জের বাহিরে থানা, করি যত ব্রজাঙ্গনা,
পূজা করি শঙ্করী শঙ্করে।
বর চাহে কায়মনে, মান বৃদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে,
হয় যেন রাধার শরীরে ॥
সে সব অঙ্গনা যত, কে আছে তোমার মত,
সুকঠিন মান গরবিণী।
কেবা পারে পদতলে, নীলকান্তমণি ফেলে,
ধৈর্য্য ধরি রহিতে সজনি ॥
বহু ভাগ্যে নীলমণি, পেয়েছিলে সুবদনি,
কায়মনে জপি নিশিদিনে।
আজিকে হেলায়ে তায়, হারাইয়ে অবজ্ঞায়,
নিষ্কলঙ্কে থাক ব্রজবনে ॥

শ্রীরাধার উক্তি—

আর যা বলিতে বাকি, সাধ আছে প্রিয় সখি,
কহ তাহে কিছু নাহি মানা।
মুকুতা ছড়ায়ে বনে, রোপি বীজ মরুভূমে,
কিবা ফল তাহা কি জাননা॥
ইন্দ্রিয় সকল গত, এদেহ হ'য়েছে মৃত,
কে শুনিবে তোমার গঞ্জনা।
তুমিও গোপীর মাঝে, থাক গিয়া পূজা কাজে,
বৃথা আর না কর লাঞ্ছনা॥
প্রাণশূন্য দেহ ভার, বহনে কি কাজ আর,
মৃত দেহে অস্ত্রের ঘাতন।
সহনে বা কোন্ ফল, দূর করি অমঙ্গল,
জলে দেহ করি বিসর্জ্জন॥

রাধার আক্ষেপবাণী, বিশাখা কহেন শুনি,
একি কহ রাজার কুমারি।
আপনি করিয়া মান, জলে কেন দিবে প্রাণ,
নিজে ত্যজি শ্যাম বংশীধারী॥
সে বহু মিনতি করি, সাধিল চরণ ধরি,
কাতরে ধরিয়া পীতবাস।
বিষম মানের দায়, ফিরে না চাহিলে তায়
না জানি ধরিয়া কিবা আশ॥

সে নন্দকুলের ইন্দু, ব্রজজন প্রাণবন্ধু,
ছিল গোকুলের পুরন্দর।
গোপিকার প্রাণধাম, তোমার প্রাণের প্রাণ,
আজি তারে দিলে লোকান্তর ॥
কি কহিব শ্রীরাধিকা, মানে করি সর্ব্বাধিকা,
সাধ করি ত্যজিয়াছ শ্যামে।
আক্ষেপে কি কাজ আর, অশ্রুজলে গাঁথি হার,
হৃদয়ে পরহে সযতনে ॥
যা কর হে তাই সাজে, বাঁশি শুনে রূপে ম'জে,
সে সময় না শুনিয়া মানা।
আপন গৌরব নাশি, হ'য়ে কৃষ্ণ-পদ-দাসী,
আজি তার প্রাণে দিলে হানা ॥
যার মান্যে তব মান, তার করি অপমান,
প্রমাদ ঘটালে এতদিনে।
যে জন শরণাগত, তাহারে করিয়া হত,
নিজেও হইলে হত প্রাণে ॥
রাধা কৃষ্ণ-আরাধিকা, কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণাত্মিকা,
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের প্রতিমা।
প্রেমবতী অনুপমা, শ্রেষ্ঠা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা,
আর না কহিবে কোন জনা ॥

শ্রীরাধার উক্তি—

জানিয়াও সহচরি, না কহ বিচার করি,
এই দুঃখ নাহি সহে প্রাণে।
কি আছে তারে বিশ্বাস, যাহার সদত আশ,
নিতি নব রমণীর প্রেমে ॥

সখীর উক্তি—

শুন ওহে বিনোদিনি, প্রেমবশ নীলমণি,
প্রেমে তার নাহি আত্মপর।
যে ভাবে যে ভজে তাঁরে, তিনিও ভজেন তারে,
সেই ভাবে হইয়া তৎপর ॥
তথাপিও কহি রাধে, ধরিয়া তোমার পদে,
সত্য সত্য করি নিবেদন।
সেই শ্রীনন্দনন্দন, একাই তোমার হন,
তবসম নাহি কোন জন ॥
নাহি ব্রজ ভিন্ন বাস, তাঁর তোমা ভিন্ন আশ,
পূরণে সমর্থ কেহ নন।
চতুর নাগর তিনি, লাবণ্য মাধুর্য্যখনি,
ছটায় ভুলান গোপীজন ॥

সখীর বচন, হৃদয় ভেদন,
ক'রে দিল শ্রীরাধার।

মান গেল দূরে, কহিলেন ধীরে,
বহে অশ্রু শতধার ॥
কহ হে বিশাখা, কোথা প্রাণসখা,
হৃদয়বিহারী শ্যাম।
মুরলী বদন, মদনমোহন,
মনো-নেত্র অভিরাম ॥
কোথা নটবর, কিশোর সুন্দর,
বিদগ্ধ বঙ্কিম ঠাম।
কোথা গিরিধারী, শ্রীরাস বিহারী,
কোথা মম প্রাণারাম ॥
আন তাঁরে সখি, একবার দেখি,
নলিন নয়নে হাস।
অরুণিমাধরে, বংশিকা ধরে,
তাহে মৃদু নর্ম্ম-ভাষ ॥
ললিত ত্রিভঙ্গঠাম, মরকত মণিধাম
একবার দেখাও আমারে।
মন প্রাণ অপহারী, কোথা সেই বংশীধারী,
দেখ সখি কানন ভিতরে ॥
শোক তাপ বিনাশন, মুরলী চুম্বিতানন,
কেন নাহি হেরিয়াছি সখি।
হৃদয় বিদরে মম, না হেরিয়া চন্দ্রানন,
জুড়াইব জলে প্রাণ রাখি ॥

কৃষ্ণ অঙ্গ পরিমল, বহিতেছে অবিরল,
অবশ্য আছেন তিনি বনে।
কর সখি অন্বেষণ, পাবে তাঁর দরশন,
কে রমণী রেখেছে গোপনে॥
যদি সে কিশোরশ্যামে, সখি এই ব্রজবনে,
কোথাও না পাও দরশন।
তবে নামি ধীরে ধীরে, তপনতনয়া-নীরে,
গোপনে করিও অন্বেষণ॥
কংস রাজ দাসী কুঁজী, অগুরু চন্দনে পূজি,
হইয়া সে কৃষ্ণের রমণী।
সোহাগিনী গরবিণী, মথুরায় রাজরাণী,
হইয়াছে সুন্দরী কামিনী॥
কৃষ্ণ পদ নীলোৎপলে, যমুনাও শতদলে,
প্রতিদিন করিত হে পূজা।
বুঝি সে পুণ্যের বলে, আজি কৃষ্ণে পেয়ে জলে,
মহোৎসবে হৃদয়ের রাজা॥
করিয়া আনন্দে অতি, গোপনে যতনে সতী,
রাখিয়া আপন অন্তঃপুরে।
পূজে মহা সমাদরে, কায়মনে আর্ত্তিভরে,
নবীন কমল উপহারে॥
সবিতৃ-নন্দিনী ধনী, আজি কৃষ্ণ আদরিণী,
হইয়াছে তপস্যার ফলে।

আমি হে অভাগ্যবতী, হারায়েছি কৃষ্ণপতি,
মম সম পাপী কে গোকুলে ॥
মরিব মনেতে করি, আশা না ছাড়িতে পারি,
এতদিন আশায় জীবন।
রাখিয়া অভাগ্য দোষে, পেয়ে নিধি অবশেষে,
হারালাম জন্মের মতন ॥
আজি কুব্জা হাত ছাড়ি, যদি কৃষ্ণ কৃপা করি,
আসিলেন মম নিকেতন।
কিন্তু দেখ সহচরি, মম মান হ'য়ে বৈরী,
হ'রে নিল সে নীল রতন ॥
যদি শ্যাম জলধরে, না পাও যমুনা নীরে,
আসি শীঘ্র দিও সমাচার।
তবে শ্যামকুণ্ড তীর্থে, আসি দেহ প্রায়শ্চিত্তে,
আপনার করিব উদ্ধার ॥

শ্রীবিশাখার উক্তি—

ওহে বৃষভানু সুতা, হ'য়ে ধীরা প্রেমযুতা,
একি কহ অভিমান ভ্রমে।
আপনি অর্পণ করি, তাহা পুন লয় কাড়ি,
একথা কে শুনেছে শ্রবণে ॥
দেহ সহ মন প্রাণ, শ্যামেরে দিয়াছ দান,
তাহা রাখে কেবা নাহি জানে।

তা না হ'লে প্রিয়সখি, দেহ কি থাকিত বাকি,
দগ্ধ হ'তে বিরহ আগুনে ॥
স্থির হও প্রিয় সখি, অন্বেষিয়া আসি দেখি,
কোথা সেই শ্রীনন্দ নন্দন।
নিরজন বনে ধ্যানে, রহে তব উপাসনে,
যোগে করি সমাধি ধারণ ॥
ষোড়শ সহস্র শত, অষ্ট নারী অবিরত,
সেবে যাঁর হ'য়ে আজ্ঞাকারী।
তিনি তব প্রেমাধীন, আছেন ত চিরদিন,
তুমি তাঁর হৃদয়-ঈশ্বরী ॥
আরাধিকা সীমন্তিনী, রমণী মণির মণি,
তব সম নাহি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণ শক্তি আহ্লাদিনী, মহাভাব স্বরূপিণী,
কৃষ্ণ কারো নহে তোমা বিনে ॥
হইলে কি বিস্মরণ, করে ধরি গোবর্দ্ধন,
তব রূপ করিয়া দর্শন।
কাঁপিল কৃষ্ণের কর, কাঁপিল সে ধরাধর,
অবসন্ন হেরি ব্রজ জন ॥
হাহা আর্ত্তনাদ রবে, ত্বরায় উঠিয়া সবে,
শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য কারণ।
লগুড়ি লইয়া করে, ভয়ে ধরে গিরিবরে,
ঊর্দ্ধে লাঠি করি উত্তোলন ॥

তাহা দেখি পৌর্ণমাসী, কহিলেন হাসি হাসি,
শুন ওহে ব্রজবাসিগণ।
নাহি হও ভীত মন, কর যদি লয় মন,
যাহা কহি মঙ্গল কারণ॥
বৃষভানুর নন্দিনী, শক্তিরূপা শ্রীরূপিণী,
এখানে আছেন সঙ্গোপিত।
তারে ল'য়ে সর্ব্বজনে, দাওহে শ্রীকৃষ্ণবামে,
তবে গিরি হইবে রক্ষিত॥
শুনিয়া দেবীর বাণী, সকলে আশ্চর্য্য মানি,
শীঘ্র তোমা ল'য়ে গোপগণ।
দিলেন শ্রীকৃষ্ণ পার্শ্বে, কৃষ্ণ তব অঙ্গ স্পর্শে,
মহাশক্তি করিয়া ধারণ॥
পাইলেন দেহে বল, তনু মন সুশীতল,
সুস্থির হইল গোবর্দ্ধন।
অনশনে সাত দিন, গিরি ধরি নহে ক্ষীণ,
হেরিয়া বিস্মিত ব্রজ জন॥
যা হোক এখন রাই, বিদায় দাওহে যাই,
আনিতে সে শ্যাম সুনাগরে।
আসিতে আমার সখি, বিলম্ব হইল দেখি,
আশ্রয় দিওনা নিরাশারে॥

ওহে কৃষ্ণ প্রিয়ে, হাঁসিয়ে হাঁসিয়ে,
করহে হুকুম জারি।
তব প্রাণকান্তে, শ্রীচরণপ্রান্তে,
আনিয়া হাজির করি॥

কৃষ্ণ দরশন, আশায় বদন,
সখীর প্রফুল্ল হেরি।
বুঝিয়া ইঙ্গিত, চলেন ত্বরিত,
শ্রীহরি স্মরণ করি॥
কুঞ্জের বাহিরে, আসি ললিতারে,
সঙ্গে ল'য়ে দুই জনে।
চলেন কাননে, কৃষ্ণ অন্বেষণে,
অতি উৎকণ্ঠিত মনে॥
অন্বেষিয়া বনে, দেখেন নির্জ্জনে,
তরুতলে শ্যাম রায়।
দারুণ চিন্তায়, ভাবায়ে হিয়ায়,
নয়ন মুদিয়া রয়॥
হেরি দুই জন, আপনা গোপন,
করিয়া কানন মাঝে।
শ্রীরাধা কারণে, শয্যা বিরচনে,
কুসুম চয়ন কাজে॥

কানন ভ্রমণ, করি দুইজন,
দাঁড়ায়ে কুঞ্জের দ্বারে।
রাধার বেদনা, করেন জল্পনা,
মনোদুঃখে পরস্পরে॥
সে মধুর স্বর, হইয়া তৎপর
কৃষ্ণের শ্রবণে পশি।
নির্ভয়ে চিন্তারে, নিক্ষেপি বিদূরে,
হৃদয়ে প্রবেশে আসি॥
চিন্তা বিরহিত, হ'য়ে আচম্বিত,
শুনি পরিচিত স্বর।
হইয়া চকিত, চলেন ত্বরিত,
যথা শব্দ চিন্তাহর॥
অতি কৌতূহলে, থাকি অন্তরালে,
দেখিলেন সখীদ্বয়।
নলিনীর দল, কুসুম সকল
আনি নব কিসলয়॥
কোমল সুন্দর, স্নিগ্ধ মনোহর,
শয্যার রচনা করি।
কহেন দু'জনে, কপটি দুর্জ্জনে,
কি কহিব সহচরি॥
লম্পট নির্দ্দয়, গোঁয়ার সে হয়,
নাহি জানে প্রেমরীতি।

ত্যজি শ্রীরাধারে, অন্যত্র বিহরে,
বাসনা পূরাতে নিতি ॥
আপনার শুনি, তিরস্কার বাণী,
আসি কৃষ্ণ মৃদু ভাষে।
কহেন বিনয়ে, দোষে ক্ষমা দিয়ে,
ল'য়ে চল রাধা পাশে ॥

সখীর উক্তি-

একিহে গোঁয়ার, আসিলে আবার,
মনে ধরি কিবা আশ।
রাধা কুঞ্জ গৃহ, ত্যজি শীঘ্র যাহ,
প্রেমিকা রমণী পাশ ॥
বিষম বিকারে, শ্রীমতী রাধারে,
সুশীতল করিবারে।
এই কুঞ্জ গৃহে, আসিয়াছি দোঁহে,
পুষ্প-শয্যা রচিবারে ॥
তোমার সহিত, সাক্ষাত উচিত,
যোগ্য নহে কদাচন।
ছাড়ি শ্রীরাধায়, পাইয়ে কোথায়,
নিজ কার্য্যে সখীগণ ॥
রাধা আহিরিণী, কুলটা কামিনী,
তব প্রেম কিবা জানে।

তোমার যে-জন, জানে হে মরম,
তারে ভজ নিশি দিনে ॥
সহচরী-করে ধরি, বিনয়ে কহেন হরি,
পুন চল রাধার সদন।
শ্রীরাধা হইলে বাম, পূর্ণ নহে কোন কাম,
স্থান বল দিবে কোন্ জন ॥
ডুবিতে যমুনা নীরে, তরঙ্গে ফেলিল তীরে,
জ্বালা না সহিল নদী প্রাণে।
করিলাম বিষপান, দগ্ধ না হইল প্রাণ,
অমর হ'য়েছি সুধাপানে ॥
প্রবেশিতে অগ্নিমুখে, অনল পলায় দুঃখে,
হেরিয়া হৃদয়ে বিষজ্বালা।
কহ সখি বিচারিয়া, কে রাখিবে স্থান দিয়া,
নিভাইয়া বিরহের জ্বালা ॥

সখীর উক্তি—

আহা বংশীধারি, তব দুঃখে মরি,
শুনিব বা আর কত।
তোমার চরিত্র, পরম পবিত্র,
মহামহা গুণান্বিত ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

ছাড়ি রসিকতা, আমারে ললিতা,
তথায় লইয়া চল।

দেখিব এবার, মান কি প্রকার,
কত বা ধরে সে বল ॥
সব সখীগণ, আমার কারণ,
করুণা করিয়া এবে।
মম অপরাধ, মানায়ে প্রসাদ,
ভিক্ষায় যাচিয়া ল'বে ॥

সখীর উক্তি—

পুনঃ পুনঃ আর, কহ কতবার,
প্রার্থনা করিব ক্ষমা।
রাধা প্রেমবতী, তুমি অলি-জাতি,
নাহি তব প্রীতি প্রেমা ॥
স্বকার্য্য সাধন, হেতু প্রয়োজন,
কপটী লুব্ধক মত।
বেণু গীতে ধরি, ত্রিভুবন নারী,
করি সবা একত্রিত ॥
কুলধর্ম্ম জাতি, লজ্জা ভয় ধৃতি,
হৃদয়ের মণি হরি।
ভাঙ্গি আশা বাসা, দেখহে তামাসা,
অর্দ্ধহত প্রাণ করি ॥

প্রেমার ধরম, এ নহে করম,
নাহি তাহে প্রেম রস।
সঁপে যে আপনা, সেই লভে প্রেমা,
রমণী তাহার বশ॥
শুনহে বিনোদ রায়, বিনোদিনী নাহি চায়,
তোমা সহ করিতে সন্তাষ।
প্রেম পরিণাম ফল, জানিয়া হ'য়ে বিকল,
ত্যজিয়াছে জীবনের আশ॥
আমরাও তাঁর সহ, ত্যজিব এ ছার দেহ,
রাধা শূন্য জীবন না রবে।
তুমি সুখে যাও পুরে, প্রেমশূন্য ব্রজপুরে,
কেন শ্যাম দাঁড়ায়ে কাঁদিবে॥

ললিতার বাক্যবাণ, ভেদিয়া মরম স্থান,
কৃষ্ণচন্দ্রে করিয়া অধীর।
নলিন নয়নদ্বারে, বাহিরিয়া অশ্রু ধারে,
অভিষেকে কোমল শরীর॥
যুড়িয়া যুগল পাণি, কহিলেন নীলমণি,
সখি তোমাদের কৃপা বিনা।
রাধার করুণা কণা, পাইবার সম্ভাবনা,
কোনরূপে আর ত দেখিনা॥

সখীর কোমল প্রাণে, বাজিল হেরিয়া শ্যামে,
হাসি কহিলেন ধীরে ধীরে।
ওহে শ্যাম গুণনিধি, মম বাক্য রাখ যদি,
তবে সে পাইবে শ্রীরাধারে॥
পার যদি এইবার, কর শ্যাম অঙ্গীকার,
ব্রজ ছাড়া কভু না হইবে।
তা হ'লে সকলে মেলি, করি করপুটাঞ্জলি,
তব দোষে মার্জ্জনা চাহিবে॥

শুনিয়া সখীর বাণী, কহিলেন নীলমণি,
বৃন্দাবন কভু না ছাড়িব।
থাকি তোমাদের সনে, সদত ভ্রমিব বনে
শ্রীরাধারে সম্মুখে রাখিব॥
যখন যেরূপে থাকি, তোমরা সেরূপে সখি
সদত রহিবে মম পাশে।
ত্যজিয়া বাঁশির গান, রাধা-নাম সুধা-ধাম,
ফুকারী গাহিব দেশে দেশে॥

অমিয়া নির্জ্জিত বাণী, কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা শুনি,
বিশাখা কহেন হাসি হাসি।
চল তবে যাই তথা, শ্রীরাধা আছেন যথা,
মরণ সঙ্কল্প করি বসি॥

বিরহেতে চিরতপ্তা, তাহে তব পরিত্যক্তা,
হইয়া দারুণ অভিমানে।
আপন স্বভাব ছাড়ি, কঠিন হৃদয় ধরি,
বসিয়া আছেন যোগাসনে॥
যদি নিজ অপরাধ, খণ্ডনে থাকে হে সাধ,
তবে পুন চাহিবে মার্জ্জনা।
করে ধরি পীতাম্বর, যুড়িয়া কমল-কর,
সানুনয়ে করিয়া প্রার্থনা॥
তাহাতে যোগিনী যদি, ন' চান তোমার প্রতি,
তবে এক কহি সদুপায়।
বঙ্কিম ত্রিভঙ্গ ঠামে, চূড়াটি হেলায়ে বামে,
দাঁড়াইয়ে ওহে শ্যামরায়॥
বিনোদ অধরে হাসি, ধরিয়া বিনোদ বাঁশি,
ফুল্ল নীপ তরুর হিলনে।
রাধা চিত্ত আকর্ষণী, মন্ত্র জান নীলমণি,
বাজাইও মধুর স্বতানে॥

শুনিয়া সখীর বাণী, আশা পূর্ণ মনে মানি,
পুলকে কহেন হাসি শ্যাম।
কোথা পাব সে বাঁশরী, মরণ নিশ্চয় করি,
রাধা-পদে করিয়াছি দান॥

যদি হে করুণা করি, দাও সখি সে বাঁশরী,
তবে আমি কৃতার্থ হইয়া।
আনন্দে গাইব নাম, যাহা জপি অবিরাম,
থাকি সুখে আপনা ভুলিয়া॥

বিশাখা কহেন হাসি, চল শ্যাম দিব বাঁশী,
তাহে আর কি আছে ভাবনা।
কেশে ধরি যার গানে, আকর্ষি আনিবে বনে,
গোপকুলে সরলা ললনা॥

কহিতে কহিতে কথা, কুঞ্জ অভ্যন্তরে যথা,
ধ্যানেতে আছেন বিধুমুখী।
তথা প্রবেশিয়া ধীরে, কহিলেন শ্রীরাধারে,
দেখ চেয়ে ওহে প্রিয়সখি॥
তোমার দর্শন আশে, আসিলেন তব পাশে,
তব কান্ত শ্রীনন্দনন্দন।
অপরাধে অবনত, মৃদু তনু কম্পান্বিত,
অঝরে ঝরয়ে দু'নয়ন॥
অবসন্ন নীলদেহ, ধরিয়া কিশোরি লহ,
জলে ভাসে কমল আনন।
সুকুমার কলেবর, শুখায়েছে বিম্বাধর,
ভূমে লোটে ধরিয়া চরণ॥

গাঁথিয়া চিকন হার, ললিতা সুদেবী আর,
রঙ্গদেবী চম্পক লতিকা।
পরম আনন্দোৎসবে, প্রিয় সখীগণ সবে,
তুঙ্গবিদ্যা চিত্রা ইন্দুরেখা॥
শুনিয়া রাধার মান, কৃষ্ণ গুণ অনুপাম,
সুযন্ত্রে ধরিয়া সখীগণ।
আসিয়া কুঞ্জের মাঝে, দেখেন ধূলায় সাজে,
রসরাজ শ্রীনন্দনন্দন॥
ললিতা কহেন ভাল, দরশন ভাগ্যে ছিল,
রাত্রি শুভদিন প্রসবিল।
রাধা পদ শতদলে, শ্যাম নব মেঘ খেলে,
তাহে খানি খানি চাঁদ আলো॥
জুড়াল তাপিত আঁখি, চেয়ে দেখ বিধুমুখি,
একবার মেলিয়া নয়ন।
ওহে কমলিনি রাই, ভাল সাজ বটে ভাই
কিন্তু পাছে করে পলায়ন॥
আজ্ঞা দাও বিশাখারে, তোমার সম্মুখে ওঁরে,
বাঁধে যেন না যায় চলিয়া।
ব্রজকুল সীমন্তিনী, পিপাসিত চাতকিনী,
জীয়ে নব মেঘেরে হেরিয়া॥
এস সখীগণ, কৃষ্ণের কারণ,
আমরা সকল জনে।

অঞ্চল পাতিয়া, লইব যাচিয়া,
ভিক্ষা কিশোরীর স্থানে ॥
ওহে রাজকন্যা, দাতা অগ্রগণ্যা,
চাহি কিছু ভিক্ষা দান।
অনুগত শ্যামে, রাখি শ্রীচরণে,
সখীদের রাখ প্রাণ ॥

বিশাখা উঠায়ে শ্যামে, দিয়া শ্রীরাধারে বামে,
বলে বাঁশী দাও শ্যাম-করে।
ব্রজে বাঁশি রাধা রাধা, বলিয়া বাজিতে সদা,
গোঠে মাঠে যমুনার তীরে ॥
বহু দিন ছিলে বাঁশি, হ'য়ে রাজপুর বাসী,
পরম যতনে সমাদরে।
নূতন নূতন নাম, কি কি শিখালেন শ্যাম,
নিতি নব অনুরাগ ভরে ॥
তাই হে শুনিতে সাধ, বাঁশি না করিও বাদ,
গাও তুমি পরম আনন্দে।
তাহে তব কিবা ডর, শ্যাম সুনাগর বর,
শিখালেন নব প্রেমানন্দে ॥

বিশাখা হাঁসিয়া বাঁশি, শ্যামেরে দিলেন আসি,
শ্যাম সুখে দিলেন অধরে।

ঝঙ্কারি বাঁশির ধ্বনি, রাধার হৃদয় মণি,
আঘাত করিয়া ধীরে ধীরে ॥
প্রার্থনা করেন সাধে, উঠে স্বর ব্রহ্মনাদে,
জয়্ রাধে শ্রীরাধে রাধে রাধে।
রাখ রাখ শ্যাম পদে, ক্ষমি গুরু অপরাধে,
দাসখত হেরি নিজ পদে ॥
করুণা নিলয়া তুমি, রমণী মণির মণি,
নিজ প্রিয়তম সহ বাদে।
থাকিবে কি সুখে ধনি, পোষি মান ভুজঙ্গিনী,
গরল জ্বালায় নিরাপদে ॥
কালীয় দমন বীর, তব পদে লোটে শির,
দেখ চেয়ে বিনোদিনি রাধে।
আজ্ঞা দাও তারে ধনি, ভ্রূভঙ্গীতে ভুজঙ্গিনী,
এখনি তাড়াবে নির্ব্বিবাদে ॥
তুমি কৃষ্ণ আরাধিকা, কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণাত্মিকা,
প্রিয়তম প্রাণের অধিকা।
প্রেমের প্রতিমা তুমি, মহা ভাব স্বরূপিণী,
তুমি শ্যাম রসের দীপিকা ॥
শ্যাম তব কিঙ্কর, অশেষ দোষাকর,
গুণ লেশ নাহি দেবি রাধে।
নিজ গুণে সুন্দরি, বরষি কৃপা বারি,
হৃদয়ে ধরহে নিজ নাথে ॥

বিরহানল, মান প্রবল,
রাধা হৃদয় কোমল।
দাহে সদত, হেরি ভাবিত,
হইয়া শ্যাম কেবল॥
মুরলী গানে, সুধা বর্ষণে,
চেতনা দানে ভরসা।
ভাঙ্গায়ে মান, চঞ্চল প্রাণ,
করিয়া সুখে সহসা॥
নয়ন লোভী, আপন ছবি,
দেখায়ে মৃদু হাসিয়া।
মধুর ভাষে, প্রণয় রসে,
কহেন কর যোড়িয়া॥
এস সুমুখি, হৃদয়ে রাখি,
শীতল করি প্রাণ।
সুধা নির্জিত, বচনামৃত,
বর্ষিয়া রাখ শ্যাম॥
উভয় প্রাণ, দগধে মান,
ত্যজ হে প্রিয়ে কলহ।
নতুবা রাধে, প্রেম বিবাদে,
উভে ত্যজিবে দেহ॥

শ্যাম বিনয়, রাধা হৃদয়,
দ্রবিত করি সত্বরে।
বিরহ তাপ, মানক দাপ,
নিক্ষেপে প্রেম সায়রে॥
রাধা চকিত, নেত্র মিলিত,
ধাইল মন সে-ক্ষণে।
হৃদয়েশ্বর, কৃষ্ণ কিশোর,
হেরিতে মন-মোহনে॥

প্রফুল্লিত ইন্দীবর কৃষ্ণকান্তি মনোহর,
পূর্ণচন্দ্র বদন সুষমা।
ললিত ত্রিভঙ্গ ঠাম, বাঁকা আঁখির সন্ধান,
হেরি না রহিল মানকণা॥
উছলিল প্রেমসিন্ধু, অঙ্গে ঝরে স্বেদ বিন্দু,
এলায়ে পড়িল কেশ-পাশ।
শতধার অশ্রুজল, বহে নেত্রে অবিরল,
শিথিল হইল নীল বাস॥
বাক্য গদ গদ স্বরে, কম্পমানা বিম্বাধরে,
কহিলেন প্রাণের ঈশ্বরে।
শুনহে কিশোর রাজ, তব যোগ্য নহে কাজ,
আমার পরীক্ষা বারে বারে॥

ব্রজের রমণী আমি, ছাড়া নহি ব্রজভূমি,
কহ নাথ কি উপায় করি।
বিনা তব দরশন, না রহিবে এ জীবন,
আশা প্রাণে রাখিয়াছে ধরি॥

কহিতে মনের কথা, অভিমানে বাতাহতা,
কদলী তরুর প্রায় ভূমে।
পড়িতে ত্বরায় হরি, সাদরে হৃদয়'পরি,
ধারণ করেন সযতনে॥
হাসি দুই সহচরী, রত্ন সিংহাসনোপরি,
বসাইয়া কিশোর কিশোরী।
চির দিন অদর্শনে, আজি শুভ সম্মিলনে,
প্রেমানন্দে হেরেন মাধুরী॥

হাঁসি প্রিয় সখীগণে, কহিলেন ব্রজ বনে,
অকস্মাত এক নৃকেশরী।
প্রবেশিয়া অবহেলে, বিরহ মাতঙ্গ দলে,
বিজয়ী নিস্বনে দূর করি॥
আপনা গোপন ছলে, দেখ গিরি গুহাতলে,
চতুর কেশরী দুরজন।
নির্ভয়ে বিরাজে সখি, কনক লতায় ঢাকি,
নিজ অঙ্গ করি সঙ্গোপন॥

চল ধীরে সখিগণ, ত্যজিয়া এ কুঞ্জবন,
রমণীয় কুসুম কাননে।
যথায় পুলিন মাঝে, কৃষ্ণ নটবর সাজে,
নৃত্য করিবেন রাধাসনে॥

আজিকে সখি, একি হে দেখি,
রাধিকা সভামাঝে।
মেঘ বরণ, শ্যাম চিকণ,
বঙ্কিম ঠামে রাজে॥
নটন রঙ্গে, চলন সঙ্গে,
নূপুর ধরে তাল।
জানু লম্বিত, অলি চুম্বিত,
দোলয়ে বন মাল॥
বাজে মুরলী, কল কাকলি,
বর্ষিয়ে সুধাধারা।
ব্রজ বাসিনী, কুল কামিনী,
শুনি আপন হারা॥
ত্যজিয়া মান, ঢালিয়া প্রাণ,
বারণ নাহি মানে।
ধায় গোপিকা, স্বর বংশিকা,
কর্ষতি যথা বনে॥

বাঁধিয়া দল, গোপী সকল,
আসিয়া নীপ মূলে।
শ্যাম দরশি, মৃদুল হাসি,
ভাসিল আঁখি জলে ॥
দেখ হে সখি, আবারো ওকি,
নবীন মেঘ রঙ্গ।
নীলিম কায়া, প্রকাশি ছায়া,
ঢাকিল গোপী অঙ্গ ॥
চির দুর্লভ, প্রিয় বল্লভ,
সম্মুখে গোপী হেরি।
পুলকাকুলে, বিরহ ভুলে,
রহে চেতন ছাড়ি ॥
চতুর বর, শ্যাম নাগর,
করুণামৃত বর্ষণে।
অধরোপরি, বংশিকা ধরি,
গায়েন রাস নর্ত্তনে ॥
সঙ্কেত গীতে, চমকি চিতে,
ললনা দলে দল।
নর্ত্তন আশে, পুলকে ভাসে,
ঘেরিল তরুতল ॥
হেরি রাধিকা, প্রিয় গোপিকা,
বিপিনে উপনীতে।

হাসি আপনা, ভাব প্রতিমা,
অর্পিয়া অতি প্রীতে ॥
যমুনা তীরে, ধীর সমীরে,
ফুল্লিত লতাবৃন্দে।
যথা মধুপে, ভ্রমে লোলুপে,
গুঞ্জরি মহানন্দে ॥
সঙ্গিনী সনে, তথা কাননে,
ভ্রমণ করি রাধে।
মুরলী রবে, রাসোৎসবে,
মণ্ডলি বাঁধি সাধে ॥
ভুজ বন্ধনে, পদ চালনে,
নর্ত্তন করি রঙ্গে।
অনুরাগিণী, প্রিয় বাদিনী,
সঙ্গীত বাঁশি সঙ্গে ॥
করিয়া শ্রমে, নর্ত্তন ক্রমে,
বিবশা সুকুমারী।
হেরিয়া শ্যাম, প্রিয়ারে বাম,
হৃদয়োপরি ধরি ॥
মণ্ডলী মাঝে, নর্ত্তক সাজে,
প্রবেশি মহা রঙ্গে।
বাজায়ে বেণু, নাচেন কানু,
রাধারে ল'য়ে সঙ্গে ॥

মুরলী গীতে, মোহিত চিতে,
নাচেন গোপ অঙ্গনা।
হাসায়ে হাসি, বাজায়ে বাঁশি,
নন্দ কুল চন্দ্রমা ॥
নটন ছলে, গোপিকা গলে,
ভুজদ্বয় অর্পিয়া।
সন্তোষ করি, গোকুল নারী,
ভ্রমে রাস রসিয়া ॥
নাচে মাধব, পরমোৎসব,
রাসার্ণব মাঝ রে।
সুচির দিনে, পাইয়া বনে,
নটিনী নটরায় রে ॥
নটন রাজ, নটী সমাজ,
নর্ত্তন রসে হাসিয়া।
নটী নিকরে, ধরিয়া করে,
আনন্দে যায় ভাসিয়া ॥
নাচে কিশোর, রসে বিভোর,
মুরলী গায় গান রে।
বাজে কিঙ্কিণী, রবে কিংকিনি,
নটিনী রূপ হাটে রে ॥
শুক শারিকা, পীযূষ মাখা,
গায় মুখ ভরি রে।

জয় রাধিকা, জয় রাধিকা,
জয়তি শ্যাম চন্দ্র রে ॥
অমরাকুল, মন আকুল,
হেরিতে বন লীলা রে।
রমণী সঙ্গে, বিমানে রঙ্গে,
আসিয়া দেয় জয় রে ॥
হেরি চন্দ্রমা, নৃত্য সুষমা,
ত্যজি স্বভাব রীতি রে।
নভ মাঝারে, রহে সুস্থিরে,
ভুলিয়া নিজ বীথি রে ॥
যমুনা হেরি, মাধব গৌরী,
তরঙ্গে দিয়া জয় রে।
কমল তুলি, কুসুমাঞ্জলি,
চরণে দেয় সুখে রে ॥
সুচারু তরু, লতিকা চারু,
দুলিয়া ধীরে গায় রে।
জয় রাধিকা, জয় রাধিকা,
জয়তি কৃষ্ণচন্দ্র রে ॥
জয় ব্রজবন, গিরি গোবর্দ্ধন,
জয় কালিন্দীর তট রে।
জয় তরুলতা, মধু সুরভিতা,
জয় বংশিকা-বট রে ॥

জয় নন্দ পিতা, শ্রীযশোদা মাতা,
জয় গোপ সখাগণ রে।
ধেনু বৎস জয়, খগ মৃগ চয়,
ব্রজগোপাঙ্গনা জয় রে॥

দেখ দেখ প্রিয় সখি, নটন উৎসব রাখি,
শ্রীরাধিকা সুস্থির হইয়া।
কৃষ্ণ মুখ পদ্মমাঝে, নিজ নেত্র অলি সাজে,
রাখি রূপ সুমাধুরী পিয়া॥
আবেশে অবশ কায়, ধম্মিল্ল প'ড়েছে গায়,
কেশফুল পড়িল খসিয়া।
চলিতে না চলে পদ, কহে কথা আধ আধ,
মৃদু মৃদু হাসিয়া হাসিয়া॥
রূপে অঙ্গ ঢল ঢল, ভাবভরে টল মল,
প্রেমে যায় আপনা ভুলিয়া।
নৃত্য শ্রম ক্লান্তি যুতা, কান্ত অঙ্গে দেহলতা,
রাখি রহে চিত্ত হারাইয়া॥
দেখ ওহে প্রিয় সখি, ভরিয়া যুগল আঁখি,
আজি নীপতরুর তলায় রে।
নীলমণি কাঞ্চনে, দামিনী জড়িত ঘনে,
ইন্দীবরে শোভিল চম্পক রে॥

হেরিয়া নয়ন মন, জুড়াইল সখীগণ,
এস করি কুসুম চয়ন।
অঞ্জলি অঞ্জলি পূরি, যুগল চরণ'পরি,
পুষ্পাঞ্জলি করিছে অর্পণ॥
জয় রাধা মাধব, মূরতি মহোৎসব,
জয় ব্রজরাজ কিশোর।
জয় রাধা রঞ্জন, মনমথ মোহন,
জয় জয় যুগল কিশোর॥

বৃন্দা বিপিনে, রতনাসনে,
রাজে মদনমোহন।
রাধিকা বামে, মোহিতা প্রেমে,
শ্যাম অঙ্গে হিলন॥
কোটি ভাস্কর, জ্যোতি নিকর,
প্রকাশে রাধা শ্যাম।
শীতল দ্যুতি, রাধিকা প্রীতি,
উজ্জ্বল হেম ধাম॥
ললিতা হেরি, প্রেম মাধুরী,
হাসিয়া আপন সাধে।
রঞ্জিত মালে, ফুল শিকলে,
যুগল কিশোরে বাঁধে॥

সকল সখী, ভাব নিরখি,
নিজ নিজ অধিকারে।
কেহ চন্দন, কেহ কুঙ্কুম,
কেহ বা ধরি চামরে॥
সেবিল সুখে, কেহ বা মুখে,
অর্পি সুদল-বীটিকা।
গায়তি হাঁসি, জয়তি বাঁশী,
জয়তি শ্যাম রাধিকা॥
বংশীর গানে, ত্যজিয়া মানে,
শ্যাম লভিল রাধিকা।
স্থাবর দূতী, দারু মূরতি,
জয়তি জয় বংশিকা॥

সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-মহাশয়-প্রণীত

ভক্তের

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উল্লাস,—গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী। এই ত্রিধারায় স্নান করিলে ত্রিতাপ জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে,—শোকের সন্তাপ —রোগের যন্ত্রণা অন্তর্হিত হইবে,—ভগবৎপ্রেমে মনপ্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিবে।

প্রথম উল্লাসে,—গণপতিভট্ট, বলরামদাসের রথযাত্রা, দীনবন্ধু দাস, বিশ্বম্ভর দাস, বন্ধু মহান্তি, রঘু অরক্ষিত, দামোদর দাস এবং কৃষ্ণপ্রিয়ার পত্র,—এই আটটি ভক্তচরিত্র আছে।

দ্বিতীয় উল্লাসে,—গৌরচন্দ্র, জগদ্বন্ধু মহাপাত্র, গোবিন্দ দাস, গীতা-পণ্ডা, শাস্তোবা, জগন্নাথ-দাস, গঙ্গাধর দাস, মণি দাস, রাম বেহেরা, নারায়ণ দাস এবং বালিগ্রাম দাস,—এই এগারটি ভক্তচরিত্র আছে।

তৃতীয় উল্লাসে,—সালবেগ, রাম দাস, রঘু দাস, গোপাল, পরমেষ্ঠি সিপুটি, মাধবাচার্য্য, রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র, অনন্ত শবর, কৃষ্ণ দাস, বালকরাম দাস, নন্দ মহান্তী, নীলাম্বর দাস এবং তুলসী দাস,—এই তেরোটি ভক্তচরিত্র আছে।

সকল চরিত্রই সম্পূর্ণ;—সকল চরিত্রই চির-মধুর। সকল উল্লাসই উত্তম বাঁধাই করা। প্রতি উল্লাসের মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত।

"শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নাম বৈষ্ণবসমাজে চিরপরিচিত, তাঁহার রচিত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত বৈষ্ণবগণের বড়ই আদরের ও ভক্তির বস্তু। মহানুভব জয়গোবিন্দ দাস এই গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদক। এই অনুবাদ এতদিন বড়ই দুষ্প্রাপ্য ছিল। আমাদের পরম পূজনীয় প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এতদিনে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব-সমাজের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয় যখন যে গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন তাহাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, এই গ্রন্থখানির সম্পাদনেও কোথাও কোন ত্রুটী পরিলক্ষিত হইল না। আমাদের বিশ্বাস, ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই এই গ্রন্থ এক এক খণ্ড গৃহে রাখিবেন।"—বসুমতী, ১৫ই শ্রাবণ, ১৩১১ সাল।

পূজার গল্প।

"পূজার গল্প। মূল্য চারি আনা মাত্র। "সদানন্দের সন্ধিপূজা", "মনে মনে মায়ের পূজা", মুখুয্যে মশাই" এবং "তারা-সুন্দরী"—এই চারিটি গল্পে গ্রন্থ সম্পূর্ণ। গল্প চারিটি বটে; কিন্তু ইহাতেই একশত পৃষ্ঠার উপর উঠিয়াছে। চারিটি গল্পই দুর্গাপূজা উপলক্ষে লিখিত। 'গল্পের বহি' বলিলে এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হয় না। ইহাকে 'নীতি-শিক্ষা' বলা যাইতে পারে। সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় অধুনা বাঙ্গালা সাহিত্যে গল্প লেখার যে একটী ঢেউ উঠিয়াছে, তাহার প্রভাবচিহ্ন এ পুস্তকে তিলমাত্রও নাই,—এ সকল গল্প সে শ্রেণীর নহে। কটু ঔষধ যেমন মধুর সহিত মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়, গ্রন্থকার তেমনি শুষ্ক নীরস নীতি-উপদেশ গুলি উপন্যাসের রসে ভিজাইয়া পাঠকগণের সহজগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন। ভাষা সরল, সরস ও সুমার্জ্জিত। ভক্ত এই গ্রন্থ পাঠে ভক্তিরসে ভিজিয়া যাইবেন, ব্যঙ্গ-রসিক রঙ্গরসিকতার তরঙ্গে হাবুডুবু খাইবেন, তত্ত্বজিজ্ঞাসু শাস্ত্রীয় জটিল তত্ত্ব সমূহের সরল মীমাংসায় প্রীতিলাভ করিবেন। হিন্দুমাত্রেরই এই পুস্তক পাঠ করা উচিত।"—বঙ্গবাসী, ২৯শে কার্ত্তিক, ১৩২০ সাল।